পরিচয়

৩০ সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1497, Saturday, October 29, 2022 *FREE* www.parichoy.com

রিজার্ভের টাকা কেউ চিবিয়ে খায়নি - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

■ স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির খোঁজে বাড়িতে হামলা, হাতুড়ির আঘাতে গুরুতর আহত স্বামী-৫ম পাতায়

■ বিশ্বে ভূগর্ভস্থ কয়লার বৃহত্তম মজুদগুলোর অন্যতম জামালগঞ্জ?-৫ম পাতায়

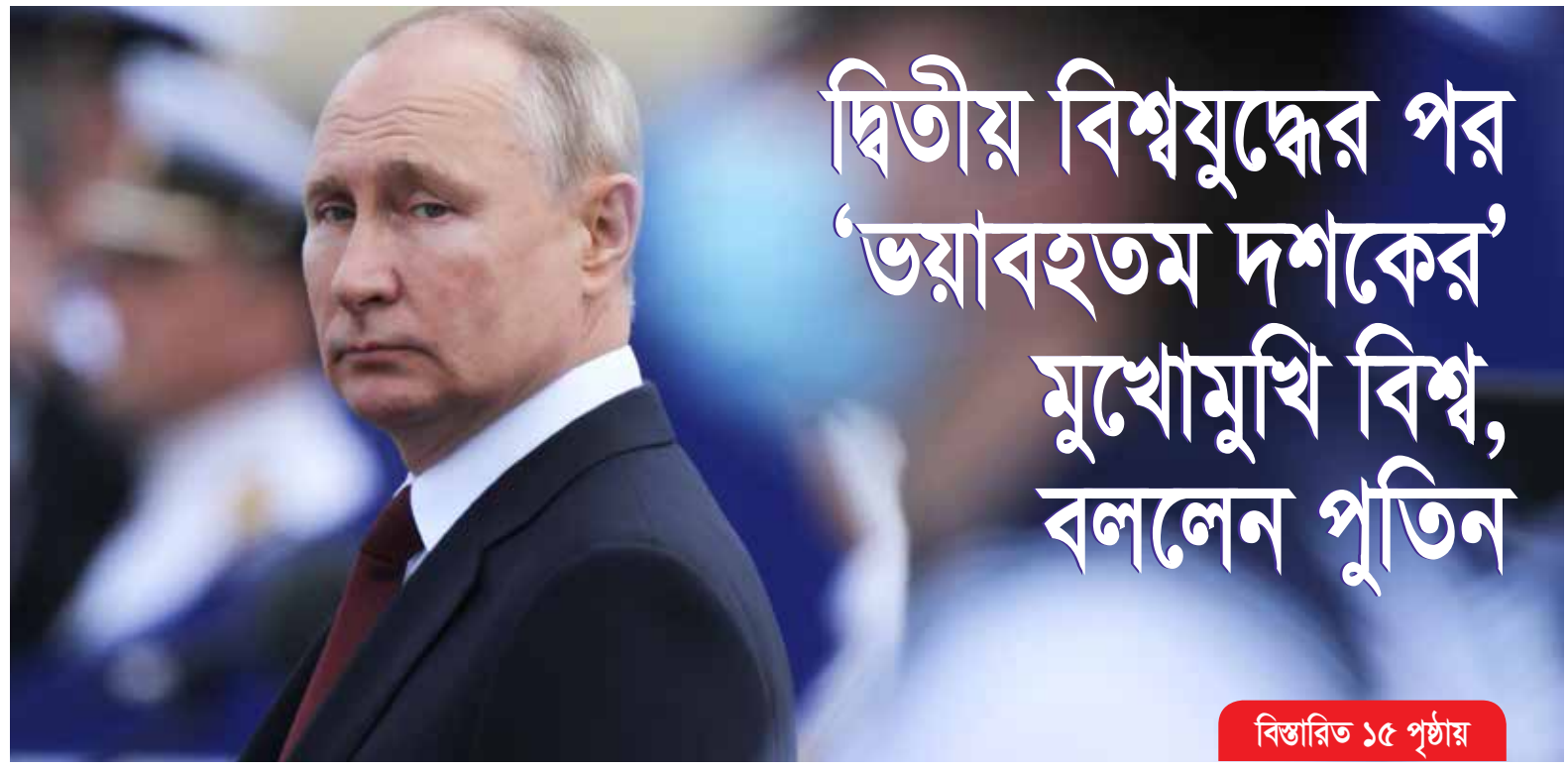

■ আমেরিকার হাতে হাত মিলিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার বার্তা জিনপিংয়ের-৭ম পাতায়

■ বাংলাদেশের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ খাদ্য সংকটে, বলেছে বিশ্বব্যাংক-৮ম পাতায়

■ যে তিন দফা দাবি জানালেন সোহেল তাজ-১০ম পাতায়

■ বহুমুখী চাপে বাংলাদেশের অর্থনীতি: অর্থমন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তা ও সমন্বয়হীনতা সংকট সমাধানে অন্তরায়-১২ পাতায়

■ বাংলাদেশ থেকে পাচারের অর্থ ফেরাতে ১০ দেশের সঙ্গে চুক্তি চায় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা-১৩ পাতায়

■ বাংলাদেশে ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি-১৩ পাতায়

■ বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ হাইড্রোজেন পলিসিতে যাচ্ছে : বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী-১৩ পাতায়

■ অর্ধাহারে দিন কাটছে লক্ষ-লক্ষ ব্রিটেনবাসীর!-১৪ পাতায়

■ নান ও যাজকরাও পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত বললেন পোপ ফ্রান্সিস -১৪ পাতায়

মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাইডেনের পার্টির হারার সম্ভাবনা বাড়ছে

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ‘ভয়াবহতম দশকের’ মুখোমুখি বিশ্ব, বললেন পুতিন

বিস্তারিত ১৫ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

Moin Choudhury, Esq

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির খোঁজে বাড়িতে হামলা, হাতুড়ির আঘাতে গুরুতর আহত স্বামী

সান ফ্রান্সিসকো: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির খোঁজে তার বাড়িতে হামলা করেছে আততায়ী। এ সময় হাতুড়ির আঘাতে গুরুতর আহত হন ন্যান্সির স্বামী পল পেলোসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৮ অক্টোবর শুক্রবার সকালে এই দম্পতির সান ফ্রান্সিসকোর বাড়িতে ঢুকে পড়ে এক ব্যক্তি। ওই সময় ডেমোক্র্যাট নেতার খোঁজে চিৎকার করতে থাকে, ন্যান্সি কোথায়, ন্যান্সি কোথায়?

পরে ন্যান্সির স্বামী ৮২ বছর বয়সী পল পেলোসির ওপর হামলা করে আততায়ী। হাতুড়ির আঘাতে আহত হয়ে তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

৯১১ নম্বরে কল করলে ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। এ ঘটনায় ৪২ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ডেভিড ডিপেপ নামের হামলাকারীর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা ও চুরিসহ অন্যান্য অভিযোগ আনা হয়েছে। এ দিকে পল পেলোসির মাথার খুলিতে জখম এবং ডান বাহু ও হাতে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। গতকালই তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাত্র ১১ দিন বাকি। এর আগে এমন ঘটনা দেশজুড়ে অস্বস্তি তৈরি করেছে। গত বছর জো বাইডেনের ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মাঝে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা ওয়াশিংটনের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে বিএনপি আন্দোলন করতে পারছে - প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না - বিএনপি মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশ গিলে খাবে - আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন

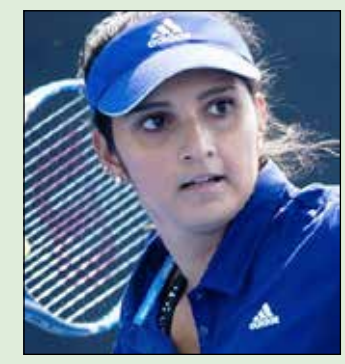

দুঃসময়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন- ভারতের টেনিস সেনসেশন সানিয়া মির্জা

মাস্কের মালিকানাধীন টুইটারে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী সৌদিরা

সান ফ্রান্সিসকো: সামাজিক মিডিয়া কোম্পানি টুইটারে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী হিসেবে সৌদিদের অবস্থান অক্ষুণ্ন রয়েছে। অ্যালন মাস্ক প্রতিষ্ঠানটি কিনে নেয়া সত্ত্বেও সৌদি আরবের কিংডম হোল্ডিং *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বে ভূগর্ভস্থ কয়লার বৃহত্তম মজুদ গুলোর অন্যতম জামালগঞ্জ?

সাইফ বাপ্পী : বিশ্বে কয়লার সবচেয়ে বড় খনি ধরা হয় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইয়োমিংয়ের নর্থ অ্যান্টিলোপ রোশেল কোল মাইনকে। মাইনিং টেকনোলজির তথ্য অনুযায়ী, এখানে কয়লার উত্তোলনযোগ্য মজুদ ১৭০ কোটি টন। বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ কয়লার সবচেয়ে বড় মজুদটি অবস্থিত জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে। ছয় দশক আগে এখানে জরিপ ও অনুসন্ধান চালিয়েছিল জাতিসংঘ ও তত্কালীন পাকিস্তান সরকারের খনিজ সম্পদ বিশেষজ্ঞ দল।

সেই সময়ের জরিপের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় এখানে কয়লার মোট মজুদ রয়েছে ১০৫ কোটি ৩০ লাখ টন। এরপর ২০১৫ সালে খনিটিতে কয়লা খনির গ্যাস বা কোল বেড মিথেন অনুসন্ধানে ভারতীয় এক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয় পেট্রোবাংলা। মাইনিং অ্যাসোসিয়েট প্রাইভেট লিমিটেড (এমএপিএল) নামে ওই প্রতিষ্ঠানের পরের বছর প্রকাশিত জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, জামালগঞ্জে কয়লার প্রকৃত মজুদ আগের হিসাবের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি হতে পারে, যার সম্ভাব্য মোট পরিমাণ ৫৫০ কোটি টন। এর মধ্যে কতটুকু উত্তোলনযোগ্য তা এখনো নিরূপণ করা যায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর এক-দশমাংশও (৫৫ কোটি টন) যদি উত্তোলন করা যায়, তাহলেও খনিটি উত্তোলনযোগ্য কয়লার মজুদের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ ১০ খনির তালিকায় উঠে আসবে। এ তালিকায় বর্তমানে নবম ও দশম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়ার গুনিয়েলা রিভারসাইড ও সারাজি খনি। এ দুই খনিতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার মজুদ যথাক্রমে ৫৪ কোটি ৯০ লাখ টন ও ৫০ কোটি ২ লাখ টন।

আরো গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে খনিটির মজুদ যথার্থভাবে নিরূপণ ও নিশ্চিত করা গেলে জামালগঞ্জ শুধু বাংলাদেশ নয়, *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

চাঁদপুরে ক্রেতা-বিক্রেতার হাঁকডাকে সরগরম ইলিশের বাজার

চাঁদপুর : ২৮ অক্টোবরমধ্যরাত থেকে শুরু হয়েছে ইলিশ শিকার। চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনাসহ দেশের বিভিন্ন নদীতে ইলিশ শিকারে একযোগে জাল ফেলেছেন জেলেরা। শনিবার সকাল থেকে চাঁদপুরের মাছঘাটগুলোতে ইলিশ বেচাকেনা শুরু হয়েছে। টানা ২২ দিন পর ইলিশ বেচাকেনার হাঁকডাকে মুখর বাজার।

সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল থেকেই মাছঘাটে ইলিশ বিক্রি শুরু হয়েছে। ফলে ঘাটে ইলিশ ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। প্রতিটি আড়তের সামনে কম-বেশি ইলিশের স্তূপ লক্ষ্য করা গেছে। কেউ বরফ ভেঙে প্যাকেটজাত করছেন, আবার কেউ ইলিশ সরবরাহের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তবে প্রথম দিনে ৪০০-৬০০ মণ ইলিশ সরবরাহ হয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

দীর্ঘ হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে খুনের তালিকা

সায়ীদ আলমগীর, কক্সবাজার : কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে খুনের তালিকা। চলতি মাসেই ৯ জন খুনের শিকার হয়েছেন। গত ৫ মাসে খুন হয়েছেন ২৫ জন। খুনের শিকার হওয়া রোহিঙ্গাদের বেশিভাগই ক্যাম্প ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতা (মাঝি) ও স্বেচ্ছাসেবক। এতে আতঙ্কিত সাধারণ রোহিঙ্গারা। এছাড়া উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন ক্যাম্পের আশপাশের স্থানীয়রাও।

খুনের শিকার রোহিঙ্গাদের স্বজন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেওয়া তথ্যমতে, ক্যাম্পে মাদক-অপহরণসহ নানা অপরাধে জড়িতদের বিষয়ে সহযোগিতা কিংবা কোনো মামলার সাক্ষী হলেই দুর্বৃত্তদের টার্গেটে রূপান্তর হচ্ছেন সাধারণ রোহিঙ্গারা। আর প্রতিটি আশ্রয় শিবির পাহাড়বেষ্টিত হওয়ায় খুন করে সহজে আত্মগোপনে চলে যেতে পারছে খুনিরা, এমনটি ধারণা তাদের। নিরাপত্তা ও অপরাধী নির্মূলে প্রয়োজনে ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ অভিযান চালানোর দাবি করেন তারা।

সর্বশেষ গত *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

অ্যামেরিকার উপগ্রহ ধ্বংসের হুমকি রাশিয়ার

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বৃহস্পতিবার বলেছেন, অ্যামেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলির যে বাণিজ্যিক উপগ্রহ মহাকাশে আছে, রাশিয়া তা ধ্বংস করতে পারে। পশ্চিমা দেশগুলি যেভাবে ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলেছেন তিনি। বস্তুত, ওই কর্মকর্তার হুমকি, এরপরেও ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নিলে পশ্চিমা দেশগুলিকে বড়সড় ক্ষতির মুখোমুখি হতে হবে। রাশিয়ার ওই কর্মকর্তার নাম কনস্ট্যানটিন ভরোনৎসভ। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর। রাশিয়ার সংবাদসংস্থা তাস মিডিয়া তার এই বক্তব্য প্রচার করেছে।

ভরোনৎসভ কোনো নির্দিষ্ট স্যাটেলাইট সংস্থার নাম উল্লেখ করেননি। তবে এলন মাস্কের স্পেস এক্স অন্যতম টার্গেট হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা। মস্কের স্পেস এক্স রকেটের সাহায্যে মহাকাশে স্টার লিঙ্ক উপগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে। এই উপগ্রহ থেকে পাওয়া ইন্টারনেটের উপর ইউক্রেনের প্রশাসন নির্ভর করে আছে। বস্তুত, যুদ্ধেও এই ইন্টারনেট প্রভূত সাহায্য করছে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া মাস্কের ওই উপগ্রহ ধ্বংস করলে বিরাট ক্ষতির মুখোমুখি হবে অ্যামেরিকা। বস্তুত, এবিষয়ে গত সপ্তাহে মাস্ক সরব হয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, অ্যামেরিকা বলেছিল, ইউক্রেনের ইন্টারনেটের জন্য মার্কিন প্রশাসন মাস্কের সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দেবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা করা হয়নি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, রাশিয়ার এই হুমকি যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এই প্রথম মহাকাশে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। রাশিয়া উপগ্রহ ধ্বংস করলে অন্য দেশগুলিও সেই পথে এগোতে পারে তাদের আশঙ্কা।

রাশিয়ার নিহত সেনা : যুদ্ধে রাশিয়ার কত সেনা মারা গেছে, এবিষয়ে এখনো পর্যন্ত মস্কো কোনো সরকারি বিবৃতি দেয়নি। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনও এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে সম্প্রতি পুটিন-ঘনিষ্ঠ রামজান ক্যাদিরভ জানিয়েছেন, তার ২৩ জন সেনার মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত চেচনিয়া অঞ্চলের নেতা রামজান। টেলিগ্রামে তিনি লিখেছেন, ইউক্রেনের শেলিংয়ে খেরসন অঞ্চলে চেচনিয়ার ২৩ জন যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ৫৮ জন আহত। এর আগে তিনি বলেছিলেন, তার সেনা ৭০ জন ইউক্রেনীয় সেনাকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে।

তীব্র বিদ্যুৎসংকট : ইউক্রেন তীব্র বিদ্যুৎসংকটের মুখোমুখি হয়েছে। রাজধানী কিয়েভ-সহ মধ্য ইউক্রেনে প্রায় ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ কমে গেছে। অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে রাশিয়া প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে আক্রমণ চালাচ্ছে। সেখানে লাগাতার বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে। ফলে রাজধানীতেও বিদ্যুতের সংকট তৈরি হয়েছে। এর ফলে অনন্ত সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকতে পারে সতর্ক করে দিয়েছে কিয়েভের প্রশাসন।

ক্রমশ ঠান্ডা বাড়ছে ইউক্রেনে। ঠান্ডায় হিটিং ছাড়া কীভাবে বাঁচবেন বেসামরিক মানুষ, তা-ও এক বড় প্রশ্ন। - রয়টার্স, এপি, এএফপি

টুইটারের নিয়ন্ত্রণ নিলেন মাস্ক, আগের কর্তারা ছাঁটাই

নিউ ইয়র্ক: বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ইলন মাস্ক টুইটারের দখল নিলেন। প্রায় ৪৪ বিলিয়ন ডলার দিয়ে তিনি টুইটার কিনেছেন। ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবারই মাস্ক টুইট করে বলেছিলেন, টুইটারের সদর দফতরে প্রবেশ করছি। বিভিন্ন মিডিয়ার খবরে জানা গেছে, টুইটারের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পরেই আগের কর্তাদের ছাঁটাই করেছেন মাস্ক। টুইটারের চিফ এক্সিকিউটিভ পরাগ আগরওয়াল, চিফ ফিন্যান্স অফিসারকে ছাঁটাই করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, আইন, নীতি-নির্ধারণ ও জেনারেল কাউন্সিলের কর্তাদের।

মাস্কও তার টুইটার প্রোফাইল বদল করে নিয়েছেন। সেখানে এখন লেখা রয়েছে,ওচিফ টুইট্।

এরপর কী হবে?

মাস্ক টুইটার কিনবেন কি না, তা নিয়ে এতদিন প্রচুর জল্পনা ছিল। এমনকি মাস্ক টুইটার-চুক্তি থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন অভিযোগ করে মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের একটি স্কুলে ফের বন্দুক হামলা, নিহত ৩

সেন্ট লুইস, মিসৌরি: মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইস শহরের একটি স্কুলে আবারও বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে সন্দেহভাজন হামলাকারীও রয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও সাতজন।

গত ২৪ অক্টোবর সোমবার স্থানীয় সময় ৯টার দিকে এক বন্দুকধারী মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইস শহরের সেন্ট্রাল ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস হাই স্কুলে প্রবেশ করে। এরপরই সেখানে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে। তবে স্কুল ভবনের দরজা তালাবদ্ধ ছিল এবং সন্দেহভাজন ওই বন্দুকধারী সেখানে কীভাবে প্রবেশ করে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয়। খবর বিবিসির।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, হামলা শুরুর পর একপর্যায়ে বন্দুকধারীর হাতে থাকা অস্ত্রটি জ্যাম বা আটকে যাওয়ার পর অনেকের প্রাণ রক্ষা পায়। সেন্ট লুইস পাবলিক স্কুল বলছে, পুলিশ অভিযুক্ত ওই বন্দুকধারীকে 'দ্রুত থামিয়েছে'। সন্দেহভাজন ওই হামলাকারী সাবেক ছাত্র ছিলেন এবং তার বয়স ১৯ বছর। হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের সঙ্গে অভিযুক্ত হামলাকারীর গুলি বিনিময় হয় এবং

পরে নিজের আঘাতে সে মারা যায়।

প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থীর সেন্ট্রাল ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস হাই স্কুলের সাথে ওই হামলাকারীর সংশ্লিষ্টতা বা সেখানে হামলার উদ্দেশ্য ঠিক কী তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শহরের পুলিশ কমিশনার মাইকেল স্যাকের মতে, অফিসাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর আক্রমণকারীর কাছে 'লম্বা বন্দুক' দেখতে পান। এছাড়া হামলার আতঙ্কে অনেক শিক্ষার্থীকে স্কুল থেকে পালিয়েও যেতে দেখেন তারা। তিনি বলেন, 'এটি আমাদের সকলের জন্য হৃদয়বিদারক দিন'। এফবিআই এজেন্টরা তদন্তে সহায়তা করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এক চোখ হারালেন সালমান রুশদি

নিউইয়র্ক : গত ১২ আগস্ট সকালে নিউইয়র্ক শহরে একটি অনুষ্ঠানে বিতর্কিত ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদির ওপর ছুরি হামলা চালায় এক যুবক। এতে প্রাণে রক্ষা পেলেও একটি চোখ হারাতে হয়েছে সালমান রুশদিকে। তার এক এজেন্ট গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর রয়টার্সের।

চোখের পাশাপাশি একটি হাতও অকেজো হয়ে গেছে হাদি মাতার নামে ওই যুবকের হামলায়। নিউইয়র্কের বাফেলো শহরের কাছেই চৌতাওকুয়া ইনস্টিটিউশনে একটি অনুষ্ঠানে হামলার শিকার হন ৭৫ বছর বয়সি এ লেখক। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর হামলা চালানো হয়। তাকে কিলঘুষির পাশাপাশি ১৫টি ছুরিকাঘাত করে ওই হামলাকারী।

সালমান রুশদি নানা কারণে আলোচিত ও সমালোচিত। তার বিরুদ্ধে লেখায় ইসলাম ও মুসলিমদের নিন্দা ও নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অভিযোগ রয়েছে।

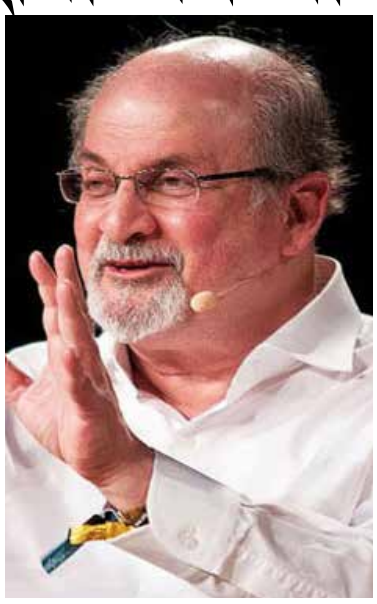

তার লেখা নিয়ে নানা সময়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মুসলিমবিশ্ব।

৪০ বছরের লেখক জীবনের শেষ ভাগটি সালমান রুশদি নিরাপত্তার কারণে এক ধরনের আত্মগোপনেই কাটাচ্ছেন। তবে এতে তার লেখালেখি থেমে থাকেনি এবং তিনি পাশ্চাত্যের পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও বঞ্চিত হননি। ২০০৭ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের 'নাইটহুড' উপাধিও লাভ করেন।

লেখক হিসেবে সালমান রুশদি প্রথম আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেন 'মিডনাইটস চিলড্রেন' উপন্যাসের জন্য। ১৯৮১ সালে তিনি এজন্য 'ম্যান বুকার পুরস্কার' লাভ করেন। কিন্তু ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত পরবর্তী উপন্যাস 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস'-এর জন্য তিনি বিশ্ব মুসলিমের প্রতিবাদ ও নিন্দার সম্মুখীন হন। তার পর থেকে নিরাপত্তার কারণে লোকচক্ষুর আড়ালে ও প্রহরীবেষ্টিত জীবনযাপন করছেন সালমান রুশদি। এ যাবৎ তিনি ১৩টি উপন্যাসসহ অনেক ছোটগল্প ও নন-ফিকশন গ্রন্থ রচনা করেছেন।

প্রশান্ত মহাসাগর হারিয়ে যাবে, আমেরিকা যুক্ত হবে এশিয়ার সঙ্গে!

নিউইয়র্ক : একটি নতুন গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগর হারিয়ে যাবে এবং আমেরিকা এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবে! প্রশান্ত মহাসাগর যে গতিতে সংকুচিত হচ্ছে, তাতে আগামী ২০ থেকে ৩০ কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবী আবার 'সুপারকন্টিনেন্ট' বা অতি মহাদেশ পেতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন এই বিজ্ঞানীরা। অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন ইউনিভার্সিটি এবং চীনের পিকিং ইউনিভার্সিটির গবেষকরা সুপারকম্পিউটারের মাধ্যমে পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটের বিবর্তন *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাইডেনের পার্টির হারার সম্ভাবনা বাড়ছে

ওয়াশিংটন ডিসি:যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র সিনেট ও হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এর নির্বাচনে বাইডেনের দল ডেমোক্রেটিক পার্টির জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসছে। আর এমনটি হলে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঢালহীন-তলোয়ার নিধিরাম সরদারে পরিণত হবেন। কারণ ভোটাভুটিতে সমর্থনের অভাবে কোনো বিলই তিনি পাস করাতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তাকে নির্বাহী আদেশের আশ্রয় নিতে হবে, যা ইচ্ছেমত মতো ব্যবহার করা যায় না। সাম্প্রতিক কিছু জরিপে দেখা গেছে, আগে সিনেটের যেসব আসনে ডেমোক্রেটরা এগিয়ে ছিল উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে সেখানে ভোটাররা রিপাবলিকনের দিকে ঝুঁকছেন। ফাইভথার্টিএইটসহ কিছু জরিপ ও বিশ্লষণী সংস্থা বলছে, চলতি বছরের শুরুতে বাইডেন ও তার কিছু মিত্র যারা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে নিজেদের জয় ধরে রাখতে পারবে, সেটাও এখন রিপাবলিকদের পক্ষে চলে গেছে। কংগ্রেসের যেকোনো একটি বা দুটো কক্ষেরই নিয়ন্ত্রণ হারানোর মানে হলো তাঁর বর্তমান মেয়াদের পরবর্তী দুই বছর খুব চাপে থাকবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস বা সিনেটে পরাজিত হলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির উল্লেখযোগ্য অনেক কিছুই পূরণ করতে পারবে না বাইডেন প্রশাসন। এ অবস্থায় পারিবারিক ছুটি, গর্ভপাত, পুলিশে সংস্কারসহ ডেমোক্রেটরা যেসব আইন পাশ করতে চায়, তা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে, অভিবাসন বিরোধী ও সরকারি ব্যয় কমাতে নতুন আইন প্রণয়নে চাপ তৈরি করবে রিপাবলিক সদস্যরা। শুধু তাই নয়, ডেমোক্রেটদের বিভিন্ন খাতে ব্যয় ও বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের ব্যবসায়িক লেনদেন ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তদন্ত শুরু করতেও চাপ দিতে পারে রিপাবলিকরা। সব চেয়ে বড় শঙ্কা, বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধেও অভিশংসন প্রস্তাব আনতে পারেন রিপাবিলিকরা। প্রসঙ্গত, আগামি ৮ নভেম্বর সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রয়টার্স

রিপাবলিকানদের পর নিজ দলের বিরোধের মুখে বাইডেন

ওয়াশিংটন ডিসি:রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন জোগাড় করার ক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এপর্যন্ত সফল হলেও, ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে তার নিজ দল ডেমোক্রেটের অভ্যন্তরীণ জোটে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেইসাথে নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য মধ্যবর্তী মার্কিন নির্বাচনের জয়লাভের সম্ভবনাতেও সংশয় দেখা দিয়েছে বাইডেনের। তীব্র জ্বালানী সঙ্কটের কারণে কঠিন শীতের দারপ্রান্তে থাকা ইউরোপ, মার্কিন বাজারে গ্যাসের উচ্চ মূল্য, লাগাতার অর্থ মন্দা এবং পুতিনের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি রিপাবলিকানদের পাশাপাশি ডেমোক্রেটদেরও শঙ্কিত করে তুলেছে। প্রভাবশালী রিপাবলিকান নেতা এবং সম্ভাব্য মার্কিন স্পীকার কেভিন ম্যাক্কার্থির মতো আরও অনেকে ইউক্রেনকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দেয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যা গত সপ্তাহে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, রিপালিকানা কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসলে ইউক্রেনকে সহায়তা কমিয়ে দেবে। এরমধ্যে, সোমবার হোয়াইট হাউসে ৩০ জন ডেমোক্রেটের পাঠানো একটি খোলা চিঠি ইউক্রেনকে সহয়াতার বিরুদ্ধে বাইডেনের উপর আরও চাপ তৈরি করেছে। চিঠিতে বাইডেনের দলীয় সতীর্থরা ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে কৌশল পরিবর্তন করতে এবং রাশিয়ার সাথে সরাসরি আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাইডেনকে আহ্বান জানিয়েছেন।

এই প্রথমবারের মতো বাইডেনের নিজের দলের বিশিষ্ট সদস্যরা তাকে ইউক্রেনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য চাপ দিয়েছেন। ডেমোক্র্যাটরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন যে, যুক্তরাষ্ট্র একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে রাশিয়ার সাথে নিয়মিত সংলাপে জড়িত হচ্ছে না। চিঠিতে কংগ্রেসনাল প্রগ্রেসিভ ককাসের প্রধান প্রমিলা জয়পালের নেতৃত্বে ৩০ জন ডেমোক্র্যাট ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তার সাথে একটি সক্রিয় কূটনৈতিক ধাক্কা দিতে বাইডেনকে আহ্বান জানিয়েছেন, যা যুদ্ধবিরতির জন্য বাস্তবসম্মত কাঠামো খোঁজার প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করতে পারে। তারা উল্লেখ্য করেছেন যে, যুদ্ধের বিপর্যয়কর পরিণতি ইউক্রেনের বাইরেও ক্রমবর্ধমানভাবে অনুভূত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে মস্কোর একটি পারমাণবিক হামলার সম্ভাবনার পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর খাদ্য ও গ্যাসের দাম এবং গম, সার ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি যা বিশ্বব্যাপী খাদ্য ঘাটতি তৈরি করেছে। ডেমোক্রেটেদের উদ্বেগের পিছনে আরও একটি বাস্তবতা হ'ল যে, যুদ্ধ কেবল দীর্ঘায়িত হচ্ছে বলে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণে ডেমোক্র্যাটদের শেষ ভরসা ওবামা

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে কংগ্রেসে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর দ্বারপ্রান্তে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটরা। ফলে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে দলটি এখন ঝুঁকছে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার দিকে। তাঁদের ধারণা, ওবামাই পারবেন তাঁদের নিশ্চিত পরাজয় ঠেকাতে।

এজন্য আগামী ৮ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণায় নামবেন ওবামা। আজ শুক্রবার জর্জিয়ায় দলের প্রার্থীদের পক্ষে গণসংযোগ চালানোর পরে উইসকনসিন, নেভাদা ও পেনসিলভানিয়ায়ও যাবেন তিনি। এ চারটি রাজ্যে লড়াই হবে সমানে সমানে। এখানে আগে থেকে শক্ত অবস্থানে রয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থীরা। এবার তাঁদের লক্ষ্য সিনেটে আগের আসন ধরে রাখার পাশাপাশি যে কোনো অতিরিক্ত একটি আসনে জয় লাভ করা। তাঁদের আশা, এবারের নির্বাচনে দেশটির নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি সভার নিয়ন্ত্রণও তাঁদের হাতে থাকবে। ফলে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিভিন্ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনের বিভিন্ন খাতে করা ব্যয় নিয়ে তদন্তে নামতে পারবেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সর্বশেষ জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, বাইডেনের পক্ষে বর্তমানে ৩৯ শতাংশ ভোটার রয়েছেন। এ জন্য ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে ওবামার দিকে ঝুঁকছেন।

ধর্ষণের মামলায় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কলামিস্ট ই জিন ক্যারলের দায়ের করা ধর্ষণ মামলায় শপথের অধীনে প্রশ্নে উত্তর দিয়েছেন। ই জিন ক্যারল নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ড্রেসিং রুমে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন বলে অভিযোগ করেছেন। তিন বছর আগে ক্যারল প্রথমবারের মতো যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ক্যারলের বুধবারের (১৯ অক্টোবর) জবানবন্দি তার আইনজীবীদের ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ দিয়েছিল বলে জানিয়েছে আল-জাজিরা। তবে কিভাবে ট্রাম্পের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। ক্যারলের প্রতিনিধিত্বকারী আইন সংস্থা কাপলান হেকার অ্যান্ড ফিনেকর একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা খুশি যে, আমাদের ক্লায়েন্ট ই জিন ক্যারলের পক্ষে আমরা আজ ডোনাল্ড ট্রাম্পের জবানবন্দি নিতে পেরেছি। এ মুহূর্তে আমরা এর বেশি মন্তব্য করতে চাই না।'

ই জিন ক্যারল এলি ম্যাগাজিনের একজন সাবেক কলামিস্ট যিনি ২০১৯ সালের নভেম্বরে ম্যানহাটন ফেডারেল আদালতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করেছিলেন। অভিযোগ অস্বীকার করে ট্রাম্প সে সময় বলেছিলেন, 'ক্যারল আমার পছন্দের মানুষদের মতো নয়।'

ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'ক্যারলের ধর্ষণের অভিযোগটি একটি প্রতারণা এবং মিথ্যা। আদালতের মামলাটি বাতিল করা উচিত ছিল।' ট্রাম্পের আইনজীবী আলিনা হাব্বা মামলাটিকে 'সম্পূর্ণ গ্রহনযোগ্যতাহীন' বলে অভিহিত করেছেন। এক ফেডারেল বিচারক গত সপ্তাহে ট্রাম্পের আইনজীবীর সময় চাওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ট্রাম্প তার জবানবন্দির সময় যা বলেছেন তা আসন্ন দেওয়ানী বিচারে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হতে পারে।

তিনি ক্যারলের অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত কোনও ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হননি তাই কোনও বিচারের সম্ভাবনা নেই।

কারণ, নব্বইয়ের দশকে ঘটে যাওয়া যৌন নিপীড়নের জন্য ফৌজদারি অভিযোগের সময়সীমা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

আমেরিকার হাতে হাত মিলিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার বার্তা জিনপিংয়ের

বেইজিং: গত ২২ অক্টোবর শনিবার তৃতীয়বারের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শি জিনপিং। আর তারপরই চীনের প্রেসিডেন্টের মুখে মার্কিন প্রীতির সুর। সম্প্রতি তাইওয়ান নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বেইজিংয়ের প্রবল অশান্তির পর এবার জিনপিং বার্তা দিলেন ওয়াশিংটনের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়ার।

ঠিক কী বলেছেন জিনপিং? সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে জানা যাচ্ছে, চীনা প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'আজ বিশ্বে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি নেই। এই পরিস্থিতিতে চীন আমেরিকার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে চায়। পারস্পরিক সম্মতি বজায় রেখে একসঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন যুগের দিকে এগিয়ে যেতে। এতে শুধু দুই দেশেরই উন্নতি হবে না। গোটা বিশ্বই এর ফলে উপকৃত হবে।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি তাইওয়ান ইস্যুতে চীন ও আমেরিকাকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যখন চীনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাইওয়ান আসেন আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দক্ষিণ চীন সাগরে ঢুকে পড়ে আমেরিকার যুদ্ধবিমানের বহর।

এছাড়াও লাদাখে ভারত-চীন সংঘাতের ঘটনাও চীন-মার্কিন সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ ভারত আমেরিকার ঘোষিত সামরিক জোটসঙ্গী। তার আগে কোভিড পরিস্থিতিতে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মারণ ভাইরাস ছড়ানোর জন্য চীনকে দায়ী করেছিলেন।

সব মিলিয়ে একের পর এক ঘটনার অভিঘাতে ক্রমশই তলানিতে তলিয়ে গিয়েছে দুই দেশের সম্পর্ক। কিন্তু এবার জিনপিংয়ের মুখে সেই আমেরিকার সঙ্গেই হাতে হাত মিলিয়ে এগনোর বার্তায় অবাক ওয়াকিবহাল মহল। প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কোনও সদিচ্ছা প্রকাশ করলেন চীনা প্রেসিডেন্ট? নাকি এটা নিছকই কূটনৈতিক কৌশল? আপাতত সেই উত্তরই খুঁজতেই ব্যস্ত বিশ্লেষকরা। সূত্র: টাইমস নাউ।

বাংলাদেশের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ খাদ্য সংকটে, বলেছে বিশ্বব্যাংক

ঢাকা: করোনা মহামারির ধাক্কা কাটিয়ে উঠলেও দেশের প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ খাদ্য সংকটের মুখোমুখি বলে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষায় উঠে এসেছে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে গেছেন এমন মানুষের সংখ্যা গত বছরের জুনে ছিল ৭ শতাংশ। চলতি বছরের মে মাসে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ১৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

গত ২৬ অক্টোবর বুধবার রাজধানীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) আয়োজিত সেমিনারে বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ আয়াগো ওয়াম্বিলে সমীক্ষার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ২০২০ সাল থেকে চলতি বছরের মে পর্যন্ত ১০ বার টেলিফোনে ১ হাজার ৩০০ থেকে ৭ হাজার ৭০০ মানুষের ওপর জরিপের মাধ্যমে এ সমীক্ষা চালায় বিশ্বব্যাংক।

সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, এ বছরের মে মাসে ৬ শতাংশ মানুষ খাবার কিনতে পারছিলেন না। গত বছরের জুনে এ সংখ্যা ছিল ৫ শতাংশ। একদিন খাবার খেতে পারেন না এমন মানুষের সংখ্যা গত বছরের জুনে ছিল ১ শতাংশ। এটি চলতি বছরের মে মাসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ শতাংশে। তবে গত এক বছরে কম খাবার খাওয়া মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে বলে সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে।

গত বছরের জুনের ১৭ শতাংশ থেকে চলতি বছরের মে মাসে এই সংখ্যা কমে ৯ শতাংশে এসেছে। সমীক্ষার মূল বক্তব্য উপস্থাপন করে আয়াগো ওয়াম্বিলে বলেন, 'মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং খাদ্য নিরাপত্তার মূল প্রতিবন্ধক।'

'খাদ্য নিরাপত্তা না থাকায় দরিদ্রতম দেশগুলোর জনগণের জীবনের ঝুঁকি আরও বেড়ে যাচ্ছে' যোগ করেন তিনি।

বিশ্বব্যাংকের এ সমীক্ষায় বলা হয়, ২০২১ সালের জুনে বাংলাদেশের ৭০ শতাংশ জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা ছিল যা এ বছরেও একই আছে।

বিশ্বব্যাংকের আরেক সিনিয়র অর্থনীতিবিদ শৈলেশ তিওয়ারি বলেন, 'করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে গত ২ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি 'ভিচ আকৃতির পুনরুদ্ধার হয়েছে তবে তা ছিল অসম। কারণ সব ধরনের মানুষ এর সুফল পায়নি।'

'ভিচ আকৃতির পুনরুদ্ধারের মানে দাঁড়ায় ভয়াবহ পতনের পরে অর্থনীতির দ্রুত উন্নতি।

'ট্র্যাকিং ইমপ্যাক্ট অব কোভিড-১৯ ইন বাংলাদেশ: হাই ফ্রিকোয়েন্সি ফোন সার্ভে' শীর্ষক জরিপ ২০২০ সালের জুন থেকে ২০২২ সালের মে মাসের মধ্যে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বস্তি ও দরিদ্র এলাকায় পরিচালিত হয়েছিল।

সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, মহামারি শুরুর পর ২০২০ সালের জুনে সংকটকালে বাংলাদেশের প্রায় ৩১ শতাংশ মানুষের হাতে জরুরি হিসেবে নগদ ২৫ হাজার টাকাও ছিল না। তবে এ বছরের মে মাসে এই সংখ্যা ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। সেমিনারে বিআইডিএসের মহাপরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, 'জনসংখ্যার বড় অংশ সংকটের সময়ে নগদ অর্থের সমস্যায় পড়েন। তাদের সংকটে মাত্র ২৫ হাজার টাকা ধার করতে হয়। উন্নত দেশগুলোয় রাষ্ট্র জনগণের সাহায্যার্থে নগদ অর্থ বিতরণ করে। আমাদের এখানে এটি নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'ভাইরাসের বিস্তারের পর লকডাউনের সময় দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে ধীরে ধীরে তা পুনরুদ্ধার হয়। কিন্তু, সবাই এর সুফল সমানভাবে পাননি।'

আয়াগো ওয়াম্বিল জানান, বস্তি এলাকার ৫৫ শতাংশ মানুষ ২০২০ সালের জুনে বাড়ি ভাড়া দিতে পারেননি। এ বছরের মে মাসে এই সংখ্যা কমে ২৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

'এতে দেখা যায় যে বস্তি এলাকার ২৫ শতাংশ মানুষ এখনো ঘর ভাড়া দিতে পারছেন না' যোগ করেন তিনি।

সমীক্ষার ফলাফল অনুসারে, ২০২০ সালের জুনে বস্তি এলাকার ২২ শতাংশ পরিবার ভাড়া দিতে না পারায় বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে এই আশঙ্কায় ছিলেন। এই সংখ্যা ২০২২ সালের মে মাসে ১৪ শতাংশে নেমে আসে।

এ অবস্থায় পরিবেশগত বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যখাতে বড় ধাক্কার জন্য সরকারকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান অর্থনীতিবিদ আয়াগো ওয়াম্বিল।

ভবিষ্যৎ ধাক্কাগুলোর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে কল সেন্টারের মতো অবকাঠামো স্থাপনের ওপর জোর দেন তিনি।

অর্থনৈতিক ধাক্কার ঝুঁকি বেড়েছে উল্লেখ করে তিনি দরিদ্র ও দুর্বলদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চোখের চিকিৎসার জন্য ১৬ দিনের সফরে জার্মানি-যুক্তরাজ্যে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

ঢাকা : স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চোখের চিকিৎসার জন্য ১৬ দিনের সফরে জার্মানি ও যুক্তরাজ্যে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এ উদ্দেশ্যে ২৯ অক্টোবর শনিবার তিনি ঢাকা ত্যাগ করবেন। আজ শুক্রবার রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

জয়নাল আবেদীন বলেন, কাতার এয়ারওয়েজের একটি ভিভিআইপি ফ্লাইট রাষ্ট্রপতি ও তার সহধর্মিণীকে নিয়ে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৩টা ২০মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করবে। রাষ্ট্রপতি জার্মানির একটি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও লন্ডনের একটি চক্ষু হাসপাতালে চোখের পরীক্ষা করাবেন।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি ১৩ নভেম্বর দেশে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ দীর্ঘদিন ধরে গ্লুকোমায় ভুগছেন। জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি জার্মানি ও লন্ডনে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতেন।

অবৈধ অভিবাসনে ব্যক্তি ও দেশের ক্ষতি হয় - পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন

ঢাকা:অবৈধ অভিবাসীরা নিজের পাশাপাশি দেশেরও ক্ষতি করেন মন্তব্য করে পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন, 'অবৈধ অভিবাসনের কারণে মানুষ অনিরাপদ যাত্রার মাধ্যমে জীবনের ঝুঁকি নেয়, প্রচুর টাকা খরচের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের কারণে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তির ক্ষতি হয়।' ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এবং কূটনৈতিক রিপোর্টারদের সংগঠন ডিকাব আয়োজিত অভিবাসন ও মিডিয়াবিষয়ক এক কর্মশালায় পররাষ্ট্র সচিব এসব কথা বলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত ইইউ ডেলিগেশন প্রধান রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেন, 'নিরাপদ অভিবাসনসহ দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা করতে আগামী ১০ নভেম্বর দুদিনের সফরে বাংলাদেশে আসছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) স্বরাষ্ট্রবিষয়ক কমিশনার ইলভা জোহানসন।' তিনি জানান, ইইউ'র স্বরাষ্ট্রবিষয়ক কমিশনারের ঢাকা সফরে অভিবাসনকে আগামী দিনে আরও নিরাপদ ও টেকসই করার কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের সরকার ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা হবে। তিনি আরও বলেন, 'যারা সাধারণ মানুষকে উন্নত জীবনের লোভের ফাঁদে ফেলে অবৈধ অভিবাসনের সুযোগ করে দেয়, তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখতে পারে। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে ইইউ।' রাজধানীর গুলশানের এক হোটেলে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন আইওএম বাংলাদেশের চিফ অব মিশন আব্দুসাত্তার ইসব, সিনিয়র পলিসি এডভাইজর শহীদুল হক, হেড অব মিশন সাপোর্ট ইউনিট ক্রিস্টোফার ডেভিড ফলকেস।

অস্ট্রেলিয়ান অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত ফখরুলকন্যাসহ দুই বাংলাদেশী

ঢাকা: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মেয়ে ড. শামারুহ মির্জা অস্ট্রেলিয়ান অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছেন। শামারুহ আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। পেশায় চিকিৎসাবিজ্ঞানী মেয়ের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হওয়ায় দারুণ খুশি মির্জা ফখরুল। তবে মির্জা ফখরুলের মেয়ে একাই এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হননি, নাজমুল হাসান নামে আরও এক বাংলাদেশিও ২০২৩ সালের অস্ট্রেলিয়ান অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

তারা এসিটি লোকাল হিরো ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছেন। আগামী ৯ নভেম্বর চার ক্যাটাগরিতে পুরস্কারজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। এরপর তারা ২০২৩ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় পুরস্কার ঘোষণার দিন অন্যান্য রাজ্য এবং অঞ্চলের পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে ফাইনালিস্ট হিসেবে যোগ দেবেন।

ন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া ডে কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী কার্লি ব্র্যান্ড মনোনীতদের তাদের এ স্বীকৃতির জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, বিশ্ব নেতৃত্বে, স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কিংবা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবদান রাখাতে- এসিটি পুরস্কারের জন্য মনোনীতরা উল্লেখযোগ্য ছাপ রাখতে পেরেছে।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ান গণমাধ্যম দ্য ক্যানবেরা টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, এসিটি অস্ট্রেলিয়ান অব দ্য ইয়ার, এসিটি সিনিয়র অস্ট্রেলিয়ান অব দ্য ইয়ার, এসিটি ইয়াং অস্ট্রেলিয়ান অব দ্য ইয়ার এবং এসিটি লোকাল হিরোড়এ চারটি ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছেন ১৬ জন। এদের কেউ মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণ করেছেন, কেউ মেতে থাকেন হিপ-হপে, কেউ লড়েন মানবাধিকারের জন্য আবার কেউবা শুধু সূচিকর্মের মাধ্যমেই জীবন বদলাতে রেখে চলেছেন অবদান।

ড. শামারুহ মির্জা সম্পর্কে কিছু তথ্য : চিকিৎসাবিজ্ঞানী শামারুহ মির্জা অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। নারীদের প্রতিনিয়ত বিষণ্ণতার সঙ্গে লড়াই তাকে ভাবিয়ে তোলে। পরে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের (সাংস্কৃতিক ও জাতিগত) নারীরা যেন নিরাপদে তাদের নিত্যকার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা এবং একইসঙ্গে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে ২০১৭ সালে তিনি সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সিতারাস স্টোরি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

এটি স্বেচ্ছাসেবী এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য, গার্হস্থ্য সহিংসতা, নিজের যত্ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতে সহায়তা করে।

২০২১ সালে সংস্থাটিকে এসিটি মেন্টাল হেলথ মান্থ অ্যাওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ৪৪ বছর বয়সী ড. শামারুহ নিজেও ক্যানবেরা কমিউনিটি স্পিরিট অ্যাওয়ার্ড-২০২১ এর চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগী ছিলেন।

অন্যদিকে কভিড-১৯ এর সময় ২০২১ সালের আগস্টে ক্যানবেরায় লকডাউন ঘোষণার পর নাজমুল হাসান বিনামূল্যে খাবার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একটি ফেসবুক পেজ এবং গুগল ফর্মের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে বিনামূল্যে হালাল খাবার, মুদিসামগ্রী ইত্যাদি প্রেরণ করেন।

এ ছাড়াও ২০২১ সালে তিনি আফগান শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সহায়তা শুরু করেন। রেডক্রসের সমন্বয়ে তার অলাভজনক প্রতিষ্ঠান রহিমুহ-এর মাধ্যমে এই কাজটি এখনো অব্যাহত রয়েছে। ৪০ বছর বয়সী নাজমুল তার দাতব্য কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তঃধর্মীয় এবং মাল্টি-কালচারাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন।

রিজার্ভের টাকা কেউ চিবিয়ে খায়নি - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রিজার্ভের অর্থ দেশের উন্নয়ন, আমদানি ও জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন রিজার্ভের টাকা গেল কোথায়, যারা এই প্রশ্নটা করেন তাদের বলছি রিজার্ভের টাকা গেল পায়রা বন্দরে। রিজার্ভের টাকা গেছে দেশের জনগণের জন্য খাদ্য কেনায়, সার কেনায়। রিজার্ভের টাকা জনগণের কল্যাণে এবং আমদানিতে ব্যয় হয়েছে। কেউ এই অর্থ আত্মসাৎ বা অপব্যবহার করেনি। এ টাকা কেউ চিবিয়ে খায়নি। মানুষের কাজেই লাগছে, কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের আমদানিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাচ্ছি।

গতকাল নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পায়রা সমুদ্রবন্দরে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর তিনি এসব কথা বলেন।

উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিং, আটটি জাহাজের উদ্বোধন, প্রথম টার্মিনাল এবং ছয় লেনের সংযোগ সড়ক ও একটি সেতু।

২৭ অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা পটুয়াখালী জেলার পায়রায় যুক্ত হয়ে ভার্চুয়ালি ১১ হাজার ৭২ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে, পায়রা সমুদ্রবন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ আটটি জাহাজের উদ্বোধন, প্রথম টার্মিনাল ও ছয় লেনের সংযোগ সড়ক এবং একটি সেতু নির্মাণ। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামাল এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহাইল অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর ওপর অনুষ্ঠানে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে পায়রা বন্দর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এই বন্দরটাকেই এক সময় আমাদের গভীর সমুদ্র বন্দরে উন্নীত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ্। ইতিমধ্যে মাতারবাড়ী ও মহেশখালীতে যে বন্দর আছে সেটাও গভীর সমুদ্র বন্দরেই রূপান্তর হয়েছে। পাশাপাশি পায়রা বন্দরকেও ভবিষ্যতে আমরা সেভাবে উন্নত করতে পারবো। সেই বিশ্বাস আমার আছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি আজকে সত্যিই খুব আনন্দিত। আমাদের রিজার্ভের টাকা দিয়ে তৈরি করা ফান্ড, সেই ফান্ডের টাকা দিয়েই আমরা এই কাজ আজকে শুরু করতে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে এই বন্দরে ২৬০টি বৈদেশিক বাণিজ্যিক জাহাজ আগমন করেছে এবং এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ৬১৩ কোটি টাকারও বেশি রাজস্ব আয় হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আমি মনে করি এটা কিন্তু প্রতি বছরই ড্রেজিং করতে হবে। ইতিমধ্যে রেল যোগাযোগ যাতে হয় সেই সমীক্ষাও চলছে। ভবিষ্যতে আমাদের পরিকল্পনাই আছে যে, একেবারে ঢাকার সঙ্গে পায়রা বন্দর পর্যন্ত আমরা রেল যোগাযোগও চালু করবো।

সরকার প্রধান নৌ-পথে যাতায়াতকে সরকার সবসময় গুরুত্ব দেয় উল্লেখ করে পায়রা বন্দর থেকে সমগ্র বাংলাদেশে নৌ-পথে যোগাযোগ করা যাবে বলেও জানান।

তিনি বলেন, পায়রা বন্দর এলাকায় নৌ বাহিনীর ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। সেনাবাহিনীর জন্য সেনা ছাউনি করা হয়েছে এবং বিমান বাহিনীর জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ শুধু সড়কেই নয়, বরং সব পথেই করা যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের বন্দরের কানেকটিভিটি সম্প্রসারণের সঙ্গে এটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক করিডোরের সঙ্গে আরও বেশি সংযুক্ত হবে এবং ভারত, ভুটান, নেপালসহ অন্যান্য দেশ এই বন্দর ব্যবহার করে উপকৃত হবে। ফলে এদেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্দরের ৮টি জাহাজের মধ্যে ৭টিই বিভিন্ন দেশীয় শিপইয়ার্ড-এ নির্মাণ করা হয়েছে। এসব জাহাজের দ্বারা পায়রা বন্দর এককভাবে বিদেশি জাহাজ হ্যান্ডেলিং এবং চ্যানেলের সংরক্ষণ করতে পারছে। তিনি বলেন, পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল-এর নির্মাণ কাজও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ৬৫০ মিটার দীর্ঘ এ টার্মিনালটিতে ২০০ মিটারের তিনটি জাহাজ একত্রে ভিড়তে পারবে এবং একই সঙ্গে কন্টেইনারাইজড্ কার্গো ও বাল্ক কার্গো হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। টার্মিনালটি থেকে পণ্য সড়ক পথে পরিবহনের জন্য ছয় লেন বিশিষ্ট সংযোগ সড়ক ও আন্ধারমানিক নদীর ওপর দিয়ে ব্রিজ তৈরির কাজটিও আজ উদ্বোধন হলো। বন্দরটির সঙ্গে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ বাড়াতে আমরা শিগগিরই ঢাকা-কুয়াকাটা সড়কটিকে চার লেনে উন্নীত করবো।

করোনা মহামারির রেশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞার ফলে সারা বিশ্বের মানুষের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরে বিশ্ববাসীর কাছে যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানান শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, আমরা সারা দেশে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছিলাম, তবে বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি আপনারা দেখেছেন যে, শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলো আজকে জ্বালানি সংকটে ভুগছে, বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছে। আমরাও তার থেকে বাইরে নই।-- মানবজমিন

সরকার রিজার্ভের টাকা গিলে ফেলছে বললেন বিএনপি মহাসচিব ফখরুল

ঢাকা: সরকার রিজার্ভের টাকা গিলে ফেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ সরকারের দুর্নীতি। রিজার্ভের টাকা পায়রা বন্দরে খরচ করার জন্য নয়। রিজার্ভের টাকা হচ্ছে বিদেশ থেকে যে আমদানি করবেন তা ডলার দিয়ে পরিশোধ করবেন। দেশে যখন ক্রাইসিস দেখা দেবে তখন খরচ করবেন। গত ২৭ অক্টোবর বিকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে যুবদলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে দুপুরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,'আজ অনেকেই জানতে চায়, রিজার্ভের টাকা গেল কোথায়। তাদের বলতে চাই, এটা কেউ চিবিয়ে খায়নি। রিজার্ভের টাকা পায়রাবন্দরে খরচ করা হয়েছে' প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের জবাবে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।

'খেলা হবে' আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে ফখরুল বলেন, নিরপেক্ষ সরকার ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছাড়া কোনো খেলা হবে না। এই সরকারের পদত্যাগের আগে নির্বাচনের প্রশ্নই উঠে না।

খেলা তখনই হয়, যখন লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে। খেলা তখন হবে যখন পদত্যাগ করবে সরকার থেকে এবং মধ্যবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন দায়িত্ব নেবে। তখন সেই নির্বাচনী খেলা হবে। এ ছাড়া কোনো খেলা খেলতে দেয়া হবে না।

ওবায়দুল কাদেরের এক বক্তব্যের সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেছেন, ৩টা সমাবেশ করে ক্ষমতায় চলে গেছি বলে মনে করছি না। আমরা মনে করেছি ৩টি সমাবেশ করে আপনাদের কম্পন শুরু হয়ে গেছে, কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে। যে কারণে সমাবেশগুলো বন্ধ করার জন্য আপনারা পরিবহন ধর্মঘট করাচ্ছেন। লজ্জা করে না আপনাদের, কি নির্লজ্জ আপনারা, কাপুরুষ আপনারা। বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে বন্ধ করার জন্য আপনারা আপনাদের পেটোয়া ইউনিয়নকে দিয়ে ধর্মঘট ডাকাচ্ছেন।

ফখরুল বলেন, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও খুলনায় ধর্মঘট ডেকে, সেই ধর্মঘট দিয়ে কি গণসমাবেশকে, মানুষকে আটকে রাখতে পেরেছেন? পারেননি। জনগণ তাদের দাবি জানাতে পায়েহেঁটে বিভিন্নভাবে সমাবেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বরিশালে, রংপুরে ধর্মঘট দিয়েছেন যাতে জনসমাবেশ বন্ধ করা যায়। এসব করে কোনো লাভ হবে না। আমাদের জনসভায় আরও বেশি জনসমাগম হবে।

দেশে নির্বাচন নেই, নির্বাচন ব্যবস্থাকে আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে দিয়েছে দাবি করে ফখরুল বলেন, যাকে নির্বাচন কমিশন করা হয়েছে, তাকে ডিসি, এসপিরা মানে না। তারা নির্বাচন করতে পারে না। সুতরাং নির্বাচনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমরা খুব পরিষ্কারভাবে বলেছি হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন হতে পারে না। নির্বাচনের পূর্বে হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে, তার সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। পরিষ্কার কথা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা না দিলে এখানে কোনো নির্বাচন হবে না।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুবদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোনায়েম মুন্না। বক্তব্য রাখেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সালাম আজাদ, বিএনপি নেতা আমিনুল হক, কৃষক দল সভাপতি হাসান জাফির তুহিন, যুবদলের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম নিরব, যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মামুন হাসান প্রমুখ।

সমাবেশে ফাঁকা চেয়ার: যুবদলের সমাবেশ মঞ্চে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্য দুটি চেয়ার ফাঁকা রাখা হয়েছে। চেয়ার দুটিতে তাদের ছবি রেখে দুই পার্শ্বে দলটির শীর্ষ নেতারা বসেন। বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, ম্যাডাম খালেদা জিয়ার পাশাপাশি যুব সমাবেশের মঞ্চে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্য একটি চেয়ার খালি রাখা হয়েছে। নেতাকর্মীরা তার প্রতি সম্মান রেখে চেয়ার খালি রেখেছেন। ২০১৮ সালে খালেদা জিয়া কারাগারে যাওয়ার পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার প্রতি সম্মান জানিয়ে একটি চেয়ার ফাঁকা রাখা হতো। মাঝে বেশ কয়েক বছর এই রীতি বন্ধ থাকলেও সর্বশেষ ময়মনসিংহ ও খুলনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশের মঞ্চে খালেদা জিয়ার জন্য একটি চেয়ার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

চার লেন মহাসড়ক প্রকল্পে ১ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা ব্যয়ের সুফল নেই

রাজন ভট্টাচার্য : রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সহজতর, নিরবচ্ছিন্ন ও যানজটমুক্ত যোগাযোগে ২০১০ সালের জুলাইয়ে ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর চার লেন মহাসড়ক প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি-একনেকে অনুমোদন হয়। ৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৯৯২ কোটি টাকা। পরে দুই দফায় ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা। বাড়ানো হয় বাস্তবায়নের মেয়াদকাল। সবশেষ ২০১৬ সালের ২ জুলাই সড়কটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কিন্তু পরিকল্পনাগত ত্রুটির কারণে সড়কটি নির্মাণের ছয় বছর পরও সুফল পাননি ময়মনসিংহের ছয় জেলাসহ উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের যাত্রীরা। মহাখালী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত সড়কে সময় লাগে তিন থেকে চার ঘণ্টা। উৎসবকেন্দ্রিক যানবাহনের বাড়তি চাপে ভোগান্তি আরও বাড়ে। আবার জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহ যেতে সময় লাগে দুই ঘণ্টা। অর্থাৎ মহাখালী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটার পথে নষ্ট হচ্ছে দীর্ঘ সময়। চলমান এই দুর্ভোগের আগুনে ঘি ঢেলেছে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প।

এ নিয়ে সাধারণ যাত্রী থেকে শুরু করে পরিবহন সংশ্লিষ্টরা ক্ষোভ জানিয়েছেন। তারা বলছেন, চার লেনের প্রকল্পটি চালুর সময়ই বিআরটির কাজও শেষ হওয়ার কথা ছিল। ১০ বছরেও এই প্রকল্পটি আলোর মুখ না দেখায় প্রতিদিন মহাদুর্ভোগ মাথায় নিয়ে পথ চলতে হচ্ছে এই অঞ্চলের মানুষের।

যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়নে যাত্রীরা সুফলবঞ্চিত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। তাই এ প্রকল্পে রাষ্ট্রের বিশাল অর্থ বিনিয়োগে সফলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

তারা বলছেন, মহাখালী-জয়দেবপুর পর্যন্ত উড়াল সড়কটি যদি ফোর লেন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা যেত, তাহলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য যেমন সফল হতো, তেমনই বিআরটি প্রকল্পের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তা ছাড়া চীনের পরামর্শ অনুযায়ী, সুদের মওকুফ করা টাকায় প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

অনেক মানুষ অসুস্থ হয়, ধর্মঘট ডেকে কষ্ট দেবেন না - ফখরুল

ঢাকা: বিএনপির তিনটি সমাবেশের পরই সরকারের ভেতরে কম্পন শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে যুবদলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'যুব সমাবেশে' প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

পরিবহন মালিকদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, 'বরিশালে আমাদের সমাবেশের পাঁচ দিন আগেই ধর্মঘট দিয়েছে। রংপুরেও বাস ধর্মঘট দিয়েছে, বিএনপির সমাবেশ ঠেকানোর জন্য। আমি বাস মালিকদের বলব, আপনারা জনগণের পাশে ছিলেন। আজকে সবকিছুর দাম উর্ধ্বমুখী। আপনারা কাদের সহযোগিতা করতে চান? যারা ফ্যাসিস্ট, জনভোগান্তি তৈরি করছে তাদের সহযোগিতা করবেন না। অনেক মানুষ অসুস্থ হয়। অনেক দরিদ্র মানুষ কাজের জন্য বের হয়। তাদের কষ্ট দেবেন না।'

বিএনপি মহাসচিব বলেন, দেশের সব সম্ভাবনা, প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা ধ্বংস করেছে সরকার। তারা গণবিরোধী ও গণধিকৃত। দেশে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করেছে। তার মূলে রয়েছে সরকারের দুর্নীতি। ১৪ বছরে তারা দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। তারা ২০০৮ সালে নির্বাচনের আগে বলেছিল ঘরে ঘরে চাকরি দেবে, কিন্তু দেয়নি।

তিনি বলেন, 'রিজার্ভের টাকা তো আমদানি-রপ্তানির ব্যয় মেটানোর জন্য। রিজার্ভের টাকা দিয়ে তো পায়রা বন্দর করা হয়নি। অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা বলছেন- পায়রা বন্দর চালু হতে পারে না। কারণ সেখানে যে নাব্য দরকার সেটা নেই।

ওবায়দুল কাদেরকে বলব- তিনটা সমাবেশ করে ক্ষমতায় যাচ্ছি না। বরং তিনটা সমাবেশের পর আপনাদের কম্পন শুরু হয়েছে। যে কারণে আপনারা পরিবহন ধর্মঘট শুরু করেছেন। বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বন্ধ করতে নিজেদের অনুগত ইউনিয়নকে দিয়ে ধর্মঘট দিচ্ছেন। সেই ধর্মঘট দিয়ে তো গণতন্ত্রকামী মানুষকে আটকাতে পারেননি।'

যুব সমাবেশ কেন্দ্র করে বড় ধরনের শোডাউন করে যুবদল। সমাবেশের বিস্তৃতি নয়াপল্টন ছাড়িয়ে ফকিরাপুল, কাকরাইল, পল্টন, বিজয়নগর পর্যন্ত এসে পড়ে। সমাবেশে ঢাকার আশপাশের জেলা থেকেও নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

যুবদল সভাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন টুকুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোনায়েম মুন্নার সঞ্চালনায় সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমান, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ, বিএনপি নেতা মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ, আমিনুল হক, কৃষকদলের সভাপতি হাসান জাফির তুহিন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

- কালবেলা

রাজনীতিতে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি

ঢাকা: গাজীপুরের রাজনীতিক-ব্যবসায়ী রাকিব সরকারকে বিয়ে করেছেন ঢাকাই সিনেমার চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। এ কথা সবারই জানা। বিয়ের পর গত বুধবার (২৬ অক্টোবর) দ্বিতীয় জন্মদিন ছিল এ নায়িকার। জন্মদিনে প্রতিবার নানা রকম চমক ও উপহার পেয়ে থাকেন মাহি। এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। মাহিয়া মাহি জানালেন, তিনি একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে দু'টি পদও পেয়েছেন। যেন জন্মদিন উপলক্ষেই তাকে বিশেষ এ 'উপহার' দেয়া হয়েছে। গত বুধবার রাত ফেসবুকে দু'টি কাগজের ছবি পোস্ট করেন মাহি।

যেটা মূলত বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের অফিসিয়াল প্যাডের পাতা।একটিতে বলা আছে, সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে আগামী দুই বছরের জন্য নায়িকাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অন্যটি বলছে, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের রাজশাহী বিভাগের আহ্বায়ক হিসেবেও আগামী দুই বছর দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হলেও আদতে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট একটি রাজনৈতিক সংগঠন। জন্মদিনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক পদ পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে মাহি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্। মাহির জন্মদিন উপলক্ষে শুধু রাজনৈতিক পদ নয়, বিশাল সারপ্রাইজও পেয়েছেন তিনি। স্বামী রকিব সরকার তার জন্য জমকালো বার্থডে পার্টির আয়োজন করেন। এ ছাড়া বিশেষ উপহার হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখচ্ছবির একটি ভাস্কর্য দিয়েছেন প্রিয়তমা স্ত্রীকে। যা পেয়ে আপ্লুত নায়িকা।

সম্মেলন না করলে কমিটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

ঢাকা: ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের যেগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সেসব সংগঠনকে সম্মেলন করার নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেসব সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বসে দ্রুত সম্মেলনের তারিখ চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেন তিনি।

আগামী রোববার (৩০ অক্টোবর) সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ সভা হবে। সেখানে সম্মেলনের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়া সভায় প্রধানমন্ত্রী আগামী ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে সারা দেশের জেলা-উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন। কেউ সম্মেলন করতে না চাইলে বা সম্মেলন না করলে প্রয়োজনে তাদের কমিটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

গত শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) দলটির কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা এসব নির্দেশনা দেন। এর আগে বিকেল সাড়ে ৪টায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে তারই সভাপতিত্বে এই সভা শুরু হয়ে চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। সভার বিরতিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গণভবনের বাইরে এসে সাংবাদিকদের জানান, আগামী ২৪ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঠকে উপস্থিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের একাধিক সদস্য কালবেলাকে জানান, আওয়ামী লীগের মেয়াদোত্তীর্ণ সহযোগী সংগঠন যুব মহিলা লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, তাঁতী লীগ এবং ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্রলীগের সম্মেলনের প্রসঙ্গ এলে দলের সভাপতি মেয়াদোত্তীর্ণ সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর সম্মেলনের তারিখ দ্রুত ঠিক করার জন্য নির্দেশনা দেন। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করতে দলের সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বলেন, আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনের আগেই দলের মেয়াদোত্তীর্ণ সব সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সম্মেলন সম্পন্ন করা হবে। নেত্রী দলের সাধারণ সম্পাদককে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন।

জানা যায়, পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের আগে দলকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দলের যেসব ইউনিটে সম্মেলন সম্পন্ন হয়নি সেগুলো শেষ করার নির্দেশনা দিয়েছেন দলীয় সভাপতি। এ ছাড়া কোথাও দলীয় কোন্দল থাকলে সেগুলো দ্রুত নিরসনের নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি।

আওয়ামী লীগের এক কেন্দ্রীয় নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন খুব সহজ হবে না সে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যাকে-তাকে মনোনয়ন দেবে না। যাচাই-বাছাই করে সার্ভে রিপোর্ট দেখে তবেই মনোনয়ন দেওয়া হবে। বারবার যারা এমপি হয়েছেন, তারাই এমপি হবেনড়এরকম হবে না।

এ প্রসঙ্গে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য লে. কর্নেল (অব.) ফারুক খান বলেন, সার্বিকভাবে আমাদের সংগঠনকে আরও গুছিয়ে তোলার জন্য কী কী করা দরকার, সেই নির্দেশনাগুলো আমাদের নেত্রী দিয়েছেন। আমরা সেভাবেই কাজ করব। আমাদের দলে প্রাতিযোগিতা আছে, তবে কোন্দল নেই। কোন্দল যদি কোথাও থাকে, তবে সেটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। দলের আরেক সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কামরুল ইসলাম বলেন, বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। নেত্রী কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

এদিকে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে উপকমিটি করার নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি। গত জাতীয় সম্মেলনের আদলে এবারও উপকমিটিগুলো গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সূত্র জানায়, বিরোধী দলের আন্দোলনে সরকার কোনো বাধা দেবে না। তবে অগ্নিসন্ত্রাসের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সেজন্য সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকবে আওয়ামী লীগ। একই সঙ্গে এখন থেকে দলীয় কর্মসূচিতে ব্যাপক জনসমাগম ঘটানোর সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া পর্যায়ক্রমে বিভাগগুলোতেও জনসভা ও সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগ।

বৈঠক সূত্র জানায়, দলের কার্যনির্বাহী সংসদের নেতাদের আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এ লক্ষ্যে এখন থেকেই কাজে নেমে পড়ার নির্দেশ দেন তিনি। কালবেলা

যে তিন দফা দাবি জানালেন সোহেল তাজ

ঢাকা: জেল হত্যা দিবসকে জাতীয় শোক দিবস হিসেব ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের দাবি জানিয়েছেন তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে এবং সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ।

গত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪৩ মিনিটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফায়েড পেইজে একটি লেখা পোস্ট করেন, যাতে তিনি আরও আরও দুইটি দাবি জানিয়েছেন।

পোস্টে সোহেল তাজ লেখেন, আগামী ৩ নভেম্বর কলঙ্কময় জেল হত্যা দিবস। দেখতে দেখতে ৪৭ বছর পার হয়ে গেল। অথচ এখন পর্যন্ত জাতির এই চার বীর যাদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হলো, যাদের নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেলাম এবং যাদের প্রচেষ্টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে বাংলার বুকে ফিরে পেলাম। আজ অবধি রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের কোনো স্বীকৃতি নাই। এটা মেনে নেওয়া যায় না।

আমার দাবি :

১. যেহেতু ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র (প্রজাতন্ত্র) হিসেবে জন্ম লাভ করে, তাই দিনটিকে 'প্রজাতন্ত্র দিবস' ঘোষণা করতে হবে।

২. ৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবসকে 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করতে হবে।

জাতীয় সরকার ও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিএনপি-জহির উদ্দিন স্বপন

চট্টগ্রাম: কেউ যেন কোনোদিন দেশে একদলীয় শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে সেজন্যই তারেক রহমানের দেয়া নির্বাচনোত্তর জাতীয় সরকার ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিএনপি। আওয়ামী লীগকে সরিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করলেই এই ধারণার বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলেও মন্তব্য করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক এবং সাবেক এমপি জহির উদ্দিন স্বপন। গত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম ক্লাবে বিশিষ্টজনদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি। বিএনপি শুধু ক্ষমতার পালাবদল চায় না, রাষ্ট্রকাঠামোরও গুণগত পরিবর্তন চায়। রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিএনপি রাষ্ট্রের রূপান্তরমূলক সংস্কারের পরিকল্পনা করছে এছাড়াও দলটি গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভিশন-২০৩০ বাস্তবায়ন করতে চায় বলেও জানান এ বিএনপি নেতা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন ২৪ ডিসেম্বর

ঢাকা: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলন আগামী ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৮ অক্টোবর শুক্রবার গণভবনে অনুষ্ঠিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের একাধিক সদস্য গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বিকাল ৪টায় দলের সভাপতি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একগুচ্ছ ইস্যু নিয়ে কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যাশা করেন অতীতের ন্যায় আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার দায়িত্ব দেবে।

তিনি আওয়ামী লীগের আসন্ন ২২তম জাতীয় সম্মেলন বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে না করার নির্দেশনা দিয়ে বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক সংকটের কারণে ২২তম জাতীয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতায় সম্মেলনের ব্যয় কমাতে হবে। তাই খরচ কমানোর জন্য আয়োজন হবে সাদামাটা।

KT KHAN'S TUTORIAL

Enroll for 1 FREE WEEK of IN-PERSON CLASSES!*

Brand New Locations in NYC!

Jackson Heights:
37-26 74st. 2nd floor
Jackson Heights, NY 11372
Across Patel Bros.

Ozone Park:
86-01 101 Ave.
Ozone Park, NY 11416

Jamaica
178-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432

Manhattan
14 West 23rd St. 2nd floor
New York, NY 11416
Above Starbucks

GRAND OPENING SALE!

*This promotion can be claimed at any of our locations.

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বহুমুখী চাপে বাংলাদেশের অর্থনীতি: অর্থমন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তা ও সমন্বয়হীনতা সংকট সমাধানে অন্তরায়

ঢাকা: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ-এর কাছ থেকে দ্রুত ঋণ সহায়তা নিয়ে চলমান সংকটের লাগাম টেনে ধরতে চায় সরকার। তবে অর্থমন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতাকে বড় অন্তরায় হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদেরা।

তারা বলছেন, সংকট সমাধানে যখন বিভিন্ন দেশের অর্থমন্ত্রীরা হিমশিম খাচ্ছেন তখন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি অনেকটা অদৃশ্য। তার কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। অথচ তার উচিত ছিল সবাইকে নিয়ে সমন্বয় করে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করা।

তাদের মতে, অর্থমন্ত্রী নিষ্ক্রিয় থাকলে কোন বিষয়েই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। এর ফলে কালক্ষেপণ হয়, যার ফলাফল কখনোই ভাল হয় না। তবে অর্থমন্ত্রী কেন নিষ্ক্রিয়, তিনি কেন অফিসে নিয়মিত আসেন না বা গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তা জানা সম্ভব হয়নি। যদিও অনেকে বলছেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাকে দেখা যাচ্ছে না, তিনি বাসায় বসেই অনেক কাজ করেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে, পিআরআই-এর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সমন্বয়হীনতা। আর অর্থমন্ত্রী থেকেও নেই। অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সবাইকে নিয়ে সমন্বয় করে কাজ করতে হয়, আর সেটা করেন অর্থমন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রণালয়। আমি সেরকম কিছু দেখছি না।

তার মতে, দেশের অর্থনীতি যে অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেখানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের টিম লিডারের কাছ থেকে খুব দৃশ্যমান, সক্রিয় ভূমিকা দরকার। অন্য যেসব দেশ সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেখানে অর্থমন্ত্রী হচ্ছেন ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘‘আমাদের দেশে যে যার মত কাজ করছে, কোন সমন্বয় নাই। এটা হতে পারে না। সমস্যা চিহ্নিত করে একটা কৌশল থাকা উচিত। কিন্তু বিদ্যুতের কী সমস্যা আমরা এখনও জানি না। আমরা জানি সরকারের টাকা নাই তেল কেনার। কিন্তু জ্বালানি সরবরাহ করার জন্য কত লাগবে জানি না। আবার তেলের দাম বৃদ্ধি করা হয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের লোকেরা জানে না। সর্বত্র চরম সমন্বয়হীনতা।

আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, অর্থমন্ত্রী নিষ্ক্রিয় থাকলে কোন কিছুই ঠিক মত হয় না। সব কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবে হয়। ফলে ফলাফল আশানুরুপ হবে না।

অনেকটা একই সুরে কথা বলেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন।

“দিন শেষে অর্থ মন্ত্রণালয় হচ্ছে সরকারের লিড এজেন্সি। বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের কাউন্টার পার্ট হচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থমন্ত্রী যাদের সাথে ডিল করে। মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিষ্ক্রিয় থ াকলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে,” ডয়েচে ভেলেকে বলেন তিনি।

এই অর্থনীতিবিদ মনে করেন, অর্থ সচিব বা গভর্নর প্রাথমিক কাজগুলো করে দিতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধান্তটা উপর থেকে নিতে হবে। এছাড়াও যদি আরও উপরের লেভেলে যেতে হয় (প্রধানমন্ত্রীর কাছে) সে ক্ষেত্রেও অর্থমন্ত্রীকেই উদ্যোগ নিতে হবে। তাই তিনি যদি নিষ্ক্রিয় থাকেন তাহলে সবকিছু ব্যাহত হবে।

সমন্বয়হীনতা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘‘সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। কিন্তু সেটা কতখানি মেনে চলা হচ্ছে পরিস্কার না। ডলারের বিভিন্ন মিনিময় হার একটা বড় সমস্যা। একই মুদ্রার এতগুলো দর হতে পারে না। অন্যদিকে সরকার প্রতিদিনই রিজার্ভ থেকে ব্যয় করছে। আবার ডিজেল কিনতে পারছে না বলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে না। ডিজেল ও গ্যাসের সংকটের কারনে লোডশেডিং করা হচ্ছে। এসব থেকে কি ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে তা পরিস্কার না।

তার মতে, “আমাদের পদক্ষেপগুলো সুচিন্তিত না, এডহক।চ কবে ঋণ পেতে পারে? দুই অর্থনীতিবিদ মনে করেন আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ নেয়া সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। সরকার নভেম্বর মাসের মধ্যে ঋণ পেতে চাইলেও এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে বলে মনে করেন না তারা।

জাহিদ হোসেন বলেন, ‘‘প্রথম কিস্তির ঋণ পাওয়ার ব্যাপারটা এখনো অনেক দূরের বিষয়। মিশন তো কেবল মাত্র আসলো। ঋণ পেতে গেলে কোন কোন খাতে কী করতে হবে তা দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত লোন সমঝোতায় পৌঁছানো যাবে না। চুক্তি হলে তারপর আইএমএফ এর বোর্ডে তা পাশ হতে হবে।

তবে তিনি বলেন, সরকার আশা করছে এই অর্থ বছরের মধ্যে অন্তত একটা কিস্তি পাবে। কী করতে হবে এটা যদি ঠিক হয় তাহলে পরের পদক্ষেপগুলো দ্রুত হতে পারে। কিন্তু কী করতে হবে এটা যদি নির্ধারিত না হয়, তাহলে বলা মুশকিল কয় মাস লাগবে।

ঋণের বিষয়টা চূড়ান্ত হয়ে গেলে সেটা একটা স্বস্তির জায়গা তৈরি করবে বলে মনে করেন তিনি। তবে ঋণের যে পরিমান তা দিয়ে মাত্র চার মাস চলা সম্ভব। তাই সরকার ঋণ নিয়ে কী কী কাজ করবে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

আহসান এইচ মনসুরও মনে করেন, প্রথম কিস্তি ঋণ পেতে জানুয়ারি পর্যন্ত লাগতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে এই মিশনের সফরের মধ্য সবকিছু চূড়ান্ত করতে হবে।

আইএমএফ-এর ঋণ নিয়ে সরকার সমস্যা কতটুকু সামাল দিতে পারবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এটা দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আত্মবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করবে। এর ফলে এক ধরনের স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে। তবে এর সাথে পলিসি সমন্বয় করতে হবে। প্রয়োজনে সুদের হার ও বিদ্যুতের দাম বাড়াতে পারে। তবে তারা দুইজনই মনে করেন, ঋণ পেতে হলে সরকারকে অনেক সংস্কার করতে হবে। এর মধ্যে আছে ভ্যাট রেটের সংখ্যা কমানো, ট্যাক্স প্রশাসনে অগ্রগতি আনা, জ্বালানি মূল্যেয়র ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট ফরমুলা ঠিক করা, আর্থিক খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বোর্ডে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা।

আইএমএফ প্রতিনিধি দল ঢাকায় : বহুমুখী চাপে বাংলাদেশের অর্থনীতি। একদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতি মানুষের জীবনযাত্রাকে অসহনীয় করে তুলেছে, আরেকদিকে ডলার সংকটে প্রতিদিন কমছে রিজার্ভের পরিমান। এছাড়াও জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট নিকট ভবিষ্যতে দূর হবে বলেও মনে হয় না। সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

রেমিটেন্সও কমে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যসহ অন্যান্য খরচ বেড়ে গেছে। ফলে প্রবাসীরা টাকা আগের মতো টাকা পাঠাতে পারছেন না। এক্ষেত্রে ডলারের বিনিময় হারও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকে ডলারের বিনিময় হার কম। ফলে অনেকে ‘ইনফরমাল চ্যানেল’ বা অনানুষ্ঠানিক পথে টাকা পাঠাচ্ছেন। এসব কারনে রেমিট্যান্স কমছে বলে ধারণা অর্থনীতিবিদদের।

এমন পরিস্থিতিতে সরকার গত ২৪ জুলাই সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার চেয়ে আইএমএফকে চিঠি দেয়। ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট বা লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখা ও বাজেট সহায়তা বাবদ জরুরি ভিত্তিতে অর্থ চাওয়া হয় ঐ চিঠিতে।

সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় পৌঁছানোর পর ২৬ অক্টোবর অর্থ সচিবের সাথে সচিবালয়ে বৈঠক করেন। ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে। আইএমএফ এর এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর প্রধান রাহুল আনন্দ দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ৯ নভেম্বর পর্যন্ত তারা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে বৈঠক করবেন। এছাড়াও প্রতিনিধি দল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারের আরও কিছু দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সর্বশেষ তারা বৈঠক করবেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সঙ্গে।

বিভিন্ন সুত্রে জানা গেছে, ৪৫০ কোটি ডলারের মধ্যে লেনদেনের ভারসাম্য (ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট) বাবদ ১৫০ কোটি ডলার ও বাজেট সহায়তা বাবদ ১৫০ কোটি ডলার পাওয়া যেতে পারে। বাকি ১৫০ কোটি ডলার পাওয়া যেতে পারে সংস্থাটির আরএসটিএফ (সহনশীলতা ও টেকসই সহায়তা তহবিল) থেকে।

এর আগে আইএমএফ ২১ অক্টোবর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, তাদের এবারের ঢাকায় আসা মূলত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আর্থিক খাতের সংস্কার ও নীতি নিয়ে আলোচনার জন্য। সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কর্মকর্তা পর্যায়ে চুক্তির অগ্রগতির জন্য আলোচনা করা। আলোচনা হবে আইএমএফের বর্ধিত ঋণসহায়তা (ইসিএফ), বর্ধিত তহবিল সহায়তা (ইএফএফ) কর্মসূচি এবং নতুন উদ্যোগ, আরএসটিএফ কর্মসূচি থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে।

আরএসটিএফ ঋণের অধীনে সাশ্রয়ী ও দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলোকে অর্থায়ন করা হয়। আইএমএফ এর কাছে ঋণের জন্য চাওয়া চিঠিতে এই আরএসটিএফের কথাও উল্লেখ করেছিল সরকার। - ডয়চে ভেলে

আইএমএফের ঋণ: আলোচনায় সংস্কার, রিজার্ভ

ঢাকা: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আসলে কতো? রিজার্ভ গেল কোথায়? এসব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনসহ বিভিন্ন মহল থেকে। এমন প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও (আইএমএফ) বাংলাদেশের রিজার্ভ সংরক্ষণের হিসাব পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক দাবি করে বলছে, আইএমএফ যে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে তা নিয়ে তাদের সঙ্গে ফলপ্রসু আলোচনা হচ্ছে বা চলছে। তা ছাড়া আগে থেকে যেভাবে হিসাব করা হয়েছে সেই পদ্ধতিতেই রিজার্ভের মোট হিসাবটাই প্রকাশ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানদ- রির্জাভের হিসাব রাখাসহ বেশকিছু সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছে আইএমএফ। গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে ৪৫০ কোটি ডলারের ঋণ আবেদনের বিষয়ে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের কয়েকটি সেশনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকগুলোর বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, রিজার্ভের হিসাব পদ্ধতি নিয়ে আইএমএফ-এর সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের আলোচনা ফলপ্রসু হচ্ছে, তা সন্তোষজনকভাবে চলছে।

আইএমএফের পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, এ সফরে তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংস্কার ও নীতি বিষয়ে আলোচনা করবে। গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। টাকার সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ঝুঁকিতে পড়েছে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য।

ওই সংকট সামলাতেই এখন আইএমএফের কাছে ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ চাচ্ছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও ঋণ নেয়ার চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রিজার্ভের যে তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে, তাতে বছর খানেক আগেই প্রশ্ন তুলেছিল আইএমএফ। রিজার্ভ হিসাব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্নটি তুলেছিল আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটি। যেকোনো দেশের রিজার্ভ হিসাবে আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটি বিপিএম৬ (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন) পদ্ধতি অনুসরণ করে। ওই পদ্ধতি অনুযায়ী, রিজার্ভের প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য তহবিলই প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) গঠন করেছে প্রায় ৭.৮ বিলিয়ন ডলার দিয়ে। এ ছাড়া রিজার্ভ থেকে বাংলাদেশ বিমান, পায়রা সমুদ্রবন্দর ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়া শ্রীলঙ্কাকে ঋণ দেয়া হয়েছে। এসবের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৮.৪ বিলিয়ন ডলার, যা আইএমএফের হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে আলাদা করার কথা। বর্তমানে দেশের রিজার্ভের পরিমাণ ৩৫.৮০ বিলিয়ন ডলার। তবে আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করলে, যা কমে দাঁড়াবে ২৭.৪ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে যে পরিমাণ অর্থ হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে চলে গিয়েছে, তার মধ্য থেকে ফেরত না আসা অর্থ এখনো রিজার্ভেই দেখাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গত বছরে বাংলাদেশের রিজার্ভ হিসাব পদ্ধতি নিয়ে আইএমএফের প্রশ্ন তোলার পর সেটি নিয়ে করণীয় আলোচনা করতে একটি প্রস্তাবনা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ পর্যন্ত উঠেছিল এ বছরের শুরুতে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদে আইএমএফের প্রস্তাবনাটি গ্রহণ করেনি এখনো। পুরনো নিয়মেই রিজার্ভ হিসাব করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গতকাল বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে রিজার্ভের নিট ও গ্রোস দুটো হিসাবেই প্রকৃত পরিমাণ তথ্য জানতে চেয়েছে আইএমএফ। এসব নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ওই প্রতিবেদন নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি টেকনিক্যাল কমিটিও গঠন করেছে। যারা আইএমএফ প্রতিনিধি দলের প্রশ্নের জবাব দেবেন।

এদিকে গতকাল সকালে বাংলাদেশ ব্যাংকে এসেই আইএমএফ প্রশ্ন তুলতে পারে এমন ইস্যুতে ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল, একেএম সাজেদুর রহমান ও কাজী ছাইদুর রহমানকে নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার।

প্রথমদিনের বৈঠকের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

আইএমএফের ঋণ পাওয়ার সিদ্ধান্ত দুই সপ্তাহের মধ্যেই - বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা:আইএমএফে এর ঋণ পাওয়ার বিষয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যেই সিদ্ধান্ত হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আইএমএফ এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আবুল কালাম আজাদ এ তথ্য জানান।

বাংলাদেশকে ঋণ দেয়ার বিষয়ে আলোচনার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় দিন বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈঠক করেছে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আর্থিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরসহ তিনটি সেশনে বৈঠকে করেছেন প্রতিনিধিরা।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, আইএমএফের কাছ থেকে ৪৫০ কোটি ডলার চায় বাংলাদেশ। এর আগে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় জুলাই মাসে ঋণ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। আর দুই সপ্তাহ আগে ওয়াশিংটনে এক বৈঠকে ঋণের বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি দেয় আইএমএফ।

এই ধারাবাহিকতায় ২৬শে অক্টোবর থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করবে আইএমএফ।

বাংলাদেশ থেকে পাচারের অর্থ ফেরাতে ১০ দেশের সঙ্গে চুক্তি চায় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা

ঢাকা: বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে ১০টি দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন ঠেকাতে গঠিত সরকারের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

২৫ অক্টোবর মঙ্গলবার হলফনামার মাধ্যমে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন বিএফআইইউ'র প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাস ।বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চে এই অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল একেএম আমিন উদ্দিন মানিক।

যে ১০ দেশের সঙ্গে চুক্তি চায় বিএফআইইউ, সেগুলো হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, হংকং-চায়না।

হলফনামা প্রতিবেদনে দেশগুলোর সঙ্গে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্টেন্স বা এমএলএ চুক্তির কথা বলেছে বিএফআইইউ। কোন কোন দেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে- তা জানাতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিএফআইইউকে অনুরোধ করে। পরে বিএফআইইউ এই দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তির যৌক্তিকতা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে জানায়।

পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা সম্পর্কিত মামলার তথ্য-প্রমাণ বিদেশি রাষ্ট্র থেকে যথাসময়ে না পাওয়ার প্রেক্ষাপটে এই অনুরোধ এসেছিল বলেও হলফনামা প্রতিবেদনে উল্লেখ করে বিএফআইইউ। অগ্রগতি প্রতিবেদনে বলা হয়, হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে বিদেশে অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করা এবং পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনার জন্য প্রস্তাবিত রিসার্চ সেল এ লোকবল পদায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ওই সেলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত লোকবল পদায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

আইএমএফের ঋণ পাওয়ার সিদ্ধান্ত দুই সপ্তাহের মধ্যেই - বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা:আইএমএফে এর ঋণ পাওয়ার বিষয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যেই সিদ্ধান্ত হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আইএমএফ এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আবুল কালাম আজাদ এ তথ্য জানান। বাংলাদেশকে ঋণ দেয়ার বিষয়ে আলোচনার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় দিন বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈঠক করেছে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আর্থিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরসহ তিনটি সেশনে বৈঠকে করেছেন প্রতিনিধিরা।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, আইএমএফের কাছ থেকে ৪৫০ কোটি ডলার চায় বাংলাদেশ। এর আগে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় জুলাই মাসে ঋণ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। আর দুই সপ্তাহ আগে ওয়াশিংটনে এক বৈঠকে ঋণের বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতি দেয় আইএমএফ। এই ধারাবাহিকতায় ২৬শে অক্টোবর থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করবে আইএমএফ।

বাংলাদেশে ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি

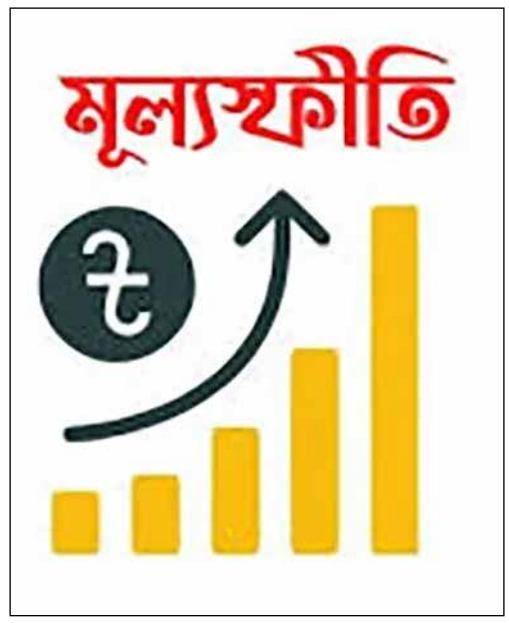

ঢাকা: দেশে গত আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে পণ্য এবং সেবার দর বৃদ্ধির হার (মূল্যস্ফীতির) ৯ শতাংশের ঘর ছাড়িয়েছে। আগস্টে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৫১ শতাংশ, আর সেপ্টেম্বরে তা ৯ দশমিক ১ শতাংশে দাঁড়ায়। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠক শেষে অনুষ্ঠিত ব্রিফিংয়ে বিবিএসের প্রতিবেদনের তথ্য জানান পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, আগস্টে মূল্যস্ফীতির এই হার ১১ বছর ৩ মাস বা গত ১৩৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০১১ সালের মে মাসে সর্বোচ্চ ১০ দশমিক ২০ শতাংশ মূল্যস্ফীতির রেকর্ড ছিল।

পরিকল্পনামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে নীতিমালাগত সহায়তার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজার তদারকি এবং পণ্য চলাচল বাধাহীন করা হচ্ছে। তবে এখন গুদামে অভিযানের বাইরে নীতিমালা দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেদিকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। ফলে মূল্যস্ফীতি কমে এসেছে। শুধু মূল্যস্ফীতি নয়, একই সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরি হারও বেড়েছে বলে দাবি করেন পরিকল্পনামন্ত্রী। এম এ মান্নান বলেন, গত আগস্টে মজুরি হার ছিল ৬ দশমিক ৮০, সেপ্টেম্বরে সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৮৬ শতাংশে। এ সময় কৃষি, শিল্প ও সেবা সব ক্ষেত্রেই মজুরি হার বেড়েছে।

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম জানান, বিশ্বে অন্যান্য বড় বড় অর্থনীতির দেশও মূল্যস্ফীতির শিকার। যেমন আমেরিকার মতো দেশেও ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি হয়েছে। আগামী ২০২৩ সালে ১৩ শতাংশ হতে পারে বলেও আগাম ধারণা দেয়া হয়েছে ওই দেশে। গ্রামে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ, যা তার আগের মাসে ছিল ৯ দশমিক ১৮ শতাংশ। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩৬ শতাংশে, যা তার আগের মাসে ছিল ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৬৬ শতাংশে, যা তার আগের মাসে ছিল ৮ দশমিক ৪২ শতাংশ।

শামসুল আলম আরও জানান, শহরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ১০ শতাংশে, যা তার আগের মাসে ছিল ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশে, যা তার আগের মাসে ছিল ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ। খাদ্যবহিভূর্ত পণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ১৩ শতাংশে, যা তার আগের মাসে ছিল ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

আকুর মাধ্যমে শ্রীলংকার সঙ্গে লেনদেন না করার নির্দেশ

ঢাকা: বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্তঃআঞ্চলিক সংস্থা এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) মাধ্যমে শ্রীলংকার সঙ্গে লেনদেন না করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। দেশের সব ব্যাংকের এডি (অথোরাইজড ডিলার) শাখাগুলোকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনে এ নির্দেশনা দেয়া হয়।

দেশের সব ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের কাছে পাঠানো প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক (সিএসবিএল) গত ১৪ অক্টোবর আকুর সদস্য পদ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সব ব্যাংকের এডি (অথোরাইজড ডিলার) শাখাগুলোকে শ্রীলংকার সঙ্গে আকু'র মাধ্যমে কোনো ধরনের বাণিজ্য বা বাণিজ্যিক লেনদেন না করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের এশিয়া অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ইসক্যাপ) এর উদ্যোগে আকু প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়া শ্রীলংকা শুরু থেকে এ জোটের সদস্য ছিলো। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া এশিয়ার দ্বীপ রাষ্ট্রটি সম্প্রতি আকু থেকে বের হয়ে যায়। বাংলাদেশ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ হাইড্রোজেন পলিসিতে যাচ্ছে- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা: বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ হাইড্রোজেন পলিসিতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। ইতোমধ্যে নীতিমালা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। গত বৃহস্পতিবার অক্টোবর ২৭) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

নসরুল হামিদ বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি, কত দ্রুত আরও উপযোগী পরিবহন সেবায় যেতে পারি। বিদ্যুৎ বিভাগ ইভি (ইলেকট্রনিক ভেহিকেল) পলিসি তৈরি করেছে। আমরা গেজেট করে দিয়ে দিয়েছি। এখন জনগণের ওপর নির্ভর করছে কীভাবে তারা ইলেকট্রনিক ভেহিকেল কিনবে। ডিজেল বা পেট্রলচালিত গাড়িগুলো ২০ শতাংশ উপযোগিতায় চলে। ইলেকট্রিক চার্জ করে সেই গাড়ি চালালে তার উপযোগিতা বেড়ে ৮০ শতাংশ হবে। এভাবে আমরা খরচ কমাতে পারি, কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারি। ১৮ থেকে ২০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী পরিবহন ব্যবস্থা। এনার্জি বড় আকারে কার্বন নিঃসরণ করে। এর সমাধানও সারা বিশ্ব এখন চিন্তা করছে।

তিনি আরও বলেন, উন্নত বিশ্ব এই জ্বালানি সংকটের মধ্যে তাদের কয়লাভিত্তিক যে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ছিল সেগুলো চালু করে দিয়েছে। জার্মানি বলেছিল, আমরা শতভাগ ক্লিন এনার্জিতে যাচ্ছি। তাদের মতো দেশ এখন ষাটের দশকের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করেছে। কারণ তারা স্বল্প মূল্যে এনার্জি সরবরাহ করতে জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সৌর বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে যদি ১০০ মেগাওয়াট সোলার করতে চাই, সাড়ে ৩০০ একর অকৃষি জমি লাগবে। আমাদের দরকার ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। আমরা যদি ১০ হাজার মেগাওয়াট সোলার দিয়ে করতে চাই, সাড়ে ৩০ হাজার একর অকৃষি জমি লাগবে। কোথায় পাব? বাংলাদেশের ৬০ শতাংশ জমি হলো জলাভূমি। বাকি ৪০ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশ কৃষি জমি। তারপরও আমাদের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

সাবেকদের ভুল সংশোধনের কথা বললেন নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

লন্ডন: সদ্য দায়িত্ব নেওয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাক বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীরা যে ভুল করেছিলেন তিনি সেগুলো সংশোধন করবেন এবং এর জন্যই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
২৫ অক্টোবরমঙ্গলবার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজা চার্লস তৃতীয়ের কাছ থেকে নিয়োগ পাওয়ার পর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ফিরে তিনি সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।
সুনাক বলেছেন, 'ভুলগুলো সংশোধন করার জন্য আমি আমার দলের নেতা এবং আপনাদের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছি এবং সেই কাজটি অবিলম্বে শুরু হবে। আমি এই সরকারের মূল এজেন্ডা হিসেবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আস্থা বজায়ের বিষয়টি রাখব। এর মানে হচ্ছে, আগামী কঠিন সিদ্ধান্ত আসবে।'
জনসন সরকারের সময় অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,'আপনারা আমাকে কোভিডের সময় দেখেছেন, স্বল্পকালীন বিরতিসহ মানুষ ও ব্যবসার সুরক্ষার জন্য আমি যতদূর পেরেছি করেছি। সবসময় সীমাবদ্ধতা থাকে, এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আজ আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হচ্ছি আমি সেগুলো মোকাবিলা করব।'

অর্ধাহারে দিন কাটছে লক্ষ-লক্ষ ব্রিটেনবাসীর!

অর্ধাহারে দিন কাটছে ব্রিটেনে বাসিন্দাদের একাংশের! সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। কস্ট অফ লিভিং বা জীবনধারণের খরচ বেড়েছে অনেকটাই। তাই খরচ কমাতে অনেকেই একবেলা না খেয়ে কাটাচ্ছেন। নয়তো চাহিদা মতো পুষ্টিপূরণ হচ্ছে না তাদের। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
সম্প্রতি ব্রিটেনের কনজিউমার গ্রুপ 'হুইচ?' ৩ হাজার জনের উপর একটি সমীক্ষা চালায়। তাতেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। গৃহীত নমুনার ৮০ মানুষ মনে করছে মূল্যবৃদ্ধির জেরে স্বাস্থ্যকর খাবার জোগার কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে অনেককেই একবেলা খাবার জোগার করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ব্রিটেনে খাদ্যদ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া। যার জেরে নয়া প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসের আমলে সেপ্টেম্বরে ব্রিটেনের মুদ্রাস্ফিতী ১০ শতাংশ পেরিয়েছে। এদিকে সে দেশের ফুড ফাউন্ডেশন বলছে, ব্রিটেনে জীবনযাত্রার সংকট গভীর হওয়ায় সেপ্টেম্বর মাসে প্রত্যেক পাঁচটি নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে অন্তত একটি পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।
কনজিউমার গ্রুপ 'হুইচ?' এর ফুড পলিসির প্রধান সুই দাভিস দাবি করেছেন, "জীবনধারনের খরচ বৃদ্ধির খুব খারাপ প্রভাব পড়ছে। খরচ বাড়তে থাকায় হয় লক্ষাধিক মানুষ অর্ধাহারে থাকছে অর্থাৎ একবেলা খাবার খাচ্ছে না। কেউ কেউ আবার চাহিদামতো পুষ্টিকর খাবার জোগার করতে পারছে না।" অন্যদিকে, জ্বালানি নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছে ব্রিটেনে। সবমিলিয়ে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বেশ জটিল।
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সবার আগেই কর্পোরেট ট্যাক্স কমান ট্রাস। প্রসঙ্গত, ক্ষমতায় থাকাকালীন এই কর বাড়ানোর পক্ষেই সওয়াল করেছিলেন ঋষি। কিন্তু ট্রাসের করছাড়ের ঘোষণা করার পরেই বিশ্ববাজারে ঐতিহাসিক ভাবে কমে যায় পাউন্ডের দাম। তাছাড়াও, সাধারণ মানুষের কর কমানোর কোনও ঘোষণা করেনি ট্রাসের সরকার।
ফলে প্রশ্ন উঠে যায় তাঁর নীতি নিয়ে। এরমধ্যেই প্রকাশ্যে এল এই সমীক্ষার রিপোর্ট। যা নিসন্দেহে ব্রিটেনের সরকারের উপর আরও চাপ তৈরি করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল।

নান ও যাজকরাও পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত বললেন পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিকান সিটি: আসক্ত বলে অভিযোগ করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। তিনি অনলাইনে পর্নোগ্রাফিক বিষয়গুলো দেখার বিষয়ে নান ও যাজকদের সতর্কও করেন। এসব বিষয়বস্তু যাজকদের হৃদয়কে দুর্বল করে তোলে বলে মন্তব্য করেন ভ্যাটিকান পোপ। ভিয়েতনামে ডিজিটাল ও সোশ্যাল মিডিয়ার সর্বোত্তম ব্যবহার নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এমনটা বলেন পোপ।
পোপ বলেন, অনেক লোকই পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত। এমনকি নান ও যাজকরাও এতে আসক্ত। এর মাধ্যমে শয়তান অন্তরে প্রবেশ করে।
তিনি বলেন, একটি পরিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রতিদিন যিশু প্রবেশ করেন। সেখানে পর্নোগ্রাফিক বিষয় স্থান করে নিতে পারে না। এ সময় পোপ মুঠোফোন থেকে পর্নোগ্রাফিক বিষয়গুলো মুছে দিতে আহ্বান করেন যাতে হাতে কোনো ধরনের প্রলোভন না থাকে। সাধারণত গীর্জাগুলো পর্নোগ্রাফিকে যৌন শুদ্ধতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে দেখে থাকে।বিবিসি

পিটিআই-সেনাবাহিনী সম্পর্কের চমকপ্রদ পতন বিস্ময়কর

ইসলামাবাদ: পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ (পিটিআই) রাজধানী ইসলামাবাদে লংমার্চ ঘোষণা করেছে। তার আগেই ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনী যেন 'পারমাণবিক বিকল্প' বেছে নিয়েছে। পাকিস্তানের সিনিয়র সাংবাদিক ও টিভি উপস্থাপক আরশাদ শরীফ হত্যাকাণ্ডে সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে নানা অভিযোগ, ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এসব অভিযোগ, ইঙ্গিতের জবাব দিতেই যেন সেনাবাহিনী স্মার্টভাবে তাদের বড় 'বন্দুকটি' বের করেছে। উল্লেখ্য, মিডিয়ার রিপোর্টে বলা হয়েছে সম্প্রতি সাংবাদিক আরশাদ শরীফকে কেনিয়ার পুলিশ ভুল করে গুলি করে হত্যা করেছে। সেদেশের পুলিশ এ নিয়ে স্বীকারোক্তিও দিয়েছে। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান একে টার্গেটেড হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই হত্যায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জড়িত। এর জবাবে বৃহস্পতিবার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্সের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাদিম আনজুম এবং আইএসপিআরের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল বাবর ইফতিখার সংবাদ সম্মেলন করেন। সেনাবাহিনীর এমন সংবাদ সম্মেলন বিরল। এ নিয়েই পাকিস্তানের প্রভাবশালী পত্রিকা ডন তার এক সম্পাদকীয়তে ওইসব কথা লিখেছে।
ডন পত্রিকা সম্পাদকীয়র শিরোনাম- বার্নট ব্রিজেজ। অর্থাৎ সম্পর্কের সেতুবন্ধন পুড়ে গেছে।
এতে আরও বলা হয়, পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম আইএসআইয়ের মহাপরিচালক যৌথভাবে প্রকাশ্যে সংবাদ সম্মেলন করলেন। তিনি হলেন দেশের গোয়েন্দা এজিন্সির প্রধান স্পাইমাস্টার। সংবাদ সম্মেলনে তার পাশে ছিলেন সামরিক মুখপাত্র। নাদিম আনজুম বলেছেন, তিনি জনগণের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছেন এবং রেকর্ড সরাসরি উপস্থাপন করছেন। কারণ, তার প্রতিষ্ঠান ও এর সদস্যদেরকে অব্যাহতভাবে আক্রমণ করে বক্তব্য দেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, জেনারেল নাদিম আনজুম ক্যামেরার সামনে আসতে পছন্দ করেন না। তিনি ক্যামেরার পিছনে থেকে কাজ করাকেই উত্তম মনে করেন। কিন্তু সেই তিনি ক্যামেরার সামনে এসে ওইসব

মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, যারা সেনাবাহিনীর নিন্দা করছেন।
জেনারেল নাদিম আনজুম বলেছেন, যখন এত সহজে, দ্রুততার সঙ্গে এবং অন্য পক্ষের বাধা ছাড়াই একটি পক্ষ অনর্গল মিথ্যা বলে যায়- তখন দেশে বিশৃংখলা এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির বিপদ সৃষ্টি হয়। সত্য কখনো বেশি সময় চুপ থাকতে পারে না। এ জন্য তিনি কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই ক্ষমতা থেকে উৎখাতের পর তারা 'কাউকে রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা মীরজাফর অথ বা মীর সাদিক হিসেবে অভিহিত করছে। এক্ষেত্রে প্রমাণ ছাড়া যথেষ্ট নিন্দা করা যায় না উল্লেখ করে পিটিআইয়ের ওইসব অভিযোগকে বানচাল করে দেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওই দুই জেনারেল। জেনারেল নাদিম আনজুম বলেন, শতভাগ মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে ওইসব অভিযোগ করা হয়েছে। ক্যাবলগেট বিতর্ক বানচাল করে দিয়েছেন আইএসআইয়ের মহাপরিচালক। একই সঙ্গে তিনি সেনাপ্রধানকে টার্গেট করে পিটিআইয়ের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছেন। নাদিম আনজুম বলেন, তারা (সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা) রাষ্ট্রদ্রোহী নন। তারা অসাংবিধানিক বা বেআইনি কিছুই করেননি। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এজন্যই আনা হচ্ছে যে, তারা কখনো অসাংবিধানিক এবং বেআইনি কিছু করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান জানান যে, মার্চে যখন ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট হয় তা বানচাল করে দেয়ার বিনিময়ে সেনাপ্রধানকে আনলিমিটেড মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল আমার সামনে। ইমরান খানের উদ্দেশে নাদিম আনজুম প্রশ্ন রাখেন- যদি আপনি মনে করেন যে আপনার সেনাপ্রধান বিশ্বাসঘাতক, তাহলে কেন তা করতে চেয়েছিলেন?
নাদিম আনজুম নিশ্চিত করেন তখন থেকে দু'দফা বৈঠক হয়েছিল। এতে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভিকে ভারপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী বানানোর কথা বলেছিলেন। দুটি মিটিংয়েই ইমরান খানকে বলা হয়েছিল, তিনি যা-ই করতে চান তা হতে হবে সংবিধান ও আইনের অধীনে। এতে মনে হয়েছে, ইমরান খান সেনাবাহিনীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে সরকার আগাম নির্বাচন ঘোষণা করে।
পিটিআইয়ের অভিযোগের জবাবে আইএসআইয়ের সংবাদ সম্মেলন এটাই বুঝিয়ে দেয় যে, পর্দার আড়ালে সমঝোতা প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু তা শেষ হয়ে গেছে। পিটিআই এবং পিডিএমের মধ্যে সমঝোতা প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তা ব্যর্থ হয়েছে। সেনাবাহিনী এখন উত্তেজনার মই বেয়ে উঠছে। ওদিকে আইএসপিআরের মহাপরিচালক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা এখন দেশের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। তার এ কথাকে পিটিআইয়ের জন্য একটি সতর্ক সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে যে, তারা যেন এমন কোনো পদক্ষেপ না নেয়- যাতে লংমার্চের মাধ্যমে স্থিতাবস্থাকে ব্যাহত করতে পারে।
ডন লিখেছে, পিটিআই এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে কত চমকপ্রদভাবে পতন ঘটেছে- তা বিস্ময়ের। পিটিআইকে ক্ষমতায় আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, বিশেষ করে আইএসআই- এ নিয়ে বিন্দুমাত্রও প্রশ্ন নেই। তারা পিটিআইকে ছোট ছোট দল এবং নিরপেক্ষদের সঙ্গে জোট করে একটি সরকার গঠনে সহায়তা করেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ইমরান খান অভিমানের বশে বা অন্য কোনো কারণে সেই সার্ভিসগুলোর কথা ভুলে গেছেন। তিনি এটা বিশ্বাস করা শুরু করেছেন যে, তিনি নিজের শক্তিতেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। এর পরিণতিতে দুইয়ের মধ্যে আস্তে আস্তে বিরোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন সেনাবাহিনী চূড়ান্ত দফায় ইমরান খানের বিরুদ্ধে চলে যায়, তখন তার মিত্ররা এবং নিরপেক্ষরাও সরে পড়ে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে পিটিআই সরকারের পতন ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'ভয়াবহতম দশকের' মুখোমুখি বিশ্ব, বললেন পুতিন

মস্কো : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্ভবত সবচেয়ে ভয়াবহ দশকের মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্ব। গত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার এক বক্তৃতায় তিনি ইউক্রেন আগ্রাসনের পক্ষে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেন। যদিও এ আগ্রাসনের ফলে পশ্চিমা জোট রাশিয়াকে একঘরে করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

রুশ প্রেসিডেন্ট এমন সময় এই মন্তব্য করলেন যখন খেরসনকে ঘিরে উভয় পক্ষ এখন তীব্র যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুতিন যদিও পশ্চিমের সঙ্গে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে তিনি অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনে অত্যন্ত ভয়ানক, রক্তাক্ত এবং নোংরা খেলা খেলছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, আগামী এক দশকের মধ্যে বিশ্বে পশ্চিমাদের কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাবে। তবে ওই সম্মেলনে যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সেনাদের হতাহতের কোনো সংখ্যা উল্লেখ করেননি পুতিন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, গত এক বছরে তিনি কোনো কিছু নিয়ে হতাশ হয়েছেন কিনা।

উত্তরে তিনি বলেন, 'না'।

পুতিন অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমারা পরমাণু ইস্যুতে ব্ল্যাকমেইল করছে। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিনি বলেন, তারা বিপজ্জনক, রক্তাক্ত, নোংরা খেলা খেলছে। বিশ্বের বেশির ভাগ সমস্যা সৃষ্টির জন্য পশ্চিমাদেরকে দোষারোপ করেছেন পুতিন; এমনকি নিজের ইউক্রেন আগ্রাসনের জন্যও তিনি পশ্চিমাদের দায়ী করার প্রয়াস নিয়েছেন।

মস্কোভিত্তিক গবেষণা ও পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান 'ভালদাই ডিসকাশন ক্লাব'র

সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্যে পুতিন বলেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখন সামনে আছে সম্ভবত সবচেয়ে বিপজ্জনক, অপ্রত্যাশিত এবং একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটি দশক।'

পুতিন বলেন, পশ্চিমারা আর চালকের আসনে থাকতে পারবে না, তবে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ভবিষ্যতের বিশ্ব ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়ে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তি রাশিয়াকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

এদিকে রাশিয়ার সঙ্গে নতুন যুক্ত হওয়া খেরসন সফরে গেছেন পুতিনের ডেপুটি চিফ অব স্টার সের্গেই কিরিয়েঙ্কো। ক্রাইমিয়ার গভর্নর সের্গেই আকসিওনভ নিজেই কিরিয়েঙ্কোর সফরের খবর নিশ্চিত করেছেন। রাশিয়ার পরমাণু শক্তি কর্পোরেশন রোসাতমের সাবেক প্রধান ছিলেন তিনি। বর্তমানে খেরসনকে ফেরত নিতে সর্বোচ্চ যুদ্ধ পরিচালনা করছে ইউক্রেন। গত এক মাস ধরে খেরসন শহরে গোলা ছুড়ে যাচ্ছে দেশটি। ফলে খেরসনের বাসিন্দাদের রাশিয়ার অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে রুশ কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার আকসিওনভ জানিয়েছেন, খেরসনের সকল বাসিন্দাকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, খেরসনের আসল যুদ্ধ এখনও সামনে রয়ে গেছে। কিরিয়েঙ্কো জানিয়েছেন, তিনি খেরসনের পাশাপাশি জাপোরিঝিয়া পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রও পরিদর্শন করেছেন। সেখানকার কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। ক্রেমলিনের সবথেকে ক্ষমতাধর কর্মকর্তাদের একজন এই কিরিয়েঙ্কো।

ইউরোপীয় ইউনিয়নকে হুঁশিয়ারি দিল রাশিয়া

মস্কো : ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়টি জানিয়েছে, রাশিয়া এবং সে দেশের নাগরিকদের সম্পদ ইইউ জব্দ করলে প্রতিশোধ নেবে মস্কো।

আলজাজিরা জানিয়েছে, রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন।

ইউরোপীয় নেতাদের পক্ষ থেকে মন্তব্য করা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা রাশিয়ার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। এ ব্যাপারে মারিয়া জাখারোভা বলেন, এমনটা ঘটলে প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে 'চৌর্যবৃত্তি'।

তিনি আরও বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিচার বিভাগ অঞ্চলটিতে রুশ নাগরিকদের সম্পদ রক্ষার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও দেশটির মিত্ররা যদি ইউক্রেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে মহাকাশে তাদের বাণিজ্যিক উপগ্রহগুলো রাশিয়ার বৈধ নিশানায় পরিণত হতে পারে।

রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিচালক কনস্টান্টিন ভরোনস্তভ জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। কনস্টান্টিন বলেছেন, পশ্চিমারা নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য মহাকাশকে ব্যবহার করছে। পশ্চিমা উপগ্রহ ব্যবহার করে ইউক্রেনকে সহযোগিতার প্রবণতা চরম বিপজ্জনক। এটি রীতি মতো উসকানিমূলক বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। সূত্র: আলজাজিরা।

মোদীর ভূয়সী প্রশংসা পুটিনের মুখে

মস্কো: আগামী ৮ নভেম্বর মস্কোয় যাচ্ছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর। ক্রেমলিনে মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভ্লাদিমির পুটিন। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন। অন্যদিকে, যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই আগামী ৮ নভেম্বর রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর।

২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার মস্কোর ভালদাই ডিসাকশন ক্লাবে বক্তৃতা দেন পুটিন। রাশিয়ান ভাষায় তার বক্তৃতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশ করেছে রাশিয়ার সংবাদসংস্থা। সংবাদসংস্থা রয়টার্স সেই বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছে। ভাষণে পুটিন বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীর পররাষ্ট্রনীতি স্বাধীনচেতা। অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তার নেতৃত্বে ভারত দ্রুত উন্নতি করছে। এই প্রসঙ্গেই পুটিন উল্লেখ করেছেন, ব্রিটিশ কলোনি থেকে স্বাধীন হওয়ার পর কীভাবে দ্রুত ভারত নিজেকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত করেছে। এবং এই যাত্রায় রাশিয়া বরাবরই ভারতের পাশে ছিল। মোদীর প্রশংসা করে পুটিন বলেছেন, ভারতের এই জয়যাত্রায় আগামীদিনেও রাশিয়া একইরকম ভাবে পাশে থাকবে।

পুটিন বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সাধারণ নয়, বিশেষ। এবং সে কারণেই যে কোনো পরিস্থিতিতে ভারতের পাশে থাকবে রাশিয়া। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সম্প্রতি ভারত রাশিয়াকে জানিয়েছিল, তাদের সার আমদানি কমে গেছে। রাশিয়া কথা দিয়েছে, ভারতে সার রপ্তানি সাত দশমিক ছয় গুণ বাড়ানো হবে। কৃষিপণ্য বাণিজ্যে ভারত এবং রাশিয়ার ব্যবসা দ্বিগুণ বেড়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

জয়শংকরের সফর : ২৬ অক্টোবর বুধবারই ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সারজেই শোইগু। প্রথমে ভারত এবং তারপরেই চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ইউক্রেনের 'ডার্টি বম্ব' নিয়ে কথা বলেন তিনি। এরপরেই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, আগামী ৮ নভেম্বর মস্কো সফরে যাবেন তিনি। সেখানে একাধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হতে পারে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং সেই পরিস্থিতিতে ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনা হবে।

গোটা পশ্চিমা বিশ্ব যখন রাশিয়ার উপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে চলেছে, তখন ভারতের এই অবস্থান এবং পুটিনের এই প্রশংসা কূটনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনীতি বিশেষজ্ঞরা। সার এবং তেল নিয়ে ভারত এবং রাশিয়ার যে বাণিজ্য চলছে, তা-ও কূটনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত এতদিন পর্যন্ত ইউক্রেন যুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেনি। কিন্তু চলতি সময়ে কি ভারত রাশিয়ার দিকে ঝুঁকছে? ভারতের সাবেক লেফটেন্যান্ট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্যের মতে, ''রাশিয়া পশ্চিমা বিশ্বের উল্টোদিকে একটি ব্লক তৈরির চেষ্টা করছে। সেখানে ভারত এবং চীনকে সঙ্গে পেতে চাইছে তারা।'' উৎপলের মতে, ভারত সেই ব্লকে সরাসরি যোগ দেবে কি না, সেটা একটি বড় প্রশ্ন। কারণ, চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মধুর নয়। অন্যদিকে, সরাসরি রাশিয়ার ব্লকে যোগ দেওয়ার অর্থ অ্যামেরিকার থেকে দূরত্ব তৈরি করা। ভারত এখনো পর্যন্ত একটি ভারসাম্যের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতেও তা বজায় রাখতে পারে কি না, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। ঋষি সুনককে ফোন : অন্যদিকে, ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবারই ঋষি সুনককে ফোন করে অভিনন্দন জানান নরেন্দ্র মোদী।

ফ্রান্সের সঙ্গে মনোমালিন্য দূর করতে প্যারিসে জার্মান চ্যান্সেলর শলৎস

প্যারিস: জ্বালানি ও প্রতিরক্ষাসহ একাধিক ক্ষেত্রে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মতপার্থক্য তুঙ্গে উঠেছে। ইউক্রেন সংকটের মাঝে এমন মনোমালিন্য দূর করতে প্যারিস সফর করলেন জার্মান চ্যান্সেলর শলৎস। ইউরোপীয় ইউনিয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে পরিচিত দুই দেশ জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ক ইদানীং কিছুটা শীতল হয়ে পড়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের জের ধরে জ্বালানি ও অন্যান্য সংকটের মাঝে এমন ঘটনা ইউরোপীয় স্তরে পরিস্থিতি সামাল দেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বার্লিন ও প্যারিসের মধ্যে মতপার্থক্য, ভুল বোঝাবুঝি, যোগাযোগের অভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দুই দেশের মধ্যে নির্ধারিত মন্ত্রিসভার যৌথ বৈঠক পিছিয়ে দিতে হয়েছে, যেমনটা আগে কখনো ঘটে নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের 'একলা চলো রে' নীতিকে এমন শীতল সম্পর্কের জন্য দায়ী করছে ফ্রান্স। এমনই প্রেক্ষাপটে বুধবার (২৬ অক্টোবর) সংক্ষিপ্ত প্যারিস সফর করলেন শলৎস। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের সময়ে আলোচনা 'গঠনমূলক' হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। বিশেষ করে ইউরোপীয় জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা নীতির প্রশ্নে মতপার্থক্য কিছুটা হলেও নাকি দূর করা সম্ভব হয়েছে। জার্মান প্রতিনিধিদলের মতে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন উদ্দীপনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা গেছে। তবে শলৎস ও মাক্রোঁ হাসিমুখে ছবি তোলালেও শেষ মুহূর্তে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল হওয়ায় সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

গত সপ্তাহে ব্রাসেলসে ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে মাক্রোঁ শলৎসকে সতর্ক করে বলেছিলেন, একাধিক সংকটের মুখে জার্মানির নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা উচিত নয়।

ইইউ স্তরে গ্যাসের মূল্যের ঊর্দ্ধসীমার বিরুদ্ধে জার্মানির অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেন তিনি। তাছাড়া জার্মানি ও ফ্রান্স ইউরোপীয় স্তরে প্রতিরক্ষা আরও মজবুত করতে চাইলেও বার্লিন ইউরোপে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির যৌথ উদ্যোগকে উপেক্ষা করছে বলে প্যারিস অভিযোগ করছে। যেমন এফসিএস জঙ্গি বিমান তৈরির প্রকল্পের প্রতি শলৎসের সরকার কোনো আগ্রহ না দেখাচ্ছে না।

জার্মান সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলতে ১০,০০০ কোটি ইউরো অংকের এককালীন ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিলেও জার্মানি অ্যামেরিকা ও ইসরায়েলের মতো দেশ থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনছে বলেও ফ্রান্সের সরকারি মহলে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে।

শামসুর রাহমান মনোনীত সালেম সুলেরীর কবিতা

'সাদাকালো-নিউজব্যাংক' ও 'তিনবাংলা' কার্যালয়ে কবি শামসুর রাহমান। সম্পাদক ও গ্লোবাল সভাপতির আসনে দেশের প্রধান কবি। পেছনে সম্পাদক কবি-কথাকার সালেম সুলেরী ■ নিউজব্যাংক, ঢাকা ২০০৪

ও আমার নকশীকাঁথা

রক্ত লাল সুতো আর হৃদশ্রমে বোনা সুপ্রিয় নকশীকাঁথা
কেবল রয়েছে এই পোড় খাওয়া বুকের ভেতর গাঁথা
হয়ে।
যুগের তাবৎ দুঃখ সয়ে সয়ে
এখনও কাঁথাটি ফিরে এলো না আমার ক্ষয়ে ক্ষয়ে
যাওয়া বিবর্ণ চৌকিতে, নারকেল ছোবার শ্যামল রং
তোষকে।

সুবর্ণ কাঁথাটি আজ বিবর্ণতায় কাঁদছে, কেঁদে যায়।
কতোক মসলিনের তাঁতী একদা হারালো অবেলায়
মৃন্ময় সুঁচের শ্রম; বুনিয়াদি আঙুল বৃটিশ শাসনের কাছে;
তবু সভ্যতা ফেলেনি দীর্ঘশ্বাস। বঙ্গজীবী ভাতে-মাছে
এখনও যেমন হোক কদাচিৎ বেঁচে আছে,
কিন্তু চওড়া-দীঘল প্রিয় আমার কাঁথাটি আজ
স্বেচ্ছায় পোষো কে?

যে তুমি নিকটাত্মীয় এক
ধরে আছো অধিকার আর কেবল আমার পরিত্যাগ,
খুঁজে দেখো কাঁথার ভেতর জীবনের প্রতীক প্রয়াস
রাত্রির বরফ কাটা হাতুড়ি আলোক নিয়ে সূর্যের উচ্ছ্বাস,
আছে চন্দ্র আছে নদী;
আকাশে পাখির পথ হারাবার উন্মুখ আঙিনা
যেন স্বদেশের মানচিত্র এবং সুতোয় সেলাই করা
উঁচু-নিচু দশ কোটি নকশাকাটা বুননের এক বসুন্ধরা।

নকশীকাঁথা একদা শৈশবের সবুজ জীবনে ছিলো,
শৈশব তখন শুধু জননীর কোলে পিঠে ছিলো।
কাঁথাটি এখন আর শৈশব বা জননীর বুক বরাবর নেই।
আমাকে পৌঁছাবে বলে জনৈক নিকটাত্মীয় ধেই ধেই
করে আনলো শহরে
এবং পলকহীন অপর পহরে --
বানালো দেয়ালে এক কাঁচ ও কাঠের সুগঠিত ফ্রেম,
বাঁধানো কাঁথার প্রতি জেগেছে হঠাৎ পরকীয়া প্রেম।

ব্যর্থ চৌকি, শ্যামল রং বিছানা তোষক আর
বালিশ ডাকছে, ঝুলন্ত নোটিশ ঘুমোবার।
কোথায় প্রশান্তি ঘুম। হৃদয়ে আমার
শরাহত পাখির পতন,
খুঁজে ফিরি ফ্রেমবন্দী নকশী কাঁথা এবং
রক্ষকের সজ্জিত ড্রয়িংরুম-- হ্যাঁ মাতালের মতন।

ভ্রমণানন্দ হে

(প্রিয়-শ্রদ্ধেয় ফেরদৌসী রহমান সুহৃদবরেষু)

ভ্রমণ কেমন হচ্ছে আপনার, অথবা তোমার?
আপনি কি আয়ু গুণে লিখে যাচ্ছেন ভ্রমণানন্দ?
নাকি আপনি বৃত্তান্ত বলছেন আর সহকারী লিখছেন?

আমি যে ধর্মের সাথে দিবা-রাতে প্রতিজ্ঞাতে আপ্ত,
'মনকির নকির' নামের দুই ফেরেশতাপ্রাপ্ত,
তাঁরাই দু'কাঁধে ভর। অলৌকিক চর লিখেছে ডায়েরী,
অতএব, জবেদা খাতায় জাগতিক যাবতীয় পরব সরব।

এও কি সম্ভব, থেমে যাবে পপ-কলরব। হে আমার র'ব
জীবনভ্রমণ বিত্তের বৈভব, কে ঠেকায় প্রভু-পরাভব।
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যে ভ্রমণ কিভাবে তা সমাপন।
দেহটা পাতালে আর আত্মাটা চাতালে, মেঘাকাশে
মানবভ্রমণ। সবার জীবন দু'টি পথের আপন। হে যাপন।

ভ্রমণগদ্য লিখছো ভালো-- আয়ুতক লেখো ভ্রামণিক,
বিমুগ্ধ যাত্রায় যুদ্ধকাঁপা পৃথিবীকে রেখো মানবিক।

তুমি না আপনি

তুমি না আপনি-- এভাবেই কেটে গেল সুযোগ্য দুপুর।
শিশুর বানান করা বাক্য তৈরির কৌশলে
আমিও সংশয়ে তুমি-আপনি এড়িয়ে
পথ হাঁটি সংলাপের।
কলেজের নাম করে এসে সম্মুখে উদাস বসে থাকা নারী
ভাঙেনা দেয়াল, সেও
খেয়াল করে না কত কবুতর-ব্যাকুলতা বাক্ বাকুমের।

আমি কি ছোঁব না হাত, ঠোঁটে ফেলবো না ঠোঁটের নোঙর?
বনেদী কৃষক হাতে চারারোপণের সুরে গোলাপি গোলাপ
খোঁপায় গোঁজার আগে রমণী স্বভাবে সেকি জিগা'বে না
--- শাড়িতে আমায় কেমন মানায়?

সে কি জানাবে না-- রাতের কতটা ঘুম কেড়ে নেয় একলা আবেগ
সে কি জানাবে না-- কোন সে তারিখে কেঁদে ওঠে গোপন অসুখ,
সে কি জানাবে না-- বাঁ বুকের পাদদেশে তার রয়েছে জড়ুল
সে কি জানাবে না-- উদ্বিগ্ন পিতার তড়িঘড়ি ছেলে খোঁজা গল্প?

তার চেহারার সুদৃশ্য প্রচ্ছদে অভিনেত্রীর অমিয় আবেদন মাখা
শরীর কাঠামো ভ'রে টগবগ করে এক রাগী খেলোয়াড়,
শোভন স্বভাবে সেতো পরিচারিকার নম্র প্রাণ
সুকণ্ঠে কুজন হয়ে জন্ম নেয় অবাক ঘোষিকা

হয়তো রন্ধন তার দক্ষ পাচকের প্রতিভার প্রতিসম!
প্রতিকার চেতনার কত কথা অথচ বাতাস খেয়ে খেয়ে
তুমি না আপনি-- এ রকম সর্ম্পকের কাঁটাতার বেয়ে
আমরা সাবাড় করি আরো কিছু আনুষ্ঠানিক সময়,
আমার অথবা আমাদের যুগল উচ্ছ্বাস ঘুম পাড়ে জেগে জেগে।

আমরা কেবল বসে থাকি বাদামের খোসা ভাঙা
দুপুরের খিদে ভাঙা মেধাহীন জুটি--
তুমি না আপনি-- এই দেয়াল ভাঙার অপেক্ষায়।

ঠেলা-অলা

খানিক জিরাও দূর্ভাগ্যের চাকা,
বাঙালি খাবার খেয়ে আবার গাইবো গান
আবার ঠেলবো বারুদের বাক্স, ভারি সংবিধান
ঠেলায় তুলতে হবে বিগত পহেলা মে'র মঞ্চের ত্রিপল এবং
গুদামে পৌঁছাতে হবে যাবতীয় ব্যানার ফেস্টুন,
বোবা চেয়ার টেবিল।

একটু জিরিয়ে নাও বাঁশের মাচান,
বুকবেঁধা দড়ির বাঁধনগুলো একটু আলগা হোক,
খানিক পরেই ফের তুলে নেবো বাসাবদলের আলনা তোষক
হাঁড়ি-পাতিল অথবা
হঠাৎ গোপন রাতে ঘাসমুখে শুয়ে থাকা
আমার ভাই-এর লাশ,
গোপনে হারায় যার শোক আর শেষ সংবাদ।

লাভ ইন ইন্টারনেট

ডিস্কের প্রেম রিস্কেই থেকে যায়।

কম্পিউটার বোঝে না তাবৎ
সিপিইউ সেতো মূর্তি-মানবী,
মন-মগজের মানবিক মাথা নয়।
ডিস্কের প্রেম রিস্কেই থেকে যায়।

তাজা ল্যাপটপে
ই-মেলে ফিমেলে প্রেম ছিলো একাকার,
ব্রাউজিং শেষে মেলানো স্বপ্নসুখ--
দু'চোখে আঁকলো একটি বাড়ির প্লট,
দুইটি প্রাণীতে বাইনারী ডিজিটের ভালোবাসা সম্মুখ।

ভরা মনিটর মনকে ভরালো ভাবে,
মাউসের হাতে দেহকে দাবানো সুখ,
সিডিরমে তুমি সিনেমা রাঙানো ইনপুট মেমরির
স্যাটেলাইটের নেটওয়ার্কেও সবটাতে উন্মুখ।

এতো মায়াময়, এতো সফ্‌ট তুমি, শুধু প্রেম-প্রসেসর,
তবু হাতছানি-- শাট্‌ডাউনের সমাপনী ক্লিক,
ক্লোজ বাটনেও সব ঠিকঠাক
তবে সেই ভুল-সংরক্ষণে, সেভ না করার
ভুলের মাশুলে, নাকি বিরহের ডিলিট ছোঁয়ানো
ইচ্ছে কমান্ড? প্রিন্টারে দেখি--
সব সাদা শ্রম, মন-বোতামের ছোঁয়া-সুইচের
সাদা চোখ-দেহ, ফ্লপি ভাইরাসে মরা মনিটর,
স্মৃতিডট সব একযোগে অসহায়!

ডিস্কের প্রেম রিস্কেই থেকে যায়।

শামসুর রাহমান মনোনীত সালেম সুলেরীর কবিতা

ওপাশে বসত

ধরার ওপাশে এক দেশ, দেশের ওপাশে থাকে গেহ--
গৃহের ওপাশে সংসার, সেখানে বসত করে দেহ।

দেহের ওপাশে খাড়া বুক, বুকের ওপাশে হাড়-ফ্রেম,
ফ্রেমের ওপাশে-বাঁয়ে মন, সেখানে বসত করে প্রেম।

প্রেমের ওপাশে থাকো তুমি, তোমার ওপাশে বুনো ছল,
ছলের ওপাশে ফের আমি, সেখানে বসত করে জল।

জলের ওপাশে থাকে চোখ, চোখের ওপাশে ভুরু-চুল,
চুলের ওপাশে কালো মাথা, সেখানে বসত করে ভুল।

ভুলের ওপাশে থাকে স্মৃতি, স্মৃতির ওপাশে পোড়া ছবি,
ছবির ওপাশে ভাঙা ঘর, সেখানে বসত করে কবি।

কবির ওপাশে চেনা কুয়ো, কুয়োর ওপাশে কলা গাছ,
গাছের ওপাশে কালো দীঘি, সেখানে বসত করে মাছ।

মাছের ওপাশে ঝোলে টোপ, টোপের ওপাশে ডাঙা-ঝোঁপ,
ঝোঁপের ওপাশে ছিপধারী, সেখানে বসত করে লোভ।

লোভের ওপাশে এক নারী, নারীর ওপাশে আমি মাছ,
মাছের ওপাশে দুখি জল, সেখানে বসত করি আজ।

মোরগ-সৌন্দর্য

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মরণীয়বরেষু

প্রণয়ের পালকি পেলোনা পঁচিশের পাগল পুরুষ,
অথবা যুবক- যুদ্ধ যার তারুণ্য খেয়েছে।
আলপথ ভেঙে ভেঙে বেহারার পদচিহ্ন খেয়েছে সময়।
কদম ঝুলন্ত এক টোপর মাথায়
অথবা দুরন্ত মোরগের ঝুঁটি-ঝাড় দুলিয়ে মুকুট--
যুবক গেল না দূরে, রাজকন্যের আদুরে হাতে বোনা
প্রণয় মাদুরে।
ভোর হলো দোর খোলো বলবার আগেই মা তার
নিভু নিভু কেরোসিন-শিখায় ছেলেকে খুঁজলেন। কিন্তু একি--
মুখ খুলে বসে থাকা উদার দরোজা বলে দিলো--
সে এখন দূরে, মিছিলে মুক্তির সমুদ্দুরে ...।

সকাল উঠলো হেসে, আড়মোড়া ভাঙলো একটি মোরগ,
ছেলেটা ডাকত তাকে-- আয়রে আমার সক্রেটিস,
মা এবার হাসলেন আর দেখলেন
মোরগ রচনা করে যাচ্ছে তার ছেলের স্বভাবে
উরুতে ব্যায়াম, কণ্ঠে কোরাস ও পলকে আঘাত,
নাচিয়ে অর্ধচন্দ্রের বিচিত্র ধনুকপুচ্ছ,
শরীরে পরেছে যেন পতাকা রঙের লাল-নীল পরিধেয়,
খুদ কুড়ো দিয়ে ডাকলেন কিন্তু শুনলো না,
ছেলেটাও শুনতো না।

তাকাতে তাকাতে মা'কে পেয়ে বসলো হঠাৎ মোরগ-সৌন্দর্য...।
দু'চোখে জ্বলছে তার খড়ের জ্বালানি,
দিন শেষে রাত হয়, ভোর হয়,
মা শোনেন খুপরির ডাক
চিবুক উঁচিয়ে মোরগের উঁচু আহ্বান--
কুকরু-কু-উক- কুকরু-কু-উক-কুক...
একটি অচেনা সকালের জন্যে দরোজা খুলবো,
একটি অদেখা দিবসের জন্যে খুপরি ভাঙবো,
একটি উদাত্ত কণ্ঠের পাশে মা যেন দেখলেন :
নিশুতি রাতের একটি যুবক দেহ-ফোটা মোরগ স্বভাবে
ডাকছে এবং ঘরের দরোজা খুলে চলে যাচ্ছে দূরে...

রাতের বেদনা কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে
টগবগে মোরগ অথবা ছেলেটি বলছে যেন--
স্বাধীনতা, শুনেছি তোমার নাম, এবার দেখতে চাই।

এই ঋতুতে মাফ করে দাও

প্রতিবারের মতো আমায় এই ঋতুতে মাফ করে দাও,
মধ্যরাতে যখন ঝরে কৃষ্ণচূড়া শব্দ কোরে
আমার টোকা ভেবে তোমার দরজা খুলে ব্যর্থ হওয়া,
অন্ধকারে পুত্র খোঁজা শোকার্ত চোখ
এবার ফেরা হলো না তাই মাফ করে দাও মাফ করে দাও।

বাক্সে রাখা নকশী কাঁথা, বেড়ায় গোঁজা হাতপাখাটা
খাটের নিচে কাঠের খড়ম কাল সকালে সরব হবে,
আসবে ঠিকই এসব ভেবে রাতকে তাড়াও প্রতিরাতেই
আলো ফুটলেই বাসি বাড়ির উঠান ঝাড়া,
খুপরি থেকে মুরগি ছেড়ে তাড়িয়ে দেবে; ভাত দেবে না
পান্তাটুকু পিঁয়াজসহ যত্ন করে শিকায় রেখে
অস্থিরতায় হারিয়ে দিশা বিভার কাছে বলবে এসে--
ছ'টার গাড়ি ক্কটায় আসে বলতে পারিস?

অনেক কিছুই যায় না বলা যেমন আমার ফেরার কথা
সেই যে এলাম রাত্রি জেগে তখন থেকে ফুরায় না রাত,
রঙিন আলোয় ভরা শহর এই আমাকে স্বপ্ন দেখায়
আর ক'টা দিন সবুর করো আর ক'টা দিন,
এখন গেলে তোমার করুণ মুখের পাশে আরেকটি মুখ
মূল্যবিহীন, তাছাড়া ভয় যাত্রাপথে দুর্ঘটনার--
নীল যমুনায় সেতু হলেই আসব ফিরে।

প্রকৃতি ও ঋতু হয়ে আমি না হয় নাইবা এলাম
পাঁচটি আরো যাদের তুমি হাতের পাঁচ ভাবতে পারো
আমাকে বাদ, তাদের জন্যে আমায় ভুলে ব্যস্ত থেকো

হয়তো কোনো রাতের শেষে বোশেখ হয়ে আসবো আমি
বর্শা হাতে ভোরের শিকার, বনভোজনের ঢের আয়োজন
মটরশুঁটি ডালের ভাজায় নিমের পাতা চিবিয়ে গেলা,
বালক বেলায় হারিয়ে আসা পয়লা বোশেখ,
অউরোলে জমাট মেলা সিক্ত হবে চিকনমাটি
আসবে মানুষ হাসবে গ্রাম, হালখাতা সব দোকান ঘরে
জীর্ণতাকে গুটিয়ে রেখে নতুন হিসেব শান্তি-সুখের
এমন করে আসতে হলে প্রস্তুতি চাই--

এই ঋতুতে এলাম না তাই মাফ করে দাও, মাফ করে দাও।
(যমুনায় সেতু নির্মাণের ১০ বছর পূর্বে লিখিত ও প্রকাশিত (১৯৮৬, দৈনিক বাংলা, বিশেষ সংখ্যা)

আত্মবিশ্বাসের আর্ত চিৎকার

কবি-প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রিয় নয়, অথচ একটি অনিবার্য বুকে মাথা রেখে
টেনে নিলাম দু-চোখে বিশ্বাসের চাঁদিমায় ঘুম।
একটি সফেদ কাগজকে দু'ভাজ করার পাশে
জীবনের ভাঁজ ভেঙে দেখলাম এপার-ওপার,
মৃত্যুর শেকল পরে দূর দ্বীপান্তরে যারা যায়
আমি সেরকম এক পথযাত্রীর ক্রন্দন শুনে
আকাশ মাটি ও মানুষের দিকে তাকালাম,
(বিশ্বাসের ঘুমে মনকির-নকিরেরা ডাক দেয়)।
আকাশে তারকা যুদ্ধ; পারমাণবিক হাসি দেখে
মাটিতে অথবা অশান্তির ছিটমহলে পা রেখে
মানুষের কোলাহলে দেখলাম-- নারীতে অনাস্থা
এনে সমকামী মানুষেরা গড়ে মানব সমাজ,
এই জীবনের পাতায় পাতায় এতো ভুল তবু
সাজালে কিভাবে আত্মবিশ্বাসের আর্ত চিৎকার।

শোক উৎসব

মানুষেরা খুব উৎসবমুখী হয়ে ওঠে কোনও বিষয় পেলেই।

যখন ছুটবে তখন না পেলেও প্রশান্ত পথ
প্রয়োজনে বাঁধার ওপর রেখে যাবে পদচিহ্ন,
পাসপোর্ট না থাকলে খুঁজবে রাজনৈতিক আশ্রয় বা
পাহাড়ে উঠবে, চাঁদে নামবে আবার
মেঘের ওপরে মহাশূন্যে গিয়ে কাটাবে ক'দিন।
পাউন্ড ডলার রুপী ইত্যাদি আয়ের হিসেব মেলাতে
ছুটে যাবে ব্যস্ত-সমস্ত ব্রোথেলে, সী-বীচে অরণ্যে।
ব্যাংক-ব্যালেন্সের অংকগুলো পানীয় বানিয়ে ঢালবে গলায়
রাতভোর ক্যাসিনোয় খেলবে রুলেত আর ব্ল্যাকজেল।

আমরা প্রায়শ যাই এই সব পথে
কিছুটা প্রশান্তি পাই, বেশিটা হারাই।
যাওয়া মানে স্বনির্ভর দেহের কৌমার্য রেখে আসা
যাওয়া মানে আগামী পুরুষ অকুস্থলে ফেলে আসা
সভ্যতার নামে নীল ছবিতে নিজেকে বারংবার দেখা,
আর যারা যায় রক্ত দিতে অবেলায় মিছিলে সংগ্রামে
তারাতো জানে না--
যাওয়া মানে প্রাণহীন দেহ নিয়ে উৎসবে
ফিরে ফিরে আসা,
ফেরে তারা বছর বছর শোকার্ত সঙ্গীতে
শোভন শহীদ মিনারের পাদদেশে কাঁদে বসন্তের ফুল,
তাদের ইচ্ছের কথা--
শ্লোগানে শ্লোগানে
কবিতা নাটকে
সম্পাদকের কলামে
বারবার দাবি হয়ে ফিরে ফিরে আসে
ভাবি আজ তাই, আমরা সবাই
খুব উৎসবমুখী হয়ে উঠি কোনো বিষয় পেলেই।

রোগের নাম অহমিকা

প্রতিদিন মৃত্যুনিয়তি দেখেও
নিজেকে অমর ভাবা--
এও এক প্রসন্নতা রোগ,
হয়তো ডাকতে পারি অহমিকা নামে।
কী তার ওষুধ?
শুধুই কি ধর্মগ্রন্থে আছে তার
প্রেসক্রিপশন, নিরাময়পত্র?

হাসির মানুষ বাসী হয়ে চলে যায়,
বলে যায় গুডবাই প্রাণের চেয়ার!
আসনটি রেখে যান সঙ্গে সে ভাষণ--
মানুষেরা সারিবদ্ধ হয়ে জন্মে
একটি একটি করে তবে দেখেও দেখে না
পিঁপড়ের গতিধারা, ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র মৃত্যু...
বারোমাস বারোয়ারী উল্লাস মিছিল ছোঁয়
প্রাণ থেকে প্রাণে
বেঁচে থাকে জীবনের সেতুবন্ধ।

প্রসন্ন মানুষ পশু সেজে পাগলের পাশা খেলে,
সূর্যের হাসিতে হাসে, রাতের রমণে ঘামে
নামে বদনামে, মোহময় সুরে স্বরগ্রামে
অধিক মানুষ অমরতা খুঁজে ফেরে।

অথচ পায়ের কাছে পিঁপড়ের সারি
মৃত্যুর মিছিল নিয়ে হাঁটে,
কাঁধে কাঁধে একযোগে হয়তো কফিন! তাই
অহমিকা তোমাকে কবর, তোমাকে পোড়াই।

ফেরাউনের আমলা আর বাংলাদেশের আমলা

ডা. জাহেদ উর রহমান

একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ফেরাউন বা অন্য কোনো সম্রাট শাসিত রাজ্য থেকে ঠিক উল্টো। এখানে সব কাজ আমলাদের করতে হয় না। তাই একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানের চেতনা অনুযায়ী সরকারি আমলাতন্ত্রের কর্মপরিধি নির্ধারণ করতে হবে এবং সেটা মেনে চলতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে দীর্ঘকাল অসাংবিধানিক, অনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ করতে দিলে সরকারি আমলাতন্ত্র সেগুলোকে তাদের বৈধ, নৈতিক ক্ষমতা বলে মনে করতে থাকবেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টি দেখেছি। তাই এই রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রকে একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী একটা চৌহদ্দি ঠিক করে দিতে হবে এখনই

আমলা প্রসঙ্গে ফেরাউনের কথা আমাদের সামনে এনেছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী, মনে আছে আমাদের? মন্ত্রীর এই উক্তি প্রসঙ্গে আলোচনায় আসবো কলামের শেষদিকে। আমলাদের প্রসঙ্গে তার উক্তি মাথায় এলো কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে আমলারা নানা কারণে আলোচনায় আসছেন, আলোচনায় থাকছেন।

৪৩ কোটি টাকা দিয়ে দু'টি বাড়ি তৈরি করার প্রস্তাব সারা দেশে অকল্পনীয় রকম সাড়া ফেলেছিল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বারংবার দেয়া দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাসকে সামনে রেখে বাড়ি দু'টির যে বর্ণনা আমাদের সামনে এসেছে, সেটাকে ছোটখাটো প্রাসাদ বলাই যায়। না, আমার এই কলামে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করছি না। প্রসঙ্গটি নিয়ে নানা বিশ্লেষণ এবং মতামত প্রকাশিত হয়েছে নানা পত্রিকায়।

আমি বরং এই বাহানায় গত বেশ কয়েক বছরে মূলত প্রশাসনের আমলাদের কিছু প্রবণতা এবং তাদের বিষয়ে রাজনৈতিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলাপ করতে চাই।

বছর দেড়েক আগে বেশ হাঁকডাক করে ৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছিল। এই রকম মসজিদ নির্মাণ করা হবে সর্বমোট ৫৬০টি। মসজিদগুলো নির্মিত হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে। সে সময়ে এগুলো পরিচালনার জন্য 'মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা-২০২১' তৈরি করা হয়। এতে দেখা যায় উপজেলা, জেলা পর্যায়ে অবস্থান অনুযায়ী মসজিদ পরিচালনা কমিটির প্রধান হবেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসক। তারাই মসজিদ পরিচালনা করবেন এবং তারাই মসজিদের জনবল নিয়োগ দেবেন। এই সিদ্ধান্তে তখন তীব্র নাখোশ হয়েছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশন। স্বভাবতই সংস্থাটির লোকজন ভেবেছিলেন মসজিদগুলোর পরিচালনার দায়িত্ব তারাই পেতে যাচ্ছেন। তারা দাবি করেছিলেন দেশের প্রতি জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অফিসের পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। ইসলামিক মিশন, প্রকাশনা, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা অফিসেও। খুব স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান বলে দেশে একটা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থাকার পরও এই মসজিদগুলোর পরিচালনা আমলাদের হাতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

গত বছরই দেশের প্রথম শ্রেণির পৌরসভাগুলোতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। প্রজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গেই মেহেরপুর ও কক্সবাজার পৌরসভায় সরকারের সহকারী কমিশনার পদের দুই কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল প্রাথমিকভাবে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৩২৮ পৌরসভার মধ্যে ১৯৪টি 'ক' শ্রেণির পৌরসভায় প্রধান নির্বাহী পদে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়ার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় সরকার।

এই পদক্ষেপের ব্যাখ্যায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বলেছিল প্রধান নির্বাহী না থাকায় পৌরসভার আয় বাড়ানোসহ প্রশাসনিক কাজে বিঘ্ন হচ্ছিল। পৌরসভার কার্যক্রমকে শৃঙ্খলায় আনতে প্রধান নির্বাহী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এমনিতেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঠিকমতো বেতন দিতে না পারা পৌরসভাগুলো নতুন দুশ্চিন্তায় পড়েছে এই সিইওদের বেতন নিয়ে। বলাবাহুল্য তার চাইতে আরও বড় দুশ্চিন্তা হিসেবে হাজির হয়েছে পৌরসভায় সরকারের আমলাদের সরাসরি খবরদারি।

যুক্ত করা যাক আরও একটি ঘটনা। নজিরবিহীনভাবে দেশে অন্তত দু'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদে সরকারি আমলাকে পদায়ন করা হয়েছিল গত বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সকলের আপত্তির পরও এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

আমলাদের সবকিছু করতে চাওয়ার প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করেছেন এমনকি সরকারদলীয় লোকজনও। করোনার সময়ে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে জেলাগুলোতে সমন্বয়ের দায়িত্ব সচিবদের দেয়া নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এরপর সংসদে সরকারদলীয় অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ এবং সংসদ সদস্য জনাব তোফায়েল আহমেদ স্পষ্টভাষায় এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। করেছেন আরও কিছু সংসদ সদস্যও। তাদের ক্ষোভ অযৌক্তিক নয়, একজন রাজনৈতিক নেতা এই সমাজের জনগণের সঙ্গে অনেক বেশি সংযুক্ত থাকেন। তাই সেই দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতার হাতে থাকা যৌক্তিক। কিন্তু আমরা এই প্রশ্ন করতেই পারি, অন্য সময় আমলাদের এমন 'অনধিকার প্রবেশ' নিয়ে নিশ্চুপ থাকা এমপিরা তাদের সঙ্গে সরাসরি স্বার্থের সংঘাত হয়েছে বলেই কি তখন তারা সরব হয়েছিলেন?

করোনার সময় স্বাস্থ্য বিভাগের একটি নিয়োগ নিয়ে এমনকি সরকারদলীয় চিকিৎসক সংগঠন স্বাচিপও খুব তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরস ডিপো (সিএমএসডি) এর পরিচালক হিসেবে ইতিহাসে প্রথম প্রশাসনিক আমলা (ডাক্তার নন) নিয়োগ করা হয়েছিল।

এই ঘটনাগুলো খুব সাম্প্রতিক সময়ের, কিন্তু এই দেশে দীর্ঘ সময় থেকে আমলারা এমন সব জায়গায় তাদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছেন যেটা তাদের কার্যপরিধির মধ্যে পড়ার কোনো কারণ নেই। আরেকটা কিছুটা পুরনো কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখে নেয়া যাক।

উপজেলা পরিষদ আইনে উপজেলাকে 'প্রশাসনিক একাংশ' ঘোষণা করা হয়েছে, যার প্রশাসনিক কাঠামো নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ। উপজেলা পরিষদ আইনের তৃতীয় তফসিলে ১২টি মন্ত্রণালয়ের উপজেলাধীন ১৭টি বিভাগকে উপজেলা পরিষদের কাছে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের কার্যাবলীসহ হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু আইনকে বিবেচনায় না নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে পরিপত্র জারি করছে। যার মাধ্যমে উপজেলার সব বিভাগের কার্যাবলী নিষ্পত্তির জন্য গঠিত প্রায় শতভাগ কমিটিতে ইউএনওকে সভাপতি করা হয়েছে। এই ১৭টি বিভাগের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তাও ইউএনও। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদন ছাড়া সব কাজ কমিটি প্রধানের ক্ষমতাবলে ইউএনও নিয়ন্ত্রণ করছেন।

দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা বলে কিছুর আর অস্তিত্ব নেই। এই ব্যবস্থায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হচ্ছেন আওয়ামী লীগের নেতারাই। এমনকি নিজ দলের লোকজনকেও ক্ষমতায়িত করতেও এতটা আপত্তি সরকারের? কিংবা সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কি বাধ্য হচ্ছে আমলাতন্ত্রের দাবি মেনে নিতে?

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে'। এর সঙ্গে আমরা যদি স্থানীয় শাসন বিষয়ক অনুচ্ছেদ ৫৯ পড়ি তাহলে দেখতে পাবো বাংলাদেশের সংবিধান চেয়েছে 'নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা' এবং তাদের হাতে 'প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্কবায়ন' এর দায়িত্ব থাকবে।

খুব সহজভাবে বলতে গেলে এটুকু আমরা বুঝি ইউএনওসহ সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী উপজেলা চেয়ারম্যানের অধীনস্থ হিসেবে কাজ করবেন। অথচ উপজেলার সব কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে ইউএনও সভাপতি। উপজেলা আইনে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ইউএনও'র অধীনস্থ করা হয়েছে।

এটা নিয়ে হাইকোর্টে যাওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর পক্ষে রায় দিয়েছেন কিন্তু সেটাও কার্যকর করতে বারবার গড়িমসি করা হয়েছে। সরকারের দিক থেকে আপিল করা হয়েছে।

প্রশাসনের আমলারা শুধু প্রশাসনিক একাংশ এর নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছেন তা নয়। তারা চান দেশের একেবারে ভিন্ন একটা অঙ্গ বিচার বিভাগের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

সেনাশাসন নেই, দুর্যোগ থেকে গেল

মামুনুর রশীদ

এই নিবন্ধ যেদিন লিখছি, ততক্ষণে ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। প্রাণ ও সম্পদহানির খবর আসছে সংবাদমাধ্যমে।

মনে পড়ছে- বহু বছর আগে ১৯৮৯ সালে বার্লিনের একটি রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। সামনেই বিশাল একটি পোস্টার; জার্মান ভাষায় অনূদিত আমার নাটকের- ওরা কদম আলী। পোস্টারটি কিছু জার্মান দেখছেন। এক ভদ্রলোক আমার গায়ের রং দেখে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন- আচ্ছা, বলুন তো, এই দেশটি কোথায়? অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলাদেশের নামটা বললেন। আমি ভূগোলটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। ভদ্রলোক চিনতে পারলেন এবং বললেন- হ্যাঁ, এই দেশে বন্যা হয় এবং মিলিটারি ডিক্টেটর আছে। বুঝলাম, মিডিয়ার বদৌলতে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং হয়েছে- বানভাসি ও স্বৈরাচারী দেশ।

এর পর ভদ্রলোক বললেন- তোমার দেশ কোথায়? আমি বললাম- বাংলাদেশ। এই যে নামটি দেখতে পাচ্ছ, যাঁর লেখা নাটক, আমিই সেই লোক। তিনি এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন- দুঃখিত। আমার ধারণা ছিল, এটি একটি পানিতে ডোবা দেশ এবং সেখানে সবসময় সামরিক স্বৈরশাসন চলে। সেখানে থিয়েটার হয়? আমি মোটামুটি ধারণা দিলাম এবং তিনি বললেন, থিয়েটারটি দেখতে আসবেন। ভদ্রলোক ঠিকই এলেন; জার্মান ভাষায় অনূদিত একটি বই কিনে আমার জন্য লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। একসঙ্গে কফি ও ধূম্র পান করতে করতে অনেক কথা হলো। এর মধ্যে নাট্যকার সাঈদ আহমদ যুক্ত হলেন। তিনি বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আরও তথ্য দিলেন।

আসলে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংবাদ ততটা যায় না; ঢের বেশি যায় দুঃসংবাদ। মিডিয়ায় সাধারণত তা-ই হয়। সুসংবাদের চেয়ে দুঃসংবাদই গুরুত্ব পায়। কিন্তু বাংলাদেশে দুর্যোগ সংক্রান্ত সংবাদ যেন নিত্যনৈমিত্তিক।

সিত্রাংয়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে বোঝা যায়, আমাদের দেশটি অনেক দিক থেকেই অরক্ষিত। ১৯৭০ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বড় বড় ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে। মানুষ, গবাদি পশু-পাখি, গাছপালা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এর মোকাবিলায় যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা সময়োপযোগী নয়। এসব দুর্যোগের ফলে দেশের অর্থনীতিতে একটি বড় ধরনের চাপ পড়ে। মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়। ভুখা-নাঙ্গা মানুষের চেহারা সংবাদমাধ্যমে ফুটে ওঠে। কী ধৈর্য আমাদের! অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে একটি ভাঙা বাঁধ মেরামতের জন্য মানুষের সে কী চেষ্টা!

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় দেশে একটাই কাজ হয়েছে; সাইক্লোন শেল্টার। এ আশ্রয়কেন্দ্র সারাবছর অনাদর-অবহেলায় থাকে। দুর্যোগ এলেই মানুষ সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেও সুযোগ-সুবিধার অনেক অভাব। ফলে বিপদগ্রস্ত অনেকেই সেখানে যেতে চান না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ঘূর্ণিঝড় যখন লোকালয়ে আসে, তা সাধারণত দুর্বল হয়ে পড়ে; যদি পর্যাপ্ত গাছপালা থাকে। কিন্তু কিছু এলাকায় ব্যাপকভাবে গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে। এ কারণেও ঘূর্ণিঝড় অবাধে প্রবল গতি নিয়ে হামলে পড়ে জনপদে।

ঘূর্ণিঝড় সবসময়ই বঙ্গোপসাগরে জন্ম নিয়ে উপকূলীয় জেলাগুলোয় আক্রমণ করে। তার আক্রমণের ক্ষেত্র চিহ্নিত। কিন্তু সেসব এলাকায় প্রতিরোধের জন্য যে ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন ছিল; সেই ১৯৭০ সাল থেকে তা নেওয়া হয়নি।

সামরিক শাসনামলে এসব দুর্যোগ কখনও কখনও খুব প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিত। কারণ বিদেশি সাহায্যের ওপর সরকারগুলো নির্ভর করত। দারিদ্র্য বিমোচনের শর্টকাট পন্থা খুঁজত তারা। পরবর্তী সময়ে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে ধনাঢ্য ব্যক্তির সংখ্যা; কোটি কোটি টাকা দামের গাড়ি ও বিদেশে অর্থ-সম্পদ পাচার। আবার ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। আমরা ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় যেসব চেহারা দেখি, তা একেবারেই দরিদ্র মানুষের। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে যে চেহারা দেখতে আমরা অভ্যস্ত, সেই চেহারাই বারবার দেখি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকানোর কোনো উপায় নেই- পৃথিবীর সব দেশেই তা সত্য। তবে মানুষকে প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রস্তুত করার একটা বড় মাধ্যম হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে এসব মানুষকে সক্ষম করে তোলা। অর্থনৈতিক সক্ষমতা মানুষকে অনেক বিকল্প দেয়। সেই বিকল্পের সন্ধানে মানুষ আরও বিত্তবান হতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনেক দেশ প্রতিকূল আবহাওয়া, বছরের অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশি সময় তীব্র শীত ও বরফের মধ্যে কাটিয়েও প্রভূত উন্নতি করেছে।

যেমন জাপানে ভূমিকম্প একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তার মধ্যেও জীবন ও উন্নয়ন কোনোটাই থেমে থাকে না। সেখানে প্রায়ই ভূমিকম্পে কোথাও কোথাও রেললাইন ধ্বংস হয়ে যায়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে আবার রেললাইন মেরামত করে পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক করে তুলতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের দেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও রাজনৈতিক দুর্বলতার ফলে কোনো ব্যবস্থাই কার্যকরী হয় না। খোদ ঢাকা শহরে ঝড়ে একটি গাছ পড়ে গেলে তা সরাতেও অনেক সময় লেগে যায়।

যখনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে, তখনই কিছু তৎপরতা দেখা যায়। কিন্তু সেই তৎপরতা যে দীর্ঘ সময় চলে না, তার প্রমাণ হচ্ছে সাতক্ষীরা অঞ্চলের একটি বাঁধ, যা হাজার হাজার মানুষের জীবনে হুমকিস্বরূপ। বাঁধ মেরামতের সঙ্গে সঙ্গে ওই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এসব অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিরা থাকেন রাজধানীতে অথবা কোনো বড় শহরে। সরকারি কর্মকর্তারা এলাকায় থাকলেও সুবেদারের জীবন যাপন করেন। জনপ্রতিনিধি ও আমলারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে চা-কফি খেয়ে নিজের সৃজনশীলতাকে ড্রয়ারে রেখে বিদেশি উপদেষ্টাদের কথা গলাধঃকরণ করেন। কমিশন ভাগাভাগি করে মন্থর গতিতে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভান করেন। কখনোই উপদ্রুত এলাকার কোনো প্রবীণ মানুষের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। ওইসব প্রবীণের মধ্যেও প্রকৃতিবিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা হয়তো নিরক্ষর। প্রবীণদের মধ্যে আবহাওয়াবিজ্ঞানীও আছেন, যাঁরা হাতের তালুতে পানি নিয়ে বলে দিতে পারেন, কখন ঝড় আসতে পারে।

একবার চীনের হোয়াংহো নদীর পাড়ে এক বৃদ্ধ দৌড়ে আবহাওয়া অফিসে গিয়ে বললেন- প্রবল প্লাবন আসছে; এক্ষুনি সবাইকে জানিয়ে দিন। নিরাপদে সরে যেতে বলুন। আবহাওয়া কর্মকর্তা বললেন, আমি তো যন্ত্রে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বৃদ্ধ আবারও জোর দিয়ে একই কথা বললেন। আবহাওয়ার কর্তা তাঁর কথা শুনলেন না। সত্যি সত্যি প্লাবন এলো। মানুষ, গবাদি পশুসহ প্রচুর সম্পদ ধ্বংস হলো। তখন সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কী করে এটা জানলেন? বৃদ্ধ বললেন, আমি দেখছিলাম পিঁপড়ের সারি ক্রমে ওপরের দিকে যাচ্ছে। পিঁপড়ে প্লাবনের আভাস পায়। এটা তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই একটি জৈবিক ব্যবস্থা। মাও সেতুং বিষয়টি জানলেন এবং হোয়াংহো নদীপাড়ের মানুষদের নিয়েই চীনের দুঃখ বলে পরিচিত হোয়াংহো সমস্যা সমাধানে ব্রতী হলেন।

দেশের উন্নয়নে অভিজ্ঞ মানুষদের অংশগ্রহণ নেই এবং সরকারে যাঁরা থাকেন, তাঁরা তা মনেও করেন না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিকল্পনা কমিশনে সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার একটা অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদদের নিয়েই তৈরি হয়েছিল প্ল্যানিং কমিশন। কিন্তু বর্তমানে আমলারা তা দখল করে ফেলেছেন।

আজকে যদি জার্মান সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে তিনি হয়তো বলবেন- তোমাদের দেশে সেনাশাসন নেই। কিন্তু প্লাবন ও দুর্যোগের অবসান তো হলো না!

মামুনুর রশীদ: নাট্যব্যক্তিত্ব। সমকাল এর সৌজন্যে

বারী সুপার মার্কেট

BARI SUPERMARKET

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

GUARANTEED HALAL حلال FOOD QUALITY

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.

Your Health Our Care

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না

. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন

. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

সবুজ জ্বালানির পক্ষে

ড. আতিউর রহমান

হঠাৎই বিদ্যুৎ নিয়ে 'হতাশা ও আতঙ্কে'র ছড়াছড়ি দেখে খানিকটা বিস্মিত হচ্ছি। এই কয়েক দিন আগেই সারা দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসংকট এতটা গভীর ছিল না। কভিড-১৯-এর আক্রমণে বেহাল থেকে বিশ্ব অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে তখনই হঠাৎ করে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের শুরু। এর প্রভাবে অন্য অনেক দেশের মতো আমাদেরও বেশ বিপদে পড়তে হয়েছে।

নিঃসন্দেহে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের আঘাত এই খাতে বাড়ছে। কিন্তু চ্যালেঞ্জকে সম্ভাবনায় রূপান্তরের ঐতিহ্যও তো বাংলাদেশের রয়েছে। জন-আলাপটিকে সেদিকে ধাবিত না করে অনেকেই অযথা নিরাশার বাণী ছড়াচ্ছেন দেখে অবাক হয়েছি। নিঃসন্দেহে সময়টা এখন খুবই অনিশ্চিত। তাই দরকার আরো বেশি বিচক্ষণতার ও সুস্থিতির। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সবাই মিলেই এই সংকটের মোকাবেলা করা দরকার।

বিশ্ববাজারে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রভাবে বিশ্বের প্রায় সব মুদ্রার বিপরীতে ডলারের দাম বাড়ছে তো বাড়ছেই। সেই কারণেও জ্বালানি আমদানির মূল্য দেশি মুদ্রায় আরো বাড়ছে। আবার বিপুল বাণিজ্যিক ঘাটতির কারণে চলতি হিসাবেও বড় ধরনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তাই লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর চাপ পড়েছে। এ কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতে থাকায় ডলারের সরবরাহেও চাপ পড়ছে। সব মিলে বৈদেশিক খাতের অর্থনীতির পরিস্থিতি বেশ জটিল রূপ ধারণ করেছে।

আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হলো জ্বালানি তেল ও গ্যাস। প্রতিবছর এই খাতে সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। সার্বিক আমদানি মূল্য আয়ত্তের মধ্যে থাকায় এত দিন জ্বালানি তেল ও গ্যাস কিনতে আমাদের তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্য আর আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের বিদেশি মুদ্রা ও দেশি মুদ্রায় এ খাতে অর্থ জোগানে সমস্যা তৈরি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরো বিষয়টিই খোলামেলাভাবে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। বিদ্যুৎ চাহিদার বিপরীতে নিজেদের সক্ষমতা, অর্থের উৎসড় সবই খোলাসা করে বলেছেন। একই সঙ্গে এই সংকট মোকাবেলায় সবাইকে সম্পৃক্ত হওয়ার কথাও বলেছেন। সেই সঙ্গে সংকট মোকাবেলায় বিদ্যুৎ লোড শেডিং ও কৃচ্ছ্র সাধনের কথাও বারবার বলেছেন। সংকট মোকাবেলায় অফিস টাইম কমিয়ে আনা, বিপণিবিতানগুলো অনেক রাত পর্যন্ত খুলে না রাখাড়এই ধরনের বিষয়গুলোও ঠিক করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এই সংকটের উৎস অনুধাবন করতে বলেছেন। তা থেকে বাঁচার উপায়গুলোর কথাও বলেছেন। তিনি এও বলেছেন যে সামনে আরো বড় ধরনের মন্দার আঘাত বা সংকট তৈরি হতে পারে। সময়োচিত এই সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি সবাইকে মানসিকভাবে সংকট মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছেন। তিনি কিন্তু কোনো আতঙ্কের কথা বলেননি। শুধু সাবধানী হতে বলেছেন।

আন্তর্জাতিক বাজারে যে এলএনজির দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এটি বোধ হয় কারো অজানা নয়। স্পট মার্কেট থেকে কিনে এই মুহূর্তে এলএনজি আমদানি করতে গেলে সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়। তাই আপাতত সরকার এলএনজির পথে পা বাড়াতে চাচ্ছে না। সামনে বৈশ্বিক মন্দাও আরো তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই বলে রিজার্ভের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে যা খুশি তা-ই বলা একেবারেই উচিত হচ্ছে না। বরং এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে আইএমএফসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে কম সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ উদ্যোগ সরকার নিয়েছে, সে কথা স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন রয়েছে। আগেভাগে আইএমএফের সহায়তা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার উপযুক্ত কাজই করেছে। এর ইতিবাচক প্রভাব লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর পড়তে বাধ্য। বিদ্যুৎ বিভাগের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য মতে, এ বছরের ১৬ এপ্রিল সর্বোচ্চ ১৪ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। গত ১৩ বছরে বিদ্যুৎ খাতে অনেক বড় ধরনের পরিবর্তনও আমরা দেখতে পাই। এর মধ্যে অন্যতম হলোড় বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, সঞ্চালন লাইন বৃদ্ধি, গ্রিড সাবস্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন বৃদ্ধি। এ বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত দেওয়া তথ্য মতে, বিদ্যুতের গ্রাহকসংখ্যা বর্তমানে চার কোটি ৩৭ লাখ। ২০০৮ সাল পর্যন্ত এটি ছিল এক কোটি আট লাখ। আবার সেচ সংযোগসংখ্যাও গত ১৪ বছরে বেড়েছে কয়েক গুণ। ২০০৮ সালে সেচ সংযোগসংখ্যা ছিল দুই লাখ ৩৪ হাজার। বর্তমানে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার লাখ ৭৩ হাজার।

বাংলাদেশে গত এক যুগে আমরা বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন দেখতে পেয়েছি। এ বছরই আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা দ্বিগুণ হয়। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস সরকার দিতে পেরেছিল সেই শক্তিবলেই। কিন্তু নয়া বিশ্ব বাস্তবতায় আমাদের নতুন করে এই খাতটি নিয়ে ভাবতে হবে। এখন যে অবস্থা সেখানে বিকল্প ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বিজ্ঞের কাজ। আর এ প্রসঙ্গেই সবুজ জ্বালানির বিষয়ে আসি। এ বিষয়ে আমরা সবাই অবগত। গত বছরের ডিসেম্বরে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলে তখনো এ বিষয়টি নিয়ে অনেক গুরুত্বের সঙ্গে আলাপ হয়। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের পক্ষে জনমত ক্রমেই বাড়ছে। সারা বিশ্বে সবুজ জ্বালানির উৎপাদন ও বিতরণ বেশ বেড়েছে। প্রযুক্তির কল্যাণে এর দামও উল্লেখযোগ্য হারে কমে চলেছে।

বেশ আগেই 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা দশক ২০৩০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আগে আমরা দেখেছি ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম বাতিল করতে। এর বদলে সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুচালিত বিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ওপর এখন গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। আমরা দেখছি আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে অনেক বেশি জোর দিয়েছে। আর ইউরোপে তো দিন দিনই এর বেশি বেশি প্রসার ঘটেছে। কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে এক সম্মেলনে একজন প্রবাসী বাঙালি বিজ্ঞানী জানালেন যে বাংলাদেশের উপকূলে বিপুলসংখ্যক বায়ুচালিত বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। প্রযুক্তির উন্নতির কারণে এখন একেকটি উইন্ডমিল থেকে ছয় মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ সহজেই উৎপাদন করা সম্ভব। বিকল্প জ্বালানি হিসেবে আমরা আরো অনেক উৎসর কথা জানি। বিশেষ করে সৌরশক্তিকে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিকে এখন সবচেয়ে সহজ, সাশ্রয়ী, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বলে মনে করা হয়। নবায়নযোগ্য এই জ্বালানি তাই সারা বিশ্বেই এখন জনপ্রিয়। অধিক কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনতে বড় বড় দেশ এই সাশ্রয়ী জ্বালানি উৎপাদনে বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। ২০২০ সালের প্রথমার্ধে বৈশ্বিক বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদিত হয়েছে বায়ু ও সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে। বাংলাদেশেও এর সাফল্যজনক উৎপাদন অভিজ্ঞতা রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ৬০ লাখ সৌরবিদ্যুতের ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বে এটাই সর্বোচ্চ ইউনিট স্থাপনের রেকর্ড। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে মেটানোর লক্ষ্য সরকার ঘোষণা করেছে।

সোলার হোম সিস্টেম এখন আমাদের দেশেও বেশ জনপ্রিয়। তবে গত কয়েক বছরে এটি নিয়ে যত কাজ হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, তা কমে আসে আমাদের কিছু ভুল কৌশল ও ব্যবস্থাপনার কারণে। দেশের সব প্রান্তে পল্লী বিদ্যুৎ পৌঁছানোর চেষ্টা না করাই ভালো ছিল। ওই সব এলাকায় সোলার হোম বা মিনি গ্রিড পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়ার লোভে 'আমও গেল ছালাও গেল' অবস্থা এখন। সোলার হোম সিস্টেম এ দেশে প্রয়োগ শুরু হয় আশির দশক থেকে। পরবর্তী সময়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কম্পানি (ইডকল) এই কর্মসূচিকে ব্যাপক আকারে গ্রহণ করে। এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মসূচি। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এখানে বড় ধরনের অর্থায়নের সুযোগও রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি যে ২৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরি করেছে তার এক-পঞ্চমাংশ ইডকলকে দেওয়া হোক সোলার সেচ প্রচলনের জন্য। আমরা দেখেছি ইডকলের সহযোগিতায় গ্রামীণ শক্তি, ব্র্যাক, সৃজনী, আরএফডিসহ অনেক এনজিও দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। কোনো কোনো এনজিও দুর্গম চর এলাকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলেও বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত করেছে। এই খাতে আমাদের অগ্রগতি ও অবস্থান খুব একটা খারাপও ছিল না। রিনিউয়েবল ২০২০ গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট মতে, সৌরপদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নেপালের পরই ছিলাম আমরা। অন্তত আমরা ৮ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, নেপাল যেখানে ১১ শতাংশ উৎপাদন করে শীর্ষে ছিল। সোলার হোম সিস্টেমের কল্যাণে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় চলে এসেছে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

অভিবাসন: রক্ষকই যখন ভক্ষক

শাহানা হুদা রঞ্জনা

একজনকে উড়োজাহাজে তুলে দেওয়ার জন্য খুব ভোরে বিমানবন্দরে গিয়েছি। বাংলাদেশ বিমানের কাউন্টারের সামনে ব্যাপক ভিড়। বেশিরভাগই অভিবাসী শ্রমিক ভাই-বোনেরা। তাদের অনেকেই ঘুমাচ্ছেন, কেউ ফোনে কথা বলছেন, কেউ বসে আছেন।

তারা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন এবং তাদের ফ্লাইটের সময়ও ভিন্ন। সেখানে অপেক্ষায় ছিলাম আমার যাত্রীর চেকইন হয়ে গেলে ফিরে আসবো ভেবে। ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে যেখানে বসে ছিলাম, তার চারপাশে প্রায় ২০ জন যাত্রী বসে ছিলেন। তাদের সামনে ট্রলিতে মালামাল। হঠাৎ দেখলাম, টাইট করে বাধা বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে রক্ত মেশানো পানি গড়িয়ে পড়ে মেঝে সয়লাব হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম,ভাই এই ব্যাগটা কার? কী আছে এতে? দেখেন রক্তের পানি গড়িয়ে পড়ছে।

এই কথা শুনে ধরমর করে এক যাত্রী ঘুম থেকে উঠে বললেন,ও আল্লাহ, ইডাতো আমার ব্যাগ। ওই ব্যাগো করি আমি মাছ, গোশত নিয়া আইছি সুনামগঞ্জ থাকি।

বিস্মিত হয়ে বললাম,সেকি, আপনি এভাবে কাঁচা মাছ, মাংস নিয়ে যাবেন প্লেনে? কাঁচা মালামাল প্লেনে তুলবেই না।

তিনি সৌদি আরব যাবেন এবং বিকেল সাড়ে ৩টায় ফ্লাইট। আগেরদিন বিকেলে সুনামগঞ্জ থেকে বাসে রওয়ানা দিয়ে ভোররাতে বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছেন। তখন সময় ভোর সাড়ে ৬টা।

ভদ্রলোক ব্যাকুল হয়ে তার ব্যাগটি খুললেন। এরমধ্যে আশেপাশের অন্যান্য যাত্রীরা ভিড় করে দাঁড়ালো তার চারপাশে। এক যাত্রী বললেন,আপনের মাছ সব পইচ্চা যাইবো। আপনে রাইন্ধা আনলে ঠিক থাকতো। এইগুলান হালায় দ্যান।

ভদ্রলোক খুব মন খারাপ করে ব্যাগ থেকে এক বাক্স ছোট মাছ, আর এক বাক্স কাঁচা গরুর মাংস বের করলেন। এগুলো বরফ চাপা দিয়ে ব্যাগে মুড়িয়ে আনলেও প্রচণ্ড গরমে বরফ অর্ধেক গলেই গেছে। তার ব্যাগের অন্যান্য কাপড়েও এই পানি লেগে গেছে।

কষ্ট লাগলো। বেচারা এই প্রথম বিদেশে যাচ্ছেন। কষ্ট করে তার জন্য মাছ, মাংস কেটে-বেছে দিয়েছে বাসা থেকে। কিন্তু কীভাবে নিতে হবে জানেন না বলে নিতে পারলেন না। তিনি জানালেন, কেউ তাকে বলেও দেয়নি কী নেওয়া যাবে, কী নেওয়া যাবে না। এমনকি তিনি জানেনও না, বিদেশে পৌঁছে ঠিক কতদিন পর কাজে যোগ দিতে পারবেন। তাই কিছু চাল, ডাল, গুড়, চিড়াও নিয়েছেন সঙ্গে।

এটাই আমাদের অভিবাসী শ্রমিকদের গড়পড়তা অবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু না জানিয়ে তাদেরকে উড়োজাহাজে তুলে দেওয়া।

এই মানুষগুলোই কিন্তু এগিয়ে গিয়ে কাজ করছেন বিশ্ববাজারে। কখনো জয়ী হয়েছেন, কখনো পরাজিত অথবা প্রতারিত হয়েছেন। কখনো বরফ চাপা পড়ে বা কাভার্ডভ্যানে আটকা পড়ে মারাও গেছেন, কিন্তু থেমে যাননি।

প্রমাণিত হয়েছে, ভয়াবহ বৈশ্বিক মন্দা ও দেশের আর্থিক দুরবস্থায় বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারে একমাত্র তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স। এর আগে করোনাকালে যখন দেশের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন এই রেমিট্যান্স যোদ্ধারাই আমাদের বাঁচিয়েছিল। দেশের উন্নয়নে ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণে আমরা চাইছি বৈধ পথে অধিক রেমিট্যান্স। অথচ অভিবাসীদের নিরাপদ অভিবাসনে নানাবিধ বাধা রয়েই গেছে।

সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে মানবপাচারে জড়িত সরকারি সংস্থা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) উচ্চপদস্থ কিছু কর্মকর্তা। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল জনশক্তি রপ্তানিতে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিকার এবং প্রতিরোধের জন্য। এখন সেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি চক্র যোগসাজশে জড়িয়েছেন মানবপাচারের মতো অপকর্মে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে,

রক্ষকই এখন ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণমাধ্যমে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। অবশ্য এই জালিয়াতি করেও অভিযুক্ত অপরাধীরা নির্বিঘ্নে চাকরি করে যাচ্ছেন। প্রতিবেদন হওয়ার আগে কেউ ভাবতেই পারেনি বিএমইটির কিছু অসাধু মানুষ এত বড় অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িত।

অভিযোগ শুনেছিলাম যে রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালালরা চাকরি না দিয়েই ভুয়া স্মার্ট কার্ডে কর্মীদের বিদেশ পাঠিয়েছে। আমাদের দেশের অদক্ষ, কম পড়াশোনা জানা, সরল এবং সর্বোপরি দরিদ্র মানুষ এদের হাত ধরে বিদেশে যাচ্ছেন এবং চরমভাবে প্রতারিত হয়ে ফিরেও আসছেন। মানুষ হারাচ্ছেন তাদের ভিটেমাটি, সম্পদ, জড়াচ্ছেন ঋণের জালে।

বিদেশে গিয়ে কাজ করে একটু ভালো থাকবেন, পরিবারকে ভালো রাখবেনড় এই আশা বুকে নিয়ে তারা ছুটে যান। বিদেশের রাস্তাঘাট, গরম-ঠাণ্ডা, আবহাওয়া, খাদ্য ব্যবস্থা কিছুই জানেন না। এমনকি হয়তো এটাও জানেন না যে তাদের পাঠানো টাকাতেই বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে।

কিন্তু সরকার শ্লোগান দেয়,ওঅভিবাসীর ঘামের টাকা, ঘুরায় দেশের অর্থনীতির চাকা। এই অসহায় দরিদ্র মানুষগুলোর পেটে যেসব সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা লাথি মারছে, কেন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না? বিএমইটির কতিপয় কর্মীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়ার পরেও কেন চোখ বন্ধ করে আছে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়?

নকল কার্ড নিয়ে অভিবাসীরা আরব আমিরাতসহ মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ গিয়েছেন। তারপর সেখানে জেল খেটেছেন, মার খেয়েছেন, কাজ পাননি, না খেয়ে থেকেছেন এবং শেষপর্যন্ত গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছেন। সরকারি এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করছেন।

এদিকে আমরা মুখ হা করে বসেছিলাম এবং এখন আরও বড় হা করে বসে আছি যে কীভাবে দেশে রেমিট্যান্স বাড়বে। সংবাদমাধ্যমে চোখ রাখলেই দেখা যায়, প্রতিদিন রেমিট্যান্সের হিসাব। প্রবাসীরা কত রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন, কখন বাড়ছে, কখন কমছেড় এগুলো আমাদের সরকারের জন্য খুব জরুরি খবর। কিন্তু সরকারের মধ্যে থেকেও যারা এই অসহায় মানুষগুলোকে প্রতারিত করছে, তাদের কি শাস্তি হচ্ছে? প্রতারণার মাধ্যমে মানবপাচার একটি জঘন্য অপরাধ। যদিও অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা, অধিকার বাস্তবায়ন ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সরকার আইন করেছে। কিন্তু অনেক আইনের মতোই এই আইনও রয়ে গেছে পুঁথিতে, প্রয়োগ নেই। প্রয়োগ থাকলে খোদ প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছে, এরপরেও অভিযুক্তরা কেন শাস্তি পাচ্ছে না? সেখানে সবার নাম আছে, কে কী অপরাধ করেছে তাও বলা আছে। তাহলে মন্ত্রণালয় কেন তাদের অধীনস্থ সংস্থা বিএমইটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে চুপচাপ আছে?

ইউরোপীয় কমিশনের তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালের ২২ জুলাই বিবিসির এক সংবাদে বলা হয়েছে, এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে প্রবেশ করেছে ৬৫ হাজারের বেশি মানুষ। অভিবাসন সংস্থাগুলোর তথ্যানুযায়ী, প্রতি বছর গড়ে ৫ হাজার মানুষ বাংলাদেশ থেকে এভাবে উন্নত দেশগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের অনেককেই নেওয়া হয় ফুসলিয়ে। এমনকি শিক্ষিত তরুণরাও ভালো জীবনের আশায় এই পথে পা রাখছেন।

শোনা যাচ্ছে, এসব অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি ও সরকারি কর্মচারীদের ছলচাতুরীর সঙ্গে মানবপাচারের উপায় হিসেবে যোগ হয়েছে প্রযুক্তি। ইতালি, লিবিয়ার মতো দেশের কিছু অসাধু গ্রুপ স্থানীয়দের মাধ্যমে শিক্ষিত তরুণদের টার্গেট করছে। পুলিশ ও অভিবাসন কর্মীরা বলছেন, শিকার ফাঁদে ফেলতে

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

ঋষির কপালে দুঃখ আছে

চিররঞ্জন সরকার

অনেক নাটকীয়তার পর ব্রিটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাকের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়ার পালা। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসের চরম অস্থিরতা ও নজিরবিহীন অর্থনৈতিক সংকটের সময় দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন তিনি।

নানা কারণেই ঋষি সুনাকের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। পৃথিবীর সব দেশের, সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের আবাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে এখনও ধর্মীয় রক্ষণশীলতা রয়ে গিয়েছে। সেখানে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হলেও প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি পদে কোনো হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ের কাউকে কখনও দেখা যায়নি।

আমেরিকান ও ব্রিটিশরা মুখে যত বড় বড় বুলিই উচ্চারণ করুক না কেন, তাদের অনেকে এখনও রক্ষণশীল মানসিকতা ধারণ করেন। আমেরিকানরা 'অশ্বেতাঙ্গ'কে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মানলেও এখনও একজন নারীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। তাদের এই মানসিকতার কারণেই হিলারি ক্লিনটন শেষ পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ব্রিটিশরা নারীর ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করলেও ধর্ম ও কালো-সাদা প্রশ্নে যথেষ্ট 'বর্ণবাদী'। 'সাদা চামড়া'র বাইরে সেখানে কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারেনি। এই রক্ষণশীল মানসিকতার কারণে প্রথম দফায় ঋষি সুনাকেরও ভাগ্যের শিকে ছেড়েনি। বরিস জনসন ইস্তফা দেওয়ার পরে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কনজারভেটিভ মন্ত্রীদের সব থেকে পছন্দের প্রার্থী ছিলেন এই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু দলের সাধারণ সদস্যদের ভোটাভুটিতে লিজ ট্রাসের কাছে হেরে যান তিনি। তার হারের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওই সময় অনেকেই বলেছিলেন, 'হিন্দু' পরিচয়ই সুনাকের সামনে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে তাকে বাদ দিয়ে লিজ ট্রাসকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর কোনো যুক্তি ছিল না। সব দিক থেকেই ঋষি সুনাক ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। বরিস জনসনের আমলে চ্যান্সেলর ও অর্থমন্ত্রী থাকাকালে তিনি যেভাবে মন্ত্রণালয় সামলেছেন, কোভিড পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ধরে রেখেছিলেন, তাতে তাকেই সেধে প্রধানমন্ত্রী বানানোর কথা ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা তা করেনি। তারা বেছে নিয়েছিলেন তুলনামূলকভাবে লো-প্রোফাইলের ব্যক্তিত্ব লিজ ট্রাসকে। ট্রাস ৪৫ দিনও টিকতে পারেননি। ট্রাসের কাছে পারাজিত ঋষি সুনাককেই এবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা হয়েছে। এর কারণ কী? ব্রিটিশরা এত দ্রুত কী করে তাদের রক্ষণশীল মানসিকতা ঝেড়ে ফেললেন?

আসলে রক্ষণশীলতা তাদের এখনও আছে। কিন্তু তারা এখন বড় বিপদে পড়েছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে ঋষিকে পছন্দ করা ছাড়া আপাতত অন্য কোনো বিকল্প নেই। কারণ ঋষি নিজ যোগ্যতায় অপরিহার্য নেতায় পরিণত হয়েছেন। ভঙ্গুর অর্থনীতি সামাল দিতে ট্রাসের 'টোটকা' যে ব্যর্থ হতে চলেছে, তা তিনি ওই সময়েই ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন। তা-ই বাস্তবে ঘটে যাওয়ায় এখন অধিকাংশ নেতাই নিজেদের ভুল মেনে নিয়েছেন। তারা এখন বুঝতে পারছেন, আসলে ঋষিই পারবেন এই সঙ্কট থেকে মুক্তি দিতে। তাই, এই পরিস্থিতিতে আর ঋষির অশ্বেতাঙ্গ বা 'হিন্দু পরিচয়' বড় হয়ে দাঁড়ায়নি। এই প্রথম ব্রিটিশরা সত্যিকার অর্থেই প্রমাণ দিয়েছেন যে, তারা মেধা ও বৈচিত্র্যে বিশ্বাস করে!

ঋষি সুনাক যখন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন, তখন যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে উথাল-পাথাল অবস্থা চলছে। ছয় বছরে পাঁচজন প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছেন। এর মধ্যে ব্রেক্সিটের কারণে সরে যেতে হয়েছে ডেভিড ক্যামেরন, থেরেসা মে-কে। ২০১৯ সালে বিপুল ভোটে প্রধানমন্ত্রী হন বরিস জনসন। তিনি ব্রেক্সিট ইস্যু সফলভাবে মোকাবিলা করলেও করোনা নিয়ে সমালোচনার শিকার হন। সামাজিক দূরত্ব না মেনে পার্টির আয়োজন করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন 'খামখেয়ালি' বরিস। এ ঘটনার জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে এবং জরিমানা দিতে বাধ্য হন। তাতেও শেষ রক্ষা হয় না। তীব্র অসন্তোষের মুখে শেষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এর পর চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে বরিসের স্থলাভিষিক্ত হন লিজ ট্রাস। তিনি মূলত ধনীদের কর কমিয়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু ১০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, পাউন্ডের পতন, বন্ধকের হার বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণগুলো ট্রাসকে অথই সাগরে ফেলে দেয়। এর মধ্যে একটা 'মিনি বাজেট' ঘোষণা করে সেখানে করপোরেশন কর কমানো, সবার জন্য প্রযোজ্য আয়করে ১ শতাংশ ছাড় এবং জাতীয় বিমার চাঁদা বাড়ানোর আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ব্যাংকারদের বোনাসের সীমা তুলে দেওয়া হয়। এসব সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চরমে ওঠে। ওই বিক্ষোভের জেরেই শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয় তাকে।

আসলে ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা, দুর্বল নেতৃত্ব, দলীয় ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দেশের ওপরে স্থান দেওয়া, রাজনৈতিক মেরুকরণ, জনপ্রিয় ভাবনা থেকে অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি কারণে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতার মেয়াদ পূরণ করাটাই এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন ও আমেরিকার অত্যন্ত নামাজাদা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা ধনাঢ্য রাজনীতিবিদ ঋষি সুনাকের দিকে ব্রিটিশ জনগণ তাকিয়ে আছে।

তরুণ তুর্কি হিসাবে কনজারভেটিভ পার্টিতে একজন জনপ্রিয় মুখ। বরিস জনসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর একনিষ্ঠ সমর্থন ছিলেন। 'ইরোপিয়ান ইউনিয়ান' থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে প্রচারে তিনি বরিসের সঙ্গী ছিলেন। করোনাভাইরাস মহামারীর সময় ব্যবসায়ী এবং কর্মচারীদের জন্য বিপুল অর্থমূল্যের আর্থিক প্যাকেজ তৈরি করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সেই সময় তার দলের ওয়েবসাইটে তাকে 'পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

তবে রাজনীতি এসে একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন ঋষি। ব্রিটেনের সংসদের নিম্ন কক্ষ 'হাউস অব কমন্সে' শপথ নেন গীতা নিয়ে। কোভিড বিধি না মেনে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে (প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন) যে পার্টির ডাক দেন বরিস, সেখানে অংশগ্রহণ করে তিনিও বিতর্কিত হন।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

জনসন ও ট্রাস থেকে কতটা আলাদা ঋষি সুনাক

বিল এমমোট

এ এক বিরাট স্বস্তির বিষয়। ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি তার নতুন নেতা হিসেবে একজন মেধাদীপ্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছে। ঋষি সুনাকের নির্বাচন ব্রিটেনকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বকনিষ্ঠ (৪২ বছর বয়সে) প্রধানমন্ত্রী বেছে নেওয়ার গৌরব দিয়েছে। একই সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আধুনিক সময়ের ব্রিটেনের সবচেয়ে ধনী প্রধানমন্ত্রীও তিনি। কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় কথা হলো, তিনি বরিস জনসন কিংবা লিজ ট্রাসের মতো নেতা নন।

বোঝাই যাচ্ছে, ঋষি সুনাকের কাজ খুব সহজ হবে না। কিন্তু মেহেরবানি করে আমাদের, মানে ইংরেজদের তাঁর নির্বাচনের ইতিবাচক দিকগুলোকে উদ্‌যাপন করতে দিন। কারণ, তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা বরিস জনসনের প্রত্যাবর্তনের বুলেট থেকে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছি।

তিনি যদি ফিরে আসতেন, তাহলে তা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক হতো; কারণ তখন প্রকারান্তরে এটিই প্রমাণিত হতো যে আইন ভঙ্গ করা এবং নৈতিক মূল্যবোধকে পাত্তা না দেওয়াটা এ পদের জন্য আর গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জনসনের প্রত্যাবর্তন তাঁর নিজের দলের মধ্যেও অস্বস্তি তৈরি করত। কারণ, মাত্র ১৬ সপ্তাহ আগে তিনি চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর সরকারের ৬০ জন সদস্য ইস্তফা দিয়েছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সেই পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে আবার গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেনড়এটি জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতো না।

অযৌক্তিকভাবে কিছু টোরি ঋষি সুনাককে 'সমাজতন্ত্রী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর কারণ তিনি কোভিড-১৯ মহামারির সময় চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার থাকাকালে সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে উদার আয়-সহায়তা কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন এবং অল্প কিছুদিন আগে তাঁর পূর্বসূরি লিজ ট্রাসের ব্যাপক মাত্রার কর কাটছাঁটের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে আমাদের বেশির ভাগই তাঁর এ উদ্যোগকে বুদ্ধিদীপ্ত বলে রায় দেবেন। মি. সুনাক ব্যক্তি হিসেবে শালীন এবং রাজনীতিক হিসেবে সৎ। তিনি প্রথম থেকেই ব্রেক্সিটের সমর্থক ছিলেন এবং মহামারি চলাকালে লকডাউনের বিরোধিতা করেছিলেন। হয়তো এ কারণেই তাঁকে সাধারণত ডানপন্থী হিসেবে মনে করা হয়, যদিও তিনি গোঁড়া চরিত্রের নন। তাঁকে সম্ভবত ডানপন্থী বাস্তববাদী হিসেবে বর্ণনা করাটাই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত হবে।

এর বাইরে সুনাকের প্রধানমন্ত্রী হওয়া ব্রিটিশ সমাজের পরিপক্বতাকে আরেক দফা প্রমাণ করল। সুনাকের মাবাবা ১৯৬০এর দশকের গোড়ার দিকে পূর্ব আফ্রিকা থেকে ব্রিটেনে এসেছিলেন এবং সুনাক বর্তমানে হিন্দুধর্ম পালন করেন। তাঁর এ জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় তাঁর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে বাধা হতে পারেনি।

অর্থাৎ তাঁর জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্ব বহন করেনি। এটি ব্রিটেনের জনগণের সাংস্কৃতিক পরিপক্বতাকে সামনে তুলে ধরবে। যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক রক্ষণশীল সরকারগুলোতে আফ্রিকান এবং দক্ষিণ এশীয় মাবাবার ছেলেমেয়েতে ভরে যেতে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের কেউ সফল হয়েছেন, কেউ হননি; কিন্তু তাঁদের জাতিগত উৎস তাঁদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে সামান্যই ভূমিকা রেখেছে।

সুনাকের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি একজন অতি ধনী ব্যক্তি। তাঁর ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী অক্ষতা নারায়ণমূর্তি ভারতীয় ডিজিটাল পরিষেবা সংস্থা ইনফোসিসের অন্যতম সহপ্রতিষ্ঠাতা নারায়ণমূর্তির কন্যা। সেই সুবাদে এ প্রতিষ্ঠানের মূলধনের বেশির ভাগের মালিক অক্ষতা।

ঋষি সুনাক আগে থেকেই যথেষ্ট ধনী ছিলেন। তিনি বিশ্বখ্যাত বিনিয়োগ কোম্পানি গোল্ডম্যান স্যাক্স-এ কাজ করতেন। কিন্তু অক্ষতাকে বিয়ের সুবাদে তিনি আর্থিক সমৃদ্ধির একেবারে চূড়ায় চলে যান। এটি তাঁকে সমালোচনার মুখে ফেলবে। অনেকেই বলবেন, সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই।

রক্ষণশীল টোরিরা ঐতিহ্যগতভাবে দাবি করে থাকে, তারা আইনশৃঙ্খলা এবং মূল্যবোধ অনুসরণে দৃঢ়। কিন্তু বরিস জনসনের উল্টোপাল্টা আচরণ এবং হরেদরে নিয়ম ভঙ্গ করা টোরিদের সেই দাবিকে অসম্মানিত করেছে। অন্যদিকে লিজ ট্রাসের বেপরোয়া রাজস্বনীতি এ ধারণাকে ধ্বংস করেছে যে টোরিরা অর্থনীতির নিরাপদ পরিচালক। এ দুটির যেকোনো একটি ইমেজ পুনরুদ্ধার করা সুনাকের জন্য কঠিন হবে। সেটি তিনি করতে পারবেন কি না, তা বলা যাচ্ছে না। তবে একটি বিষয় নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, সেটি হলো প্রধানমন্ত্রী সুনাকের অধীনে যুক্তরাজ্য রাশিয়ান সেনাদের ইউক্রেনের ভূখণ্ড থেকে তাড়ানোর বিষয়ে ইউক্রেনের পাশে থাকবেড়তাঁর এ বিদেশনীতিকে উভয় প্রধান রাজনৈতিক দল এবং রক্ষণশীলদের সব উপদল সমর্থন করছে।

তবে সুনাকের সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কোন পন্থায় সম্পর্ক পরিচালনা করবে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রদেশের মর্যাদাবিষয়ক সংবেদনশীল ইস্যুটি তারা কীভাবে সামাল দেবে, তা খুব স্পষ্ট নয়।

জনসন ও ট্রাস উভয়ই ডানপন্থী। ইউরোপবিরোধী টোরিদের সমর্থন ধরে রাখার জন্য তাঁরা দুজনই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে করা উত্তর আয়ারল্যান্ড চুক্তি বাতিল করার হুমকি দিয়েছিলেন। সুনাক তাঁদের চেয়ে নমনীয় কূটনৈতিক পদ্ধতির পক্ষে বলে মনে হচ্ছে; যদিও তাঁর সেই ডানপন্থীদের সমর্থনও দরকার হবে। তবে তাঁর প্রথম কাজ হবে আর্থিক বাজারকে স্থিতিশীল করা। এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত। বিল এমমোট দ্য ইকোনমিস্ট-এর সাবেক প্রধান সম্পাদক এবং দ্য ফেট অব দ্য ওয়েস্ট বইয়ের লেখক

Law Offices of

KIM & ASSOCIATES P.C

ATTORNEYS AT LAW

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Accident Cases

- ⇨ *Free Consultation*
- ⇨ *Construction Work Accident*
- ⇨ *Car/Building Accident*
- ⇨ *Birth of Disable Child*
- ⇨ *No Advance Required*

Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324
Email: m.Khalek28@yahoo.com

Law Office of Kim & Associates P.C
NY: 164-01, Northern Blvd., 2FL., Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd., # 201, Palisades Park, NY 07650

থাইরয়েড হরমোন ও হৃদরোগ

একটু কাজ করতে গেলে হাঁপিয়ে উঠছেন, বুক ধড়ফড় করছে, কাজের সময় বুকে চাপ বা ব্যথা অনুভব করছেন, শরীরে পানি জমে হাত-পা-মুখ ফুলে গেছে, শরীর ভারভার লাগে, কাজকর্মে মন বসে না ইত্যাদি হৃদরোগের অন্যতম লক্ষণ।

ক্ষুধা-মন্দা, বদহজম, সবসময় পেটে একটা ভরা ভরা ভাব, বমিবমি ভাব বা বমি হওয়া, বারবার টয়লেটে যাওয়ার প্রবণতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম ইত্যাদি পরিপাকতন্ত্রের অসুস্থতার লক্ষণ। মেজাজ খিটমিটে থাকা, খুব সহজে রাগান্বিত হওয়া, সবসময় তন্দ্রাতন্দ্রা ভাব, চিন্তাভাবনায় এলোমেলোভাব দেখা দেওয়া, খুব বেশি ঘুম হওয়া বা অনিদ্রায় ভোগা, মাথা হালকা বোধ হওয়া, মাথা ঘোরানো বা মাথাব্যথা, সব কিছুকে স্নায়ু রোগের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শারীরিক দুর্বলতা, শারীরিক অক্ষমতা, কাজকর্মে আগ্রহ কমে যাওয়া, শরীর ব্যথা, শক্তি প্রয়োগের কাজ করতে অপারগতা ইত্যাদি হলো শারীরিক কাঠামোগত অসুস্থতার লক্ষণ। বারবার প্রস্রাবের বেগ হওয়া, বেগ হলে প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা, প্রস্রাব করার পরও পেটে প্রস্রাব জমা থাকার মতো ভাব হওয়া ইত্যাদি মূত্ররোগের লক্ষণ। চর্ম রোগের লক্ষণ হিসেবে চামড়া পাতলা হয়ে যাওয়া, খসখসে হয়ে যাওয়া, পশম ঝরে পড়া, চামড়ায় দাগ পড়া, চুলকানি হওয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্ত্রীরোগের লক্ষণ যেমন, ঋতুস্রাবের সমস্যা, পিরিয়ডের সময় অত্যধিক ব্যথা অনুভূত হওয়া, অত্যধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হওয়া, বন্ধ্যত্ব দেখা দেওয়া। উল্লিখিত লক্ষণসমূহ যদিও বিভিন্ন শারীরিক সিস্টেমের (তন্ত্রের) সমস্যা কিন্তু একটি মাত্র কারণে কোনো ব্যক্তির শরীরে এগুলো পর্যায়ক্রমে বা এলোমেলোভাবে পরিলক্ষিত হতে পারে এবং তাহলো থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যা। থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যায় আরও অনেক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন- অত্যধিক গরম বা অত্যধিক ঠান্ডা অনুভূত হওয়া, শারীরিক ওজন কমে যাওয়া বা শারীরিক ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকা। থাইরয়েড হরমোন মানবদেহের প্রায় সব বিপাকীয় কর্মকান্ডের গতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলে এর অভাবে বা মাত্রা বৃদ্ধিতে শরীরের প্রায় সব সিস্টেমে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হতে পারে তবে ব্যক্তিভেদে রোগীর লক্ষণ আলাদা হয়ে থাকে। থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যার জন্য উচ্চ রক্তচাপ, অনিয়ন্ত্রিত হৃৎস্পন্দন, কার্ডিওমাইওপ্যাথি, হার্ট ফেইলুর, হৃপিন্ডের রক্তনালিতে

হাত ধুয়ে ধরলে লাভ কী?

করোনাকালে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা পেয়েছে ভিন্ন গুরুত্ব। করোনার ভ্যাকসিন থাকলেও সুস্থভাবে বাঁচতে হাত ধুয়ে জীবাণুমুক্ত থাকার বিকল্প নেই। কারণ, স্বাভাবিক সময়েও হাতে লেগে থাকা জীবাণু চোখ, মুখ কিংবা নাকের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে।

তাই, 'ইউনাইট ফর ইউনিভার্সেল হ্যান্ড হাইজিন' অর্থাৎ 'সর্বজনীন হাতের স্বাস্থ্যবিধি রক্ষায় একত্রিত হই'- এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে এ বছর পালিত হচ্ছে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস বা গ্লোবাল হ্যান্ডওয়াশিং ডে।

হাত ধোয়া প্রসঙ্গে মানুষ যাতে সচেতন হয়ে সুস্থ ও সুরক্ষিত থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই এই দিবস আন্তর্জাতিকভাবে পালন করা হয়। ২০০৮ সালের ১৫ অক্টোবর, বিশ্ব পানি সপ্তাহে সুইডেন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম এই দিবসটি পালন করে। পরবর্তীতে, জাতিসংঘ এই দিনটিকে হাত ধোয়া দিবস হিসেবে প্রতি বছর পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কারণ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণা থেকে জানা যায়, সঠিক নিয়মে হাত ধুলে শিশুদের ডায়রিয়া প্রতিরোধ হয় শতকরা ৪৪ ভাগ। এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে হাত ধোয়ার অভ্যাস রোগপ্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটি ভালো ভ্যাকসিনের চেয়েও বেশি কাজ করে। তাই, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিবছর দিবসটি পালন করা হয়। সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার প্রচলন থাকলেও এক সাবান অনেকেই ব্যবহার করে বলে করোনার ঝুঁকি এড়াতে অনেকেই বেছে নিয়েছে লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ। তবে, সাধারণ লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহারে অনেকের হাত দ্রুত শুষ্ক হয়ে যায়।

হারপেস সিমপ্লেক্স : ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন অস্ত্র

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই লড়াই করে আসছে মানুষ। তারপরও ক্যান্সার বিশ্বব্যাপী মানুষের মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০২০ সালে প্রায় ১ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

যেসব ক্যান্সারে মানুষ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে সেগুলো হলো স্তন, ফুসফুস, কোলন এবং মলদ্বার এবং প্রোস্টেট ক্যান্সার। ক্যান্সারে মৃত্যুর প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী তামাক সেবন, হাই বডি মাস ইনডেক্স, অ্যালকোহল সেবন, কম ফল ও সবজি গ্রহণ এবং শারীরিক পরিশ্রম না করা।

হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস এবং হেপাটাইটিসের মতো ক্যান্সার সৃষ্টিকারী সংক্রমণ, নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে প্রায় শতাংশ ক্যান্সারের জন্য দায়ী। প্রাথমিক অবস্থাতেই শনাক্ত করা গেলে এবং কার্যকর চিকিত্সা করা হলে অনেক ক্যান্সার থেকে নিরাময় সম্ভব।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, খুব সাধারণ একটি ভাইরাস দিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসার নতুন এক গবেষণায় বড় ধরনের সাফল্য পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা বলছেন এই ভাইরাস শরীরের ক্ষতিকর কোষকে আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

গবেষণায় দেখা গেছে এই চিকিৎসায় একজন ক্যান্সার থেকে পুরোপুরি সেরে উঠেছেন এবং অন্যদের টিউমার সঙ্কুচিত বা ছোট হয়েছে। যে ভাইরাসটি ক্যান্সারের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তার নাম হারপেস সিমপ্লেক্স। তবে ভাইরাসটি শরীরে প্রয়োগ করার আগে তাতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের আশা এই চিকিৎসার মাধ্যমে যাদের দেহে ইতোমধ্যেই ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে (অ্যাডভান্সড স্টেজ) অথবা যারা জটিল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন, রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে তাদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব।

ব্রিটেনে একজন ক্যান্সার চিকিৎসক এবং সাউথেম্ড ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের কনসালটেন্ট ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট ডা. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ভাইরাস যখন শরীরে প্রবেশ করানো হয় তখন তা খুব দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে যে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হবে তার অ্যান্টিজেন দিয়ে ভাইরাসটিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে সেটি শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতাকে চাঙ্গা করবে।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় চার বদভ্যাস

হার্ট অ্যাটাকে প্রতিদিন সারা বিশ্বে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। বয়স্কদের মধ্যে এই রোগের ঝুঁকি বেশি এমন ধারণা বেশিরভাগেরই। তবে কম বয়সীদেরও হৃদরোগ হতে পারে। চিকিৎসকরা জানিয়েছে, প্রতিদিনের কিছু বদভ্যাস বাড়িয়ে দেয় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি।

১. অতিরিক্ত লবণ, চিনি ও স্নেহপদার্থযুক্ত খাবার বাড়ায় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি। অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল ডেকে আনতে পারে বড় বিপদ। যারা আগে থেকেই এই রোগে ঝুঁকিসম্পন্ন, তাদের ডিমের কুসুম ও মাংস খাওয়া পরিহার করতে হবে।

২. শরীরচর্চার অভাব ও সারাদিন শুয়ে-বসে থাকা ডেকে আনে এই রোগ। অলস জীবনযাপনে বাড়ে ওজন, কমে পেশি ও হাড়ের সক্ষমতা। শরীরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৩. ধূমপানের ফলে শরীরে অসংখ্য ক্ষতিকর পদার্থ প্রবেশ করে। এমনকি, পরোক্ষ ধূমপানেও প্রবল ক্ষতি হয় শরীরের। রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা যায় কমে। ফলে ফুসফুসের পাশাপাশি ক্ষতি হয় সংবহনতন্ত্রেরও। এর ফলে বাড়ে হৃদরোগের ঝুঁকি।

৪. অতিরিক্ত মদ্যপান অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপের অন্যতম কারণ। অ্যালকোহল শিরা ও ধমনীর স্থিতিস্থাপকতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যা হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম প্রধান কারণ।

তবে এই চারটি কারণ ছাড়াও হৃদরোগের অন্যতম কারণ হলো সচেতনতার অভাব ও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা। যাদের উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল বা ডায়াবিটিসের মতো সমস্যা আছে।

লেবুর খোসা এতো উপকারী

লেবুর বিভিন্ন উপকারী দিকের কথা আমরা কম-বেশি সবাই জানি। কিন্তু কেবল লেবুই নয়, লেবুর খোসার বিভিন্ন উপকারী দিকও আছে, যা জানলে গৃহস্থালি থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত পরিচর্যার কাজে লাগতে পারে এটি। লেবু খেয়ে খোসাটা ফেলে দেন অনেকেই।

জানেন কি লেবুর খোসারও রয়েছে অনেক উপকার?

১) লেবুর খোসা ওজন কমাতে পারে। খোসায় থাকা 'পেকটিন' শরীরের অতিরিক্ত চর্বিকে ঝরিয়ে দেয়। তাই অনেকেই লেবুর খোসা থেঁতলে সেই রস পানিতে মিশিয়ে খেয়ে থাকেন।

২) পাতিলেবুর খোসার লিমোনেন্স ক্যান্সার প্রতিরোধেও সক্ষম। ক্যান্সার কোষ ধ্বংসেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ক্যান্সার আক্রান্তদের লেবু খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা।

৩) মানসিক চাপ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর এই লেবুর খোসা। এতে থাকা সাইট্রাস বায়োফ্লেভোনয়েড

চোখ ভালো রাখার ৭ নিয়ম

মানব দেহের সবচেয়ে মূল্যবান ও স্পর্শকাতর অঙ্গ হচ্ছে চোখ। পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য উপভোগ করার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে এই অঙ্গটি। তাই চোখের গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি যেমন কমতে থাকে, তেমনি যত্নশীল না হওয়ার কারণেও দৃষ্টিশক্তি কমতে পারে। এছাড়া, দীর্ঘ সময় মোবাইল বা কম্পিউটার স্ক্রিনে চোখ রাখলে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়াসহ আরও অনেক সমস্যা হয়। যার কারণে বর্তমান বিশ্বের বিপুল পরিমাণ মানুষই চশমা ব্যবহার করে থাকেন।

তবে কিছু কাজ নিয়মিত করলে চোখ ভালো রাখা সম্ভব। বাড়ানো যায় দৃষ্টিশক্তিও। সেগুলো হচ্ছে-

১) নিয়মিত আই চেক-আপ করান। চক্ষুপরীক্ষা চোখের অনেক বিপদ নিবারণ করে।

২) সচেতনতাই হলো চোখ রক্ষার আসল হাতিয়ার। ফলে চোখ-সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সন্দেহ হলেই সাবধান হোন।

৩) নিয়মিত সানগ্লাস পরে চোখকে অতি বেগুনী রশ্মির ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন।

৪) ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টিভি, স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

৫) শরীরের গ্লুকোজ-লেভেল ঠিক রাখুন। রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

৬) সামগ্রিকভাবে একটি হেলথি লাইফস্টাইল মেনে চলতে হবে। খেতে হবে হেলথি ডায়েট, নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে।

৭) ধূমপান ও মদ্যপান থেকে দূরে থাকতে হবে।

এ নিয়মগুলো মেনে চললেই সুফল পাওয়া সম্ভব।

কেন খাবেন ডাব

অন্য যে কোনো ফলের রসের তুলনায় ডাবের পানিতে কম ক্যালরি ও চিনি থাকায় ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। প্রতিদিন ১ গ্লাস বা ২০০ মিলি ডাবের পানি পান করলে কী কী উপকার পাবেন জেনে নিন।

ডাবের পানিতে রয়েছে পটাশিয়াম, সোডিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম। প্রাকৃতিক এনজাইম, মিনারেল ও খনিজ উপাদানে ভরপুর ডাবের পানিতে শর্করার পরিমাণ খুবই কম।এর প্রাকৃতিক এনজাইম বিভিন্ন পেটের অসুখ যেমনড় ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি দূর করে এবং শরীরে পানির ভারসাম্য রক্ষা করে।

শরীরচর্চা বা পরিশ্রমের কাজ বা রোদ থেকে ফিরে ডাবের পানি পান করলে শরীরের ক্লান্তি কমে।

ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামে ভরপুর এ পানীয় বাড়ন্ত শিশুদের হাড়ের সঠিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পূর্ণবয়স্কদের হার্ট, কিডনি ও হাড়ের জন্য এটি সমান উপকারী। এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ইলেকট্রোলাইট ত্বককে ভেতর থেকে আর্দ্র ও তরুণ রাখে। ত্বকে কোলাজেন তৈরি করে বলিরেখা ও বয়সের দাগ-ছোপ প্রতিহত করে।

যথেষ্ট পরিমাণ ফাইবারের কারণে ডাবের পানি শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া উন্নত করে।

ধুন্দল চিংড়ি

খুবই মজাদার তরকারী ধুন্দল চিংড়ি। যাদের একটু ঝাল তরকারি পছন্দ, তারা বাড়িতে অবশ্যই তৈরি করতে পারেন এই সুস্বাদু খাবার।

উপকরণ: ধুন্দল বড় সাইজের ৫টি, চিংড়ি মাছ মাঝারি সাইজের আধা কেজি, আলু মাঝারি সাইজের ২টি, আদা ও রসুন বাটা ১ চা চামচ করে, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, টমেটো বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো আধা চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়ো আধা চা চামচ, কাঁচামরিচ ৫ থেকে ৬টি, লবণ স্বাদমতো, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, গরম মসলা গুঁড়ো আধা চা চামচ ও তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি : চিংড়ি মাছ খোসা ছাড়িয়ে নিন, ধুন্দল ছিলে লম্বা করে কেটে নিন, আলু একই সাইজ করে কাটুন। এবার চিংড়ি মাছ ভেজে আলাদা করে রাখুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভাজুন। পেয়াজ লালচে হয়ে এলে একে একে মসলা দিয়ে কষিয়ে আলু দিন। আলু সেদ্ধ হয়ে এলে চিংড়ি মাছ আর ধুন্দল দিয়ে নাড়ুন। পরিমাণমতো পানি দিয়ে টমেটো বাটা, কাঁচামরিচ আর লবণ দিন। ধুন্দল নরম ও ঝোল মাখা মাখা হয়ে এলে ধনেপাতা ছিটিয়ে নামিয়ে নিন।

ঝাল ঝাল রূপচাঁদা

চকচকে রুপালি রূপচাঁদা দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি খেতেও সুস্বাদু। সামুদ্রিক এ মাছটি ঝাল ঝাল করে রান্না করে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

উপকরণ : মাঝারি বা ছোট সাইজের রূপচাঁদা মাছ ২ থেকে ৪টি, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ করে, জিরা গুঁড়ো আধা চা চামচ, টমেটো বাটা ২ টেবিল চামচ, লালমরিচ বাটা আধা চা চামচ, হলুদ-ধনিয়া গুঁড়ো আধা চা চামচ করে, কাঁচামরিচ ৪টি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ-তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি : মাছ ভালোভাবে কেটে ধুয়ে হালকা কেঁচে নিন। এবার হলুদ, রসুন বাটা অল্প মেখে হালকা ভেজে রাখুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ভাজুন, একেক করে সব মসলা দিয়ে কষান। তেল উঠলে ভাজা মাছ দিয়ে উল্টে-পাল্টে মসলা মেখে টমেটো বাটা দিয়ে নাড়ুন। লবণ, কাঁচামরিচ, ধনিয়াপাতা দিয়ে হালকা আঁচে ঢেকে রাখুন কিছু সময়। মাখা মাখা হয়ে এলে নামিয়ে নিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিকেন বিরিয়ানি

ছোট-বড় সবার খুব পছন্দের খাবার বিরিয়ানি। ছুটির দিনগুলোয় খাবার নিয়ে ছোটদের আলাদা আবদার তো থাকেই। তাই তাদের মন খুশি রাখতে তৈরি করুন চিকেন বিরিয়ানি।

উপকরণ : মুরগির মাংস টুকরো করা ১টি, আদা-রসুন বাটা দেড় চা চামচ করে, কাঁচামরিচ বাটা আধা চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়ো আধা চা চামচ, গরম মসলা গুঁড়ো আধা চা চামচ, পোস্ত দানা বাটা ১ চা চামচ, দুধ আধা কাপ, জাফরান ১ চিমটি, টকদই ১ টেবিল চামচ, বাদাম কুচি ১ টেবিল চামচ, কিশমিশ ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বেরেসতা ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো, তেল বা ঘি পরিমাণ মতো, পোলাওর চাল আধা কেজি, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ ২টা করে, কাঁচামরিচ ৭-৮টি, চিনি অল্প, পানি পরিমাণ মতো।

প্রণালি : মুরগির টুকরো ধুয়ে দইসহ সব মসলা মেখে ঢেকে রাখুন। পোলাও আলাদা রান্না করে নিন। দুধের মধ্যে জাফরান ভিজিয়ে রাখুন। এবার কড়াইয়ে তেল বা ঘি গরম করে মাখানো মাংস দিন, ভালোভাবে কষিয়ে ভাজুন, পেয়াজ বেরেসতা, চিনি ও লবণ ছিটিয়ে দিন। অল্প পানি দিয়ে ঢেকে রাখুন। মাংস পোলাও হয়ে এলে পোলাও ভাগে ভাগে সরিয়ে মাংস দিন, ওপরে বেরেসতা, জাফরান ভেজানো দুধ ছড়িয়ে বাদাম কুচি, কিশমিশ ও কাঁচামরিচ ছিটিয়ে ঢেকে রাখুন ১৫ মিনিট।

রুই-টমেটো ভুনা

মাছের ভুনা খেতে দারুণ স্বাদ। সঙ্গে টমেটো দিলে তা মাছের স্বাদ আরও বাড়িয়ে তোলে। সেই স্বাদ নিতে চাইলে রুই টমেটো পুরপুরি রান্না করে খেতে পারেন।

উপকরণ : রুই মাছের বড় টুকরো ৫ থেকে ৬টি, টমেটো টুকরো ২ কাপ, টমেটো পেস্ট ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, রসুন বাটা দেড় চা চামচ, জিরা বাটা আধা চা চামচ, লাল মরিচ বাটা আধা চা চামচ, হলুদ আর ধনিয়া গুঁড়ো আধা চা চামচ করে, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, টমেটো সস ১ টেবিল চামচ ও তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি : রুই মাছের বড় টুকরোগুলোকে ছোট টুকরো করে নিন। এবার পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভাজুন, লালচে হয়ে এলে মসলাগুলো একেক করে দিয়ে কষিয়ে নিন। টমেটো টুকরো দিন। টমেটো নরম হয়ে গলে গেলে মাছ দিয়ে নাড়ুন। লবণ ছিটিয়ে হালকা আচে ঢেকে রাখুন কিছু সময়। তেল উঠলে টমেটো পেস্ট আর ধনেপাতা কুচি দিন। মাছ নরম হয়ে এলে টমেটো সস দিয়ে নামিয়ে নিন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

আইএমএফের ঋণ: আলোচনায় সংস্কার, রিজার্ভ

১২ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ে মুখপাত্র আবুল কালাম আজাদ বলেন, আইএমএফ মিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের আলোচনা চলবে। দেড় বিলিয়ন করে মোট সাড়ে ৪ বিলিয়ন বা ৪৫০ কোটি ডলারের আইএমএফ ঋণ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, আইএমএফের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে প্রথমদিনের মিটিং হয়েছে। এ ছাড়া তারা আগামী ৩০ ও ৩১শে অক্টোবর এবং ২রা ও ৮ই নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক করবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনায় ঋণ পাওয়ার বিষয়ে আইএমএফ কোনো শর্ত দেয়নি। তবে আর্থিক খাতের সংস্কার, নীতি ও ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ডলারের বিনিময় হার প্রসঙ্গে মুখপাত্র বলেন, ডলারের বিনিময় হার প্রসঙ্গে কথা হয়েছে। বৈঠকে প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ডলারের বিভিন্ন রেট সম্পর্কে জানতে চায়। জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের রেট (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) ৯৭ টাকা আর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর রেট বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, যেকোনো দেশেই ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে আইএমএফ নীতিগত কিছু সংস্কারের শর্ত দিয়ে থাকে। অনেক সময় এমন কঠোর শর্ত দেয়া হয়, যার বাস্তবায়ন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। আইএমএফের সঙ্গে এ ঋণের আলোচনা শুরু হয়েছে এমন সময়, যখন দেশ অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকটে রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) একটি সদস্য দেশ। এর আগে একাধিকবার এ প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশ ঋণ নিয়েছে। তবে তা কখনো ১০০ কোটি ডলারের সীমা পার হয়নি।

অর্থনীতিবিদরা বলেন, কঠোর শর্তের কারণে বিশ্বের অনেক দেশ সাধারণত আইএমএফের ঋণ নিতে আগ্রহী হয় না। কারণ এসব শর্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলোকে দেশের ভেতরে বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। তবে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শর্তের কথা জেনেও অনেক দেশ এখন আইএমএফের ঋণ সহায়তা চাচ্ছে। বাংলাদেশ তার অন্যতম।

অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, এসব শর্তের ব্যাপারে কিছুটা হলেও সরকারের সম্মতি আছে। তা না হলে তারা এতদূর যেতো না। আইএমএফের স্টেটমেন্ট দেখে মনে হচ্ছে, তারাও আশাবাদী, এখানে কিছু হবে।

এদিকে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংস্থাটির দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান রাহুল আনন্দ। গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া ১৫ দিনের এ সফরটি শেষ হবে আগামী ৯ই নভেম্বর। সফরের শেষদিনেও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে সূচি অনুযায়ী।

ঋণের বিষয়ে এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার গত ১৬ই অক্টোবর জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আইএমএফ ঋণ দিতে রাজি হয়েছে। আইএমএফ-এর কোটা অনুযায়ী- বাংলাদেশ ৭ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবে। এরমধ্যে ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ নিতে আবেদন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জন্য প্রথম পর্যায়ে দেড় বিলিয়ন ডলার ঋণ মঞ্জুর করবে তারা।- মানবজমিন

ঋষির কপালে দুঃখ আছে

২২ পৃষ্ঠার পর

এ ছাড়া ইনফোসিসে তার স্ত্রী অক্ষতা মূর্তির অংশীদারত্ব এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত আয় বাবদ অর্থের ওপর কর না দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছিল। ব্রিটেনের কর ব্যবস্থায় তার স্ত্রী অক্ষতাকে 'নন-ডোমিসাইলড' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ব্রিটেনের স্থায়ী নাগরিক যারা নন তাদের এই তকমা দেওয়া হয়।

এসব বিতর্ক ও সমালোচনাকে অতিক্রম করে মাত্র ৪২ বছর বয়সে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হয়ে নতুন ইতিহাস গড়ছেন ঋষি। অনেক বড় দায়িত্ব ও প্রত্যাশার চাপ নিয়ে এবার তাকে কুর্সিতে বসতে হচ্ছে। তার কর্মদক্ষতাই বলে দেবে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কতদিন থাকতে পারবেন। শুধু তাই নয়, তার কাজের ওপরই নির্ভর করবে আগামী সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টির ভাগ্য। তাই, দলের স্বার্থের কথা ও বেশি করে মাথায় রাখতে হবে তাকে। ওই বিবেচনায় ঋষি সুনাকের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা গৌরবের হলেও মোটেও স্বস্তির হবে না। সামগ্রিকভাবে যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেও ভালো নয়। মূল্যস্ফীতি ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। জিডিপির সংকোচন হচ্ছে। সরকারি ঋণের সুদহার বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এদিকে পাউন্ডের দরপতনের কারণে যেসব পণ্য অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করতে হয়, ওইসব পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। ডলার বা ইউরোর বিপরীতে পাউন্ডের দরপতন হলে যেসব পণ্য এসব মুদ্রায় আমদানি করতে হয়, সেগুলোর মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। এমন সময়ে তা ঘটছে, যখন ঋষি সুনাক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। বিরোধী দলগুলোও কিন্তু চুপ করে বসে নেই। শাসকদলের ক্রমাগত ব্যর্থতা ও গৃহবিবাদের সুযোগে তারা নতুন নির্বাচনের জন্য চাপ দিচ্ছে। আর দলের মধ্যে 'বিভীষণেরও' কোনো অভাব নেই। বরিস-ট্রাসরা এত সহজে ঋষিকে ছেড়ে কথা বলবেন বলে মনে হয় না। ফলে ঋষির কপালে দুঃখ আছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকেরা। তবে তিনি কোনো এক আশ্চর্য 'জাদু-মন্ত্র' বলে যদি সব প্রতিকূলতা জয় করতে পারেন, তাহলে ব্রিটিশ রাজনীতিতে অমর হয়ে থাকবেন। -বিডিনিউজ২৪.কম এর সৌজন্যে

বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ হাইড্রোজেন পলিসিতে যাচ্ছে- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

১৩ পৃষ্ঠার পর

এই চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে যে, কারণ আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধড়আমরা নবায়ণযোগ্য জ্বালানি দিতে চাই।

ইউক্রেনে যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা দেখেছেন, ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে রাশিয়া। আমরা ভাগ্যবান, এ দেশে কিছু গ্যাস আমরা উৎপন্ন করি, ২ হাজার ৩০০ এমএমসি গ্যাস। এই গ্যাস তো সারা জীবন থাকবে না! এটাও মাথায় রাখতে হবে। ভারতের গ্যাস অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। তাদের শিল্পের বিকাশ তো থেমে থাকেনি। গ্যাসের পাওয়ার প্ল্যান্ট আমরা একের পর এক করে গেছি এবং কারখানায় সংযোগ দিয়েছি। গত ১১ বছরে ১ হাজার এমএমসি গ্যাসের ক্যাপাসিটি বাড়ানো হয়েছে। কারাখানা এবং পাওয়ার প্ল্যান্টকে সাপোর্ট দিতে হয়েছে। আমাদের নিজেদের গ্যাস দিয়ে যেহেতু সম্ভব হয়নি তাই আমরা আমদানি শুরু করি। কাতার এবং ওমানের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি আছে। আমরা স্পট মার্কেট থেকেও কিনি। এখন অবিশ্বাস্য দাম, যে কারণে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। জ্বালানি খরচ সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে, সার, গ্যাস, কৃষি সব খাতে, বলেন তিনি।

সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয় কী করছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই সমস্যা সমাধানে নবায়ণযোগ্য শক্তি বিকল্প হতে পারে কিন্তু আমাদের ভূমি কোথায়! যে কারণে আমরা এখন হাইড্রোজেন পলিসিতে যাচ্ছি। আমরা জানি না, হয়তো এটাই ভবিষ্যত। অনেক দেশ ইতোমধ্যে শুরু করেছে। আমরা একটি নীতিমালা তৈরি করছি। সারা পৃথিবী এখন বিকল্প উৎস খুঁজছে। সোলার একটি উৎস তবে বাংলাদেশে এটি মূল উৎস হতে পারে না।-সুত্র ডেইলি ষ্টার

আকুর মাধ্যমে শ্রীলংকার সঙ্গে লেনদেন না করার নির্দেশ

১৩ পৃষ্ঠার পর

ছাড়াও এ জোটের বাকি আট দেশ হলোভারত, পাকিস্তান, ইরান, মিয়ানমার, ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ।এ জোটের সদস্য কোনো দেশ থেকে বাংলাদেশ যে পণ্য আমদানি করে, তার বিল দুই মাস পর পর আকুর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। একইভাবে অন্য সদস্য দেশগুলোও দুই মাস পর পর তাদের আমদানি বিল আকুর মাধ্যমে পরিশোধ করে। বাংলাদেশ সর্বশেষ আকুর বিল পরিশোধ করেছে গত অগাস্টে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে পরবর্তী বিল পরিশোধের তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।

টুইটারের নিয়ন্ত্রণ নিলেন মাস্ক, আগের কর্তারা ছাঁটাই

৬ পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার মাস্ক জানিয়ে দিয়েছেন, টুইটার কেনা নিয়ে যাবতীয় জল্পনা মিথ্যা। তিনি মানবিকতার স্বার্থে টুইটার কিনছেন। গত ২৬ অক্টোবর বুধবার টুইটারের শেয়ারের দাম বেড়েছে। মাস্ক প্রতিটি শেয়ার কিনেছেন ৫৪ দশমিক ২০ ডলার দরে। এখন টুইটারের শেয়ারের দাম তার কাছাকাছি চলে এসেছে। অক্টোবরের গোড়ায় আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, শুক্রবারের মধ্যে চুক্তি সম্পূর্ণ করতে হবে। মাস্ক প্রথমে টুইটার কিনেছিলেন এবং তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ করে টুইটার কর্তৃপক্ষ। তারা সেই অভিযোগ নিয়ে আদালতে মামলা করে। আদালতের রায়ের পর মাস্কের পক্ষে চুক্তি মানা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কারণ, নির্দেশ অমান্য করলে নভেম্বরে আবার আদালতে শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মাস্ক বলেছেন, তিনি মতপ্রকাশের অধিকারকে রক্ষা করবেন। এর ফলে অনেক টুইটার-ব্যবহারকারীর মনে আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এরপর সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকেও কি ফিরিয়ে আনবেন মাস্ক? ক্যাপিটল-কাণ্ডের পর ট্রাম্প আর কোনো টুইট করতে পারবেন না বলে জানিয়েছিল টুইটার কর্তৃপক্ষ।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

ফেরাউনের আমলা আর বাংলাদেশের আমলা

১৮ পৃষ্ঠার পর

হয়ে দায়িত্ব পালন করতেও। হাইকোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত প্রশাসনিক আমলা দ্বারা পরিচালিত মোবাইল কোর্ট আপিলের মাধ্যমে স্থগিত করিয়ে চলছে এখনো। শুধু সেটা নয় বর্তমানে দেশে পাস হওয়া প্রতিটি আইন যেখানে ফৌজদারি অপরাধ আছে সেখানে মোবাইল কোর্টকে যুক্ত করা হচ্ছে। ওদিকে 'সরকারি চাকরি আইন- ২০১৮' এর ৪১ (১) ধারাটি (কোনো সরকারি কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সহিত সম্পর্কিত অভিযোগে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হইবার পূর্বে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে) সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বাতিল ঘোষণা করেছিল হাইকোর্ট বিভাগ, কিন্তু সরকার যথারীতি আপিল করেছে বলে সেই রায় আপাতত স্থগিত আছে। অর্থাৎ আপনাকে আমাকে যেকোনো ফৌজদারি অপরাধের জন্য প্রয়োজন মনে করলে পুলিশ সরাসরি গ্রেপ্তার করতে পারলেও আমলাদের জন্য নিতে হবে 'সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি'।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই দেশের আর সব ক্ষেত্রের মানুষরা অদক্ষ, অযোগ্য এবং অসৎ কিন্তু সরকারি আমলাদের (বিশেষ করে প্রশাসনিক) দক্ষতা, যোগ্যতা আর সততার অসাধারণ সুনাম আছে আমাদের সমাজে? এই রাষ্ট্রের জনগণ কি আদৌ মনে করে এই দেশকে পুরোপুরি এই আমলাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চালালে দেশ তুলনামূলকভাবে ভালো চলবে? মোটেও না, আমরা এই দেশে যারা বসবাস করি তারা জানি আমাদের এই প্রশাসনও যেকোনো বিবেচনায় ভালো কিছু নয়। এই দেশের চেহারা দেখলে যে কেউই খুব সহজেই বুঝে যাবেন এদেশের আমলাতন্ত্রের আসল অবস্থা। তাত্ত্বিকভাবে যদি ধরেও নেই তারা অসাধারণ যোগ্য এবং সৎ, তবুও কি তাদের হাতে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে?

এটুকু জ্ঞান আমাদের আছে, একটা আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারি আমলাতন্ত্র থাকবেই। একটা সৎ, দক্ষ আমলাতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনাকে অনেক সহজ করে তোলে। কিন্তু সরকার মানেই সরকারি আমলাতন্ত্র নয়। এতে থাকবে নানা রকম স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, থাকবে অনেক নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানও। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কার্যপরিধি থাকবে এবং তারা নিজেদের মতো করে নিজস্ব পরিচালনা-পদ্ধতি ঠিক করবে। কখনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানা যদি ব্যবস্থাপনাগত সংকট দেখা দেয়, প্রয়োজনে সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। কিন্তু যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো দুর্বলতা বা অন্য কোনো সমস্যার অভিযোগ তুলে সেখানে সরকারি আমলাকে পদায়ন করা কোনোভাবেই সঠিক সমাধান নয়।

সাম্প্রতিককালে আমলাদের নিয়ে নানা ধরনের সমালোচনা বোধ করি সাবেক আমলা পরিকল্পনামন্ত্রীর অহমে আঘাত করেছিল। তখন তিনি আমলাদের অপরিহার্যতা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, এমনকি ফেরাউনও নাকি আমলা ছাড়া চলতে পারেনি। পরিকল্পনামন্ত্রী ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন- ফেরাউনেরই বরং আমলার প্রয়োজন অনেক বেশি। ফেরাউন তো ঈশ্বর ছিলেন না, মনে ইচ্ছে করলেই সবকিছু হয়ে যেতো না। ফেরাউন হোক বা অন্য যেকোন সম্রাট হোক তাকে রাজ্য চালাতে হতো আমলাদের মাধ্যমেই। কারণ সেসব রাজ্যে সেপারেশন অফ পাওয়ার্স থাকে না, রাষ্ট্র নানা অঙ্গে বিভক্ত থাকে না, রাষ্ট্রে নানা সাংবিধানিক কিংবা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান থাকে না, থাকে না রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে স্থানীয় শাসন/সরকার।

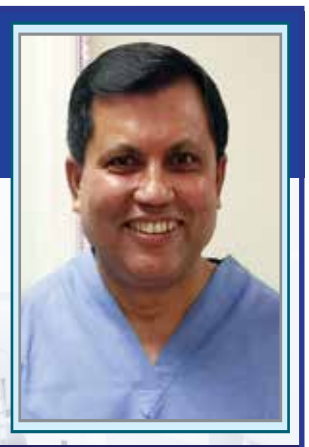

একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ফেরাউন বা অন্য কোনো সম্রাট শাসিত রাজ্য থেকে ঠিক উল্টো। এখানে সব কাজ আমলাদের করতে হয় না। তাই একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানের চেতনা অনুযায়ী সরকারি আমলাতন্ত্রের কর্মপরিধি নির্ধারণ করতে হবে এবং সেটা মেনে চলতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে দীর্ঘকাল অসাংবিধানিক, অনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ করতে দিলে সরকারি আমলাতন্ত্র সেগুলোকে তাদের বৈধ, নৈতিক ক্ষমতা বলে মনে করতে থাকবেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টি দেখেছি। তাই এই রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রকে একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী একটা চৌহদ্দি ঠিক করে দিতে হবে এখনই।- মানবজমি এর সৌজন্যে

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS CPA & Enrolled Agent এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP
Member of AICPA
naea
NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent
Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন App এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই-ফোন অথবা এনড্রয়েড ফোনে Sonali Exchange App টি ডাউনলোড করতে হবে।

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ সরকার প্রেরিত ২.৫% প্রণোদনা পাবার সুযোগ।
- ✓ বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সুযোগ।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।

লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

রিপাবলিকানদের পর নিজ দলের বিরোধের মুখে বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

মনে হচ্ছে এবং পুতিনের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি বাইডেনকে সতর্ক করার জন্য প্ররোচিত করেছে যে, বিশ্ব ৬০ বছরের মধ্যে আর্মাগেডনের সবচেয়ে গুরুতর সম্ভাবনার মুখোমুখি। কিন্তু যুদ্ধের প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র কতদিন হাজার কোটি ডলার ঢালবে, জানতে চাইলে, বাইডেন এবং তার শীর্ষ সহযোগীরা প্রায়শই বলেছেন, 'যতদিন লাগে।' কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন যে, রাশিয়া বা ইউক্রেন কেউই সরাসরি যুদ্ধে জয়ী হতে সক্ষম নয়। ফলে, যদি অদূর ভবিষ্যতে এই সঙ্ঘাতের অবসান ঘটাতে হয়, তাহলে পরিস্থিতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন হবে। সিআইএ-র রাশিয়া বিশ্লেষণ দলের সাবেক পরিচালক এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির সাবেক বিশেষ উপদেষ্টা জর্জ বিবে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেন বেশ সঠিকভাবে বলেছেন যে, যদি বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তাহলে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের পর থেকে আমরা সম্ভবত সবচেয়ে বিপজ্জনক সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তাহলে প্রশ্ন হল, এটা নিয়ে আমরা কী করব?' সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি ইউক্রেনের উপর নির্ভর করে বলার মাধ্যমে দায়িত্ব ত্যাগ করা বোঝায়। মার্কিন নেতাদের এই সমস্ত কিছুতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।'

কংগ্রেস সম্মিলিতভাবে এখন পর্যন্ত হোয়াইট হাউসকে ইউক্রেনের জন্য অনুরোধ করা প্রায় সমস্ত অর্থ এবং অস্ত্র সরবরাহ করেছে। তবে সমীক্ষাগুলি বলছে যে, ইউক্রেনের প্রতি জন্য জনসমর্থন ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। রিপাবলিকান বাইরেডনের ইউক্রেন নীতিকে চ্যালেঞ্জ করছেন। ব্যাপক খরচের কারণে কিছু রক্ষণশীল এখন ইউক্রেনের জন্য মার্কিন সহায়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন এবং কেউ কেউ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি স্পষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করছেন। পিউ রিসার্চের একটি জরিপে দেখা গেছে যে, ইউক্রেনের পরাজয়ের বিষয়ে উদ্বিগ্ন মার্কিনিদের সংখ্যা ভাগ মে মাসের ৫৫ শতাংশ থেকে সেপ্টেম্বরে ৩৮ শতাংশে নেমে এসেছে। রিপাবলিকান এবং রিপাবলিকানপন্থী স্বতন্ত্রদের মধ্যে মার্চ মাসে ৯ শতাংশ থেকে উন্নীত হয়ে সেপ্টেম্বরে ৩২ শতাংশ বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য মাত্রাতিরিক্ত সমর্থন দিচ্ছে। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীরা ইঙ্গিত দিয়েছে যে, আপাতত তারা ইউক্রেন সহায়তা প্যাকেজগুলিকে সমর্থন করবেন, তবে বাইডেন শীঘ্রই একটি কূটনৈতিক পথ অনুসরণ না করলে, এটি অব্যাহত থাকবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আমরা প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত যে, সার্বভৌম সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইউক্রেনের সরকারকে চাপ দেওয়ার জন্য এটি আমেরিকার জায়গা নয়। কিন্তুআমরা বিশ্বাস করি যে, যুদ্ধে সামরিক সহায়তার জন্য মার্কিন করদাতাদের কয়েক হাজার কোটি ডলার ব্যয়ের জন্য দায়বদ্ধ আইনপ্রণেতা হিসেবে এই যুদ্ধে এই ধরনের সম্পৃক্ততা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সমস্ত সম্ভাব্য উপায়গুলি গুরুত্ব সহকারে অন্বেষণ করার দায়িত্ব তৈরি করে।'

প্রশান্ত মহাসাগর হারিয়ে যাবে, আমেরিকা যুক্ত হবে এশিয়ার সঙ্গে!

৬ পৃষ্ঠার পর

বিশ্লেষণ করে একটি মডেল তৈরি করেছেন, সেখান থেকেই ভবিষ্যতের পৃথিবীর সম্ভাব্য ভূগঠনের একটি চিত্র তারা তুলে ধরেছেন। তাদের ঐ গবেষণার ফলাফল গত ২৮ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল সায়েন্স রিভিউ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সিএনএন।

ভূতাত্ত্বিক মতবাদ অনুসারে ভূত্বক প্রধানত সাতটি বড় ও কয়েকটি ক্ষুদ্র গতিশীল কঠিন প্লেট দিয়ে গঠিত, যেগুলো গুরুত্বলের আংশিক তরল ও উষ্ণ ম্যাগমার ওপর ভাসছে। সবসময় অবস্থান পরিবর্তনের মধ্য থাকা এসব প্লেট একটির সঙ্গে আরেকটি ধাক্কা খেলে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদিগরণের মতো ঘটনা ঘটে। 'কন্টিনেন্টাল ড্রিফট' নামের এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বহুকাল আগে সবগুলো মহাদেশ পরস্পর যুক্ত ছিল। এদের একসঙ্গে প্যানজিয়া বা সুপারকন্টিনেন্ট বলা হতো। কালের আবর্তে টেকটোনিক প্লেটগুলো দূরে সরে গিয়ে আলাদা আলাদা মহাদেশে বিভক্ত হয়।

কার্টিন ইউনিভার্সিটি ও পিকিং ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের গবেষণা সত্যি হলে ২০ থেকে ৩০ কোটি বছরের মধ্যে আবারও পৃথিবীর সব ভূভাগ পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে 'সুপারকন্টিনেন্ট' গড়তে পারে। তখন আমেরিকা এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে বলে এর নাম দেওয়া হচ্ছে অ্যামেশিয়া। গবেষক দলটির কম্পিউটার মডেল বলছে, পৃথিবীর গঠনের সময় থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর শীতল বা ঠাণ্ডা হওয়ার প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের তলদেশের টেকটোনিক প্লেটের পুরুত্ব ও শক্তি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে। আটলান্টিক কিংবা ভারত মহাসাগর সঙ্কুচিত হলে সুপারকন্টিনেন্ট গঠনের প্রাকৃতিক এই প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। বিজ্ঞানীদের দাবি, প্রতি বছর কয়েক সেন্টিমিটার করে কমছে প্রশান্ত মহাসাগর। ডাইনোসর যুগে এই সংকোচন শুরু হয়। নতুন গবেষণা মডেল বলছে, এখন প্রশান্ত মহাসাগরের যে বিস্তার, আগামী ৩০ কোটি বছরের কম সময়ে তা উধাও হয়ে যাবে।

চাঁদপুরে ক্রেতা-বিক্রেতার হাঁকডাকে সরগরম ইলিশের বাজার

৫ পৃষ্ঠার পর

এদিকে প্রথম দিনে মাছের দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেউ চড়া দামে মাছ ক্রয় করছেন আবার কেউ মাছঘাট ঘুরে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছেন। সোহেল আহমেদ নামে এক ক্রেতা বলেন, ইলিশ শিকারে টানা ২২ দিনের সরকারি নিষেধাজ্ঞার পর আজ চাঁদপুর মাছঘাটে মাছ বেচাকেনার শুরু হয়েছে। তবে প্রথম দিনে মাছের দাম বেশি থাকায় কিনতে পারলাম না।

আরেক ক্রেতা হবিগঞ্জ থেকে আসা শফিকুল ইসলাম জানান, অনেক দিন ইলিশ বিক্রি বন্ধ থাকার পর আজ থেকে আবার বিক্রি শুরু হয়েছে। তাই মাছের দাম একটু বেশি। তবে প্রথম দিনে তুলনামূলক একটু নাগালের ভেতরে আছে।

ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী শাহিন বলেন, চাঁদপুরের লোকাল মাছ এসেছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসছে। ১ কেজি ওজনের ইলিশ ১২০০ টাকায়, ৬-৭শ গ্রামের ৬০০-৭০০ টাকা করে বিক্রি করা হচ্ছে। প্রথম দিনে বেচাকেনা কম। আমরা আশা করি মাছের সরবরাহ বাড়বে। মাছ ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন বলেন, ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর আজ থেকে আবার ইলিশ বেচাকেনা শুরু হয়েছে। মাছের আমদানি ভালো। আর দাম আগের মতোই আছে। ১ কেজি ওজনের মাছ ১২০০-১৩০০ টাকা, ৭-৮শ গ্রামের ৯০০-১০০০ টাকা এবং ছোট আকারের মাছের দাম ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা কেজি।

চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান কালু ভূইয়া জানান, দীর্ঘ ২২ দিন নিষেধাজ্ঞার পর গতকাল মধ্যরাত থেকে ইলিশ ধরা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে মোটামুটি সন্তোষজনক মাছ এসেছে। দুই একদিন পর মাছের আমদানি আরও বাড়বে। - ঢাকা পোষ্ট

Sheikh Salim
Attorney At Law

Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ◘ Bankruptcy ◘ Civil ◘ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Notary Public

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

অভিবাসন: রক্ষকই যখন ভক্ষক

২০ পৃষ্ঠার পর

এখন নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সামাজিক যোগোযোগমাধ্যম। এমনকি বিদেশে আটকে রেখে পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণও হাতিয়ে নিচ্ছে তারা।

অন্যদিকে উপসাগরীয় দেশগুলোতে দক্ষ বিদেশি কর্মীর চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও এই সুযোগ হাতছাড়া করতে বসেছে বাংলাদেশ। কারণ এখনও দেশের বেশিরভাগ কর্মীই অদক্ষ কিংবা স্বল্প দক্ষ। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে বিভিন্ন খাতে। বিভিন্ন দেশ থেকে তাই দক্ষ কর্মী বাহিনী কাজের জন্য বিদেশে যাচ্ছেন। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি এখন অনেকটা পতনের মুখে। আর এই সংকটের মুহূর্তে যে পরিমাণ বৈদেশিক রিজার্ভ দেশে থাকা প্রয়োজন, সে অনুপাতে বাড়ছে না বিদেশি কর্মীর সংখ্যা।

আমাদের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে সরকার কমপক্ষে ৫০ লাখ নতুন কর্মী বিদেশে পাঠানো এবং ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক রেমিট্যান্স অর্জনের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই ৫০ লাখের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হবে দক্ষ শ্রেণীর কর্মী। কিন্তু বিগত ২ অর্থবছরে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উল্লেখযোগ্যভাবে এগোতে পারেনি সরকার। যারা বিদেশে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে ৫৭ শতাংশই অদক্ষ। ফলে এই সময়ে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে ১৫ শতাংশ।

প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সংস্কার, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন, ভালো ব্যবহার, ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হলেও, তেমন কিছুই হচ্ছে না। অথচ সামনের দিনগুলো আরও অনেক কঠিন হয়ে উঠছে। শুধু অদক্ষ অভিবাসীদের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ আর পায়ের ওপর পা দিয়ে আয় করতে পারবে না। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতেই হবে, নতুন বাজার খুঁজতে হবে এবং সেইসঙ্গে কঠিনভাবে নিরাপদ অভিবাসন চালু করতে হবে। তবে অভিবাসনে ইচ্ছুক মানুষ যখন দক্ষ ও সচেতন হবেন, তখন দালালদের দৌরাত্ম অনেকটাই কমে যাবে।

বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যাচ্ছে, বেশিরভাগ নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে বিক্রয়, বিপণন, ক্লাউড, পাবলিক সেক্টর, ডিজিটাল ব্যাংকিং, সফটওয়্যার উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক খাতে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আমাদের অভিবাসন নীতিতে বড় পরিবর্তন আনতে হবে।

বিভিন্ন দেশে নিরাপত্তা রক্ষী, ড্রাইভার, নির্মাণ শ্রমিক এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে যেমন বাংলাদেশিরা চাকরি নিচ্ছেন, তেমনটি চলুক। পাশাপাশি প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক, টেকনিশিয়ান ও কৃষিকাজ করার জন্যও স্বল্প দক্ষ মানুষ কাজ করতে থাকুক বিদেশে।

আমরা নার্স, ল্যাব টেকনিশিয়ান, গার্মেন্টস কর্মী, রন্ধন কর্মী বা বাবুর্চি, কেয়ারগিভারদের জন্যও বড় বাজার খুঁজতে পারি। বিদেশে আমাদের দূতাবাসের উচিৎ, সেখানকার বাজার বিশ্লেষণ করে কাজের উৎস সম্পর্কে বলা, যাতে নিয়োগ কর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে যোগাযোগ করা যায়।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম) প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট-২০২২ অনুসারে, আন্তর্জাতিক অভিবাসনে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ এবং ২০২০ সালে রেমিট্যান্স অর্জনে অবস্থান অষ্টম। অর্থাৎ, বিদেশে বেশি কর্মী পাঠানোর পরেও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স আয় কম হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিযোগিতায় আছে ভারত, চীন, মেক্সিকো ফিলিপাইন, মিশর, পাকিস্তান ও ফ্রান্স। ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনসহ যেসব দেশ দক্ষ জনশক্তি বিদেশে পাঠাচ্ছে, তারা বেশি রেমিট্যান্স অর্জন করছে।

দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর পাশাপাশি সাধারণ কাজ করতে যারা বিদেশে যাচ্ছেন, তাদের নিরাপত্তা বিধান করাও সরকারের দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক কর্ম বাজারে প্রবেশ করার আগে নিজের দেশেই যেন হয়রানি ও শঠতার শিকার না হয়, এটা দেখার দায়িত্বও সরকারের। তা না হলে সর্বাধিক সংখ্যায় অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণকারী দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ প্রথমদিকে থাকলেও, দেশের উন্নয়নে শ্রমিকদের অবদান স্বীকৃতি পাবে না এবং তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলোও নিশ্চিত হবে না।- শাহানা হুদা রঞ্জনা, সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

সবুজ জ্বালানির পক্ষে

২০ পৃষ্ঠার পর

পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলো। এই খাতকে মাস্টার প্ল্যানের আওতায়ও আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি গ্রামগঞ্জে সোলার স্ট্রিট লাইট প্রকল্পটির প্রসারের কথাও বলতেই হয়। নয়া বাস্তবতায় এসব উদ্যোগের কদর আরো বাড়ছে। সরকারও জাতীয় গ্রিডে সৌরবিদ্যুৎ যুক্ত করার জন্য অনেক ছোট ও মাঝারি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

কৃষি উৎপাদন খরচে একটি বড় ব্যয় সেচ। পানি না দিলে ফসল হয় না। কিন্তু ডিজেলভিত্তিক সেচপদ্ধতি এখনো সেভাবে আমরা কমিয়ে আনতে পারিনি বলেই প্রতীয়মান। অথচ সোলার ইরিগেশন পাম্প এ ক্ষেত্রে কার্যকর পরিবেশবান্ধব সমাধান হতে পারে। বরগুনা, ভোলা, কুষ্টিয়া, পাবনার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে আলাপ করে আমরা জেনেছি, এখানকার কৃষকরা সোলার সিস্টেম দিয়ে তোলা পানি ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করছেন। সেখানে তাঁরা লাভবানও হচ্ছেন। মাত্র ৩৫ লাখ টাকা দিয়ে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার চিতলিয়া ইউনিয়নে একটি কৃষক দল সমিতি করে সোলার পাম্প বসিয়ে নিজেদের মাঠে পানি দেওয়া নিশ্চিত করেছে। এই ধরনের আরো অনেক দরকার। সরকার কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতিটি যন্ত্রের মূল্যের ৫০ শতাংশ ভুর্তকি দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কম্বাইন্ড হার্ভেস্টারের জন্যই বেশি করে তা দেওয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে সোলার ইরিগেশন পাম্প বাবদ এমন বিনিয়োগের সুযোগ দিলে গ্রামবাংলায় সবুজ জ্বালানির সবুজ বিপ্লব ঘটে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। যখন সেচ চলবে না তখন ঘরে ঘরে চলে যাবে বিদ্যুৎ। এভাবেই বদলে ফেলা যায় বিদ্যুতের চালচিত্র।

এটা তো মানতেই হবে যে ধাপে ধাপে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সবুজ জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তবে বিরাট এই পরিবর্তনে তাড়াহুড়া না করে রূপান্তর প্রক্রিয়াটিকে যতটা সম্ভব মসৃণ করাই এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয় কৌশল। বিদ্যমান বাস্তবতায় সবুজ জ্বালানির দিকে যাওয়ার তাগিদ বেড়েছে। তবে এখানেও ভেবেচিন্তে এগোনোর বিকল্প নেই। ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারও অব্যাহত রাখতে হবে আরো অনেক দিন। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি যতটা সম্ভব কমাতে দেশীয় কম্পানির মাধ্যমে নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং গ্যাস উত্তোলন প্রক্রিয়ায় বাড়তি গতি সঞ্চার করতে হবে। জ্বালানি আমদানি করার ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক স্বার্থকে যতটা সম্ভব সুরক্ষা দিতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে জ্বালানি বাণিজ্য ও সহযোগিতার বিষয়েও আরো নীতিমনোযোগ কাম্য। গত আগস্টে রামপালে মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের কাজ সম্পন্ন করার যৌথ ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী। আসছে বছরের শুরুতে বাকিটুকুও সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে। প্রকল্পটি শেষ হলে আরো এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাব। নিশ্চয়ই তাতে আমাদের বিদ্যুৎ খাতের ওপর চাপ অনেকটাই কমবে। গত ২৫ অক্টোবর নেপালের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে এই মুহূর্তেই নেপাল বাংলাদেশকে ৫০-৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতে পারে। আর তাদের একটি মেগাপ্রকল্প শেষ হলে আরো বেশি বিদ্যুৎ তারা বাংলাদেশে রপ্তানি করতে পারবে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে প্রতিবেশী সহযোগী দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো আরো প্রসারিত করা গেলে বিদ্যমান সংকটের একটি টেকসই সমাধান খুবই সম্ভব। তা ছাড়া টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্রেডাকে আরেকটু সক্ষমতা ও বাজেট সহায়তা দিলে 'রুফটপ সলিউশন'সহ সারা দেশে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার গতি বেড়ে যাবে। এর সঙ্গে নেট মিটারিং ব্যবস্থাটি প্রণোদনাসহ ব্যাপক হারে গ্রহণ করলে প্রতিটি বাড়ির ছাদেই সোলার প্যানেল মানুষ নিজেই স্থাপন করবে। এভাবেই নীতি প্রণোদনা দিয়ে সাধারণ মানুষকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় যুক্ত করা গেলে জ্বালানি পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন করা নিশ্চয় সম্ভব। ড. আতিউর রহমান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

মাস্কের মালিকানাধীন টুইটারে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী সৌদিরা

৫ পৃষ্ঠার পর

কোম্পানি (কেএইচসি) ও প্রিন্স আলওয়ালিদ বিন তালাল টুইটারে ১.৮৯ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ ধরে রেখেছেন। ফলে তারা এখনো প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী। সৌদি প্রিন্স বিন তালাল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিন তালাল শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) তার টুইটার অ্যাকাউন্টে একইসাথে মাস্ককে 'চিফ টুইট' হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে কেএইচসির দীর্ঘ মেয়াদি কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যভাবেই বিক্রি চুক্তিটি হয়েছে।

বিন তালাল কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ১৬.৭ ভাগের মালিক সৌদি আরবের সবরেন ওয়েলথ ফান্ড।

২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের হিসাব অনুযায়ী, তিন কোটি ৪৮ লাখ জনসংখ্যাবিশিষ্ট সৌদি আরব হলো সর্বোচ্চ সংখ্যায় টুইটার ব্যবহারকারী অষ্টম দেশ। দেশটিতে এক কোটি ২০ লাখের বেশি টুইটার ব্যবহারকারী রয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মাস্ক বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেন যে তিনি ৪৪ বিলিয়ন ডলারে টুইটার কিনে নিয়েছেন।

টুইটারে থাকা পাখির লোগোর উল্লেখ করে মাস্ক বলেন, 'পাখিটি মুক্ত হয়েছে।' তিনি জানান, এখন থেকে এতে খুব কমই বিধিনিষেধ থাকবে। সূত্র : আলজাজিরা

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

রজনির এক রাত

চই পৃষ্ঠার পর

চৈত্রের রোদ আর কী বৃষ্টি কোনো কিছুতেই ঘরে বসে থাকার কোনো উপায় নেই। মায়ের রোদেপড়া মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যেতো।

মায়ের সংসারের এ অবস্থা দেখে স্বিদ্ধান্ত নেই, স্বামীর সংসারে ফিরে যাওয়ার। অনেকদিন পর নিজ সংসারে ফিরলেও রাজুর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ল না। একদিন সকালে বাজারে যাবার সময় রাজুকে বললাম, ঘরে চাল নাই, এই বেলা চাল না আনলে না খাইয়া থাকা লাগব। কথা শুনেই রাজু আমার দিকে তেড়ে আসে। মুখের উপর বলে, 'চাল না থাকলে আমি কি করুম! না থাকলে খাবি না। আর এতো যদি খাওনের শখ হয়, মায়ের বাড়িত থেইকা আইনা গিল! পয়সা-কড়ি ছাড়া তোর মায়ে এক ফকিরনি গছাইছে আমারে, আমি বিয়া না করলে তোরে বিয়া করতো কে শুনি?'

এরপর বহুদিন কেটে যায়, রাজু আমার বিছানায়ও আসে না। হঠাৎ করে মানুষটার যে কি হলো! কীভাবে এতো বদলে গেল! দিনরাত ভেবে ভেবে আমি দিশেহারা।

এক দুপুরে মায়ের কাছে গিয়েছিলাম কিছু টাকা আর কেজিখানিক চাল আনতে। ফিরে এসে দেখি, আমার ঘরের দরজাটা ভেজানো। অবাক হয়ে ভাবলাম, দরজা ভেজানো কেন? আমি তো ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছি। তাহলে তালা খুললো কে? দ্রুত পায়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখি, বিছানায় রাজু আর তার সাথে একটি মেয়ে। মেয়েটিকে আমি আগেও দেখেছি। তারা একইসাথে গান করে।ওদের দেখেই আমার বুকের ভেতরটায় কেমন একটা ধাক্কা লাগে। তখন তাদের দু-জনের পরনের কাপড় এলোমেলো। আমাকে দেখেই মেয়েটি তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তখন আর আমার বোঝার কিছুই বাকি রইল না। আমি চিৎকার করে উঠি। দেয়ালে মাথা ঠুকি। বলি, হায় আল্লাহ! কি কপাল আমার! এটাও দেখতে হইল আমারে!

রাজু গলা উঁচিয়ে বলল, 'বেশ করেছি, আমার ঘরে আমি যারে ইচ্ছা আনবো! তাতে কার কী? তোর ভালো না লাগলে বাহির হইয়া যা। দরজা খোলা আছে। আমারে মুক্তি দে।'

রাজুর আচরণ দেখে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম-এ কি রাজু? এতো বদলে গেল কি করে? দুপুরের এতো আলোর মাঝেও দু'চোখে যেন অন্ধকার দেখতে পাই। মাথাটা ঝিমঝিম করছিলো। মাথার দু'পাশের রগ মনে হলো তখনই ছিঁড়ে যাবে। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রাজু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি রেশমার নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবি,বাচ্চাটা নিয়ে আমি এখন কি করব! কোথায় যাবো, জানি না। গলায় দড়ি দিব নাকি পানিতে ডুবে মরব? তাতে হয়তো আমি এ জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচব। কিন্তু আমার মেয়ের কি হবে? ওকে কে দেখবে?

কোনো উপায় না পেয়ে মায়ের কাছে যাই। গরীব মা ছাড়া আমারতো আর কেউ নেই। মাকে সব কিছু খুলে বলি। রাজু যে অন্য মেয়েকে নিয়ে ঘরে এসেছে সে কথাটাও জানাই। আমার সব কথা শুনে রাজুর প্রতি মা'র কোনো রাগতো হয়ইনি উল্টো মা আমাকে বললেন, 'মাইয়া মানুষের এতো তেজ থাকতে নাই। সামান্য বিষয় নিয়া ঝামেলা কইরা ঘর ছাইড়া আসা তোর ঠিক হয় নাই। যা হওয়ার হইছে। নিজের ঘরে ফিরা যা। আর আরেকটা কথা তোরে জানাইয়া রাখি, আমার এখানে আমি তোরে রাখতে পারুম না।'

সেদিন মায়ের কথায় আমার দু'চোখ জুড়ে অন্ধকার নেমে এসেছিলো। মায়ের কাছে যখন আশ্রয় মিলল না তখন কোথায় যাব, কি করবো এরকম ভাবতে ভাবতে দুর সম্পর্কের এক চাচার কাছে যাই। তিনি যদি একটু আশ্রয় দেন, সেই আশায়। সেখানে গিয়ে দেখি তার অনেক বড় বাড়ি। বাড়িতে চাচি আর চাচা ছাড়া আর কেউ নেই। তাদের দুই ছেলে আর এক মেয়ে সবাই বিদেশে স্যাটেল। আমার সব কথা শুনে তিনি দুঃখ করলেন। আমাকে তার ঘরের পাশে ছোট্ট একচালা একটি টিনের ঘরে থাকতে দিলেন। সেখানে ঘর-দোর পরিস্কার করা, থালা-বাসন ধোয়া, সবার কাপড়চোপড় ধোয়া-এসব করে দিন কাটে আমার। তবু ভাবলাম, এভাবেই দিন যদি কেটে যায়,তাতে মন্দ কি? কারো মুখাপেক্ষী তো থাকতে হচ্ছে না। তাছাড়া রেশমাকে চাচি খুব আদর করেন। আমি যখন বাড়ির কাজ করি, তখন চাচিই রেশমাকে সামলান। কোলে তুল নেন, এটা ওটা খেতে দেন।

এ বাড়িতে কোনো কিছুরই অভাব নেই। শুয়ে বসে চাচির দিন কাটে। শুনেছি, চাচির সাথে চাচা গলা চড়িয়ে কথা বলেছেন এমন ঘটনা খুব কম। আর গায়ে হাত তোলাতো অনেক দূরের ব্যাপার। তার মানে যে, চাচা চাচিকে খুব সম্মান করেন বা ভালোবাসেন আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, তাকে তিনি যতটা না ভালোবাসতেন তার চেয়ে বেশি ভয় পেতেন। কেননা চাচি ছিলেন চেয়ারম্যানের মেয়ে। তার বাবার টাকাতেই এ বাড়িটি তৈরী করেছেন। তাই শুশুরবাড়ির লোকজন বেড়াতে এলে চাচা তাদের খুব সমীহ করতেন। বাজার থেকে তাজা মাছ, মুরগী এনে রান্না করে খাওয়াতে বলতেন।

তবুও চাচাকে ঠিক বুঝতে পারতাম না। তিনি বরাবরই চুপচাপ থাকতেন। খুব প্রয়োজন না হলে সামনে আসতেন না। তবে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও তাকে কখনো খারাপ মানুষ মনে হয় নি। কিন্তু চাচার সম্পর্কে আমার এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো কিছুদিন পরেই।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরের আলো তখন নিভানো। দরোজাটা ভেজানো ছিলো। আমার চোখ সারাদিনের ক্লান্তিতে বুঁজে আসছে। হঠাৎ কখন যে চাচা আমার ঘরে ঢুকেছেন তা টের পাই নি। যখন চাচার হাত আলতোভাবে আমার স্তন ছুঁয়ে গেলো, তাঁর ঠোঁট দুটো আমার গাল ছুঁয়ে ঠোঁটে চেপে বসল, আমি তখন চোখ মেলে আবিষ্কার করলাম, এক কামুক পুরুষকে।

এরপর তার অনুসন্ধিৎসু আঙ্গুলগুলো স্তনের বোঁটায় হাত ঘুরাতে ঘুরাতে ক্রমেই আমার উরু হাতড়াতে হাতড়াতে নিচের দিকে নামতে থাকে। আমার সারা শরীর তখন কাঁপতে লাগল। আমি তখন কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। এ দিকে চাচা ক্রমাগত আমার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে, এ ছুঁয়ে যাওয়া আমায় এক অজানা, অনির্বচনীয় সুখানুভূতি দিয়ে যাচ্ছে। আমি সেই সুখানুভূতিকে অস্বীকার করতে পারি নি সেদিন। যে অনুভূতি অনেকদিন হলো হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। মনে হলো, আমার শরীরের দূরাগত কোনো বিন্দু থেকে কোনো পুরুষের স্পর্শে তা নতুন করে আবার জেগে উঠেছে। আমি সেই স্পর্শ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি নি।

কিন্তু যখন সব শেষ হয়ে গেলো আমার ভিতরে তখন বিবেক জেগে উঠলো। মনে হলো এ আমি কী করলাম, কেন নিজেকে সঁপে দিলাম! আবার মনে হলো, এছাড়া আমার কিইবা করার ছিলো! আমি চিৎকার দিলে, চাচি যদি মনে করতেন তার স্বামিকে ফাঁসানোর জন্য এই গল্প ফেঁদেছি! তাতে কী লাভ হতো! বরং চাচি কষ্ট পেতেন। বিশ্বাস ভাঙ্গার কষ্ট।

আমার তখন মনে হলো, যার আশ্রয়ে থেকে, খেয়ে-পরে আমি আর আমার সন্তানের দিন কেটে যাচ্ছে, তার ঘরে আমি অশান্তির ঝড় তুলতে পারি না। এ বড় অন্যায়! তার চেয়ে এ অমার্জনীয় অপরাধের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় আমার সেটাই করা উচিৎ। সিদ্ধান্ত নিলাম, এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু কোথায় যাব? কার কাছে যাব? কেউই তো নেই! আর আমার মেয়ে রেশমা, ওরই বা কি হবে! সেদিন আবারো বুঝলাম-সহায় সম্বলহীন কোনো নারীর জীবনের পথ চলাটা সহজ নয়। তাদের ঘর যতটা শৃঙ্খলে আবদ্ধ, বাহির তার চেয়ে ঢের বেশি।

আমি রেশমার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও ঘুমাচ্ছে! বাইরে চাঁদের আলোকধারায় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। জানালার গ্রিল গলে সেই আলো এসে যেন আছড়ে পড়ছে আমার রেশমার মুখে! কী মায়া তার মুখটায়!

একটু পরেই আমি রেশমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। রাত্রির গভীর নীরবতার মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে বট গাছটার মোড় পেরিয়ে যখন সামনে এগোচ্ছি ঠিক তখনই বুকের ভেতরটা হুহু করে কেঁদে উঠল। আমার সন্তানের জন্য। আমার রেশমার জন্য। সেই বাঁধভাঙা নীরব কান্নার জলে গাল ভিজেছিলো সেদিন।

হঠাৎ তখন কোনো বিভ্রান্ত দার্শনিকের মতো মনে হলো, সব মায়া সবার জীবনে মঙ্গল বয়ে আনে না। কিছু মায়া ত্যাগেই হয়তো সুখ লুকিয়ে থাকে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার মাতৃত্বের সবটুকু মমতার বিসর্জনে রেশমার জীবন যদি নিরাপদ হয়, তাতে ক্ষতি কী! যে নিরাপদ জীবন আমি পাই নি, সে নিরাপদ জীবন যদি রেশমা পায়, তাতে যদি ও ভালো থাকে তবে মা হয়ে সন্তানের প্রতি সব অধিকার থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। হয়তো চাচি রেশমাকে নিরাপদ একটা জীবন দিতে পারবেন। যা আমি ওকে কখনোই দিতে পারবো না।

'রজনী, কোথায় গেলে?' আকরাম সাহেবের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। হারানো দিনের স্মৃতির ভাঁজে ভাঁজে নিজেকে যেন এতোটা সময় ধরে হারিয়ে খুঁজেছি। এখন তাকে এক কাপ চা দিতে হবে। প্রতিদিন এ সময়ে এক কাপ চা তার চাই।

তবুও ভালো যে আকরাম সাহেবের মতো একজন মানুষের আশ্রয়ে আমি আছি। অথচ আমিও চেয়েছিলাম, স্বামী, সন্তান নিয়ে আমার ছোট্ট একটা সংসার হবে। হলো না। নিজের বলে আজ আর কিছুই নেই। যা আমার, শুধুই আমার ছিলো, তাও হারিয়ে ফেলেছি। আমার সন্তান আজ অন্য কারো আশ্রয়ে বেড়ে উঠছে। আমি যে তার মা এ সত্যটুকু সে হয়তো কোনোদিন জানবে না। হয়তো আমি আর রেশমা কখনো পাশাপাশি থাকলেও একে অপরকে চিনতে পারবো না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অজান্তেই চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু ঝরে পড়লো। চোখ মুছে জানালা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকালাম। এতোক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘমুক্ত ঝকঝকে নীলাকাশ। তার নিচে একটি সোনালী ডানার চিল পাখা মেলে আপন মনে করুণ সুরে ডেকে ডেকে উড়ছে। চক্রাকারে উড়ছে তো উড়ছে। উড়ছে তো উড়ছেই...

দীর্ঘ হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে খুনের তালিকা

৫ পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার (২৭ অক্টোবর) ভোরে কুতুপালং ১৭ নম্বর ক্যাম্পের সি-ব্লকের বাসিন্দা কেফায়েত উল্লাহর ছেলে আয়াত উল্লাহ (৪০) এবং মোহাম্মদ কাসিমের ছেলে ইয়াছিন (৩০)-কে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এদিন ভোরে ১৫ থেকে ২০ জনের একদল দুর্বৃত্ত ১৭ নাম্বার ক্যাম্পের সি-ব্লকে সশস্ত্র হামলা চালায়। হামলাকারীরা আয়াত উল্লাহ এবং ইয়াছিনকে বাড়ির বাইরে এনে গুলি করে পালিয়ে যায়। আর ঘটনাস্থলেই ইয়াছিনের এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে আয়াত উল্লাহর মৃত্যু হয়, এমনটি জানিয়েছেন ক্যাম্পে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ১৪ এপিবিএনর অধিনায়ক এডিআইজি সৈয়দ হারুনুর রশিদ। তবে, কারা এবং কোন কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি- কয়েকজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

নিহত আয়াত উল্লাহ'র ভাই সালামত উল্লাহ জানান, তার ভাই ক্যাম্প-৫ ডিতে চাকরি করতো। পাশাপাশি ক্যাম্পে তৎপর অপরাধীদের নানা অপতৎপরতার বিরুদ্ধে কথা বলতো, এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করতো। তাই হয়তো অপরাধীরা মুখোশ পরে এসে এ হত্যার ঘটনা ঘটান।

নিহত ইয়াছিনের ভাই হাছান জানান, নিহত আয়াত উল্লাহর এক ভাইয়ের হাত ও পা কেটে ফেলেছিলো দুর্বৃত্তরা। তখন মাঝি ও পুলিশকে আমার ভাই ইয়াছিন সহযোগিতা করেছে। অপরাধীদের গতিবিধি সম্পর্কে নজর রেখে প্রশাসনকে জানাতেন। হয়তো এজন্য দুর্বৃত্তরা টার্গেট করে আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে। তারা ভাইকে মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে কুপিয়েছে। আমাকেও ধরার চেষ্টা করেছিল, অন্যদিকে পালিয়ে যাওয়ায় আমি রক্ষা পেয়েছি। নিরাপদ থাকলে হলে ক্যাম্পে সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ অভিযান চালানো দরকার বলে দাবি করেন হাছান।

কক্সবাজার জেলা পুলিশের দেওয়া তথ্য মতে, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১২৪ টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে গত ৫ মাসে (২৭ অক্টোবরের ২ জনসহ) খুনের শিকার হন ২৫ জন। যার মধ্যে শুধু অক্টোবরেই ঘটে ৯টি খুনের ঘটনা। গত ২৬ অক্টোবর ক্যাম্প ১০-এ খুন হন মোহাম্মদ জসিম। একইদিন মো. সালাম নামের অপর রোহিঙ্গা গুলিবিদ্ধ হন। ১৮ অক্টোবর ক্যাম্প ১৯-এ খুন হন সৈয়দ হোসেন। সৈয়দ হোসেন এর পিতা জামাল হোসেন খুন হন ১০ অক্টোবর। পিতা হত্যার মামলায় বাদী হওয়া এবং আসামিদের ধরতে তৎপর থাকায় সৈয়দ হোসেনকে খুন করা হয় বলে মন্তব্য করেন ৮ এপিবিএন'র সহকারী পুলিশ সুপার মো. ফারুক আহমেদ। ১৫ অক্টোবর ক্যাম্প ১৩ এর মাঝি মোহাম্মদ আনোয়ার ও সাব মাঝি মোহাম্মদ ইউনুছকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১২ অক্টোবর হত্যা করা হয় ক্যাম্প ৯ এর সাব মাঝি মোহাম্মদ হোসেনকে। ৪ অক্টোবর এবিপিএনর সঙ্গে সন্ত্রাসীদের গোলাগুলিতে নিহত হন তাসদিয়া আকতার (১১) নামের এক শিশু।

এর আগে গত ৪ মাসে খুন হন ১৬ জন। এর মধ্যে ২২ সেপ্টেম্বর খুন হন মোহাম্মদ এরশাদ (২২) নামের একজন স্বেচ্ছাসেবক। ২১ সেপ্টেম্বর খুন হন মোহাম্মদ জাফর (৩৫) নামের এক নেতা (মাঝি)। ১৮ সেপ্টেম্বর খুন হন আরেক স্বেচ্ছাসেবক মোহাম্মদ ইলিয়াস (৩৫)। ৯ আগস্ট দুই রোহিঙ্গা নেতা, ৮ আগস্ট টেকনাফের নয়াপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এক স্বেচ্ছাসেবক খুন হন। ১ আগস্ট একই ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এক রোহিঙ্গা নেতা। একইদিন (১ আগস্ট) উখিয়ার মধুরছড়া ক্যাম্পে রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক, গত ২২ জুন কথিত একটি রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গ্রুপের নেতা মোহাম্মদ শাহ এবং ১৫ জুন একই গ্রুপের সদস্য মো. সেলিম (৩০) সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন। ১৬ জুন রাতে উখিয়া ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবক, ১০ জুন কুতুপালংয়ের চার নম্বর ক্যাম্পের আরেক স্বেচ্ছাসেবক, ৯ জুন এক রোহিঙ্গা নেতা, ১ জুন খুন হন রোহিঙ্গা নেতা সানা উল্লাহ (৪০) ও সোনা আলী (৪৬)।

মধুরছরা ক্যাম্পের বাসিন্দা সালামত খান বলেন, আশ্রিত জীবনে একটু স্বস্তিতে থাকতে চাইলেও পারছি না। আমাদেরই মাঝে একটি চক্র অদৃশ্য ইশারায় খুনের মতো অপরাধকাণ্ড ঘটাচ্ছে। আমাদের নির্যাতন করছে, কথায় কথায় খুন করছে। আমরা পুলিশকে এসব বিষয় জানিয়েছি। যারা তাদের অপকাণ্ডের ঘটনায় বাদী হয়েছে, সাক্ষী হয়েছে, তাদের টার্গেট করেই দুর্বৃত্তরা মেরে ফেলছে। আমরা নিরাপত্তা চাইছি- প্রয়োজনে সেনা টহল দেওয়া হউক।

উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়ন পরিষদের কুতুপালং এলাকার সদস্য প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন বলেন, বিগত ৪-৫ মাস ধরে ক্যাম্পে খুনোখুনি, মারামারি, গোলাগুলিসহ নানা ধরণের অপরাধ আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। নিরাপত্তা জোরদারের পরও প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো ক্যাম্পে হত্যা বা হামলার ঘটনা সবাইকে আতঙ্কিত করে রাখছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সংগ্রাম পরিষদ সাধারণ সম্পাদক ও পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এম গফুর উদ্দিন চৌধুরী বলেন, পালংখালী ও উখিয়া ইউনিয়নজুড়েই অধিকাংশ রোহিঙ্গার বসবাস। ২০১৭ সালে মানবিকতার কারণে অনেকের ঘরের উঠানেও রোহিঙ্গাদের ঘর করে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সেটাই এখন কাল হয়েছে স্থানীয়দের। ক্যাম্পের আশপাশে রয়েছে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় পরিবার। রোহিঙ্গা দুর্বৃত্তদের কারণে নিজ দেশে পরবাসীর মতোই সন্ধ্যার পর প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছেন তারা। আমি নিজেও খুবই আতঙ্কে থাকি। রোহিঙ্গাদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র দেখা যায়। চলার পথে হুট করে গুলি করে চলে গেলে করার কিছু থাকবে না।

তিনি আড়ও জানান, আশ্রয় শিবিরগুলো পাহাড় বেষ্টিত হওয়ায় অপরাধীরা দ্রুত গা-ঢাকা দিতে পারে। তাই পরিস্থিতি শান্ত করতে চাইলে যত দ্রুত সম্ভব কঠোর অভিযানে ক্যাম্পে অপরাধীদের কাছে থাকা অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা জরুরী। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ অভিযান চালাক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরপরও অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা দরকার বলে উল্লেখ করেন তিনি।

৮ এপিবিএন (অপস্ অ্যান্ড মিডিয়া)'র সহকারী পুলিশ সুপার মো. ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, ক্যাম্পে মাদক ও অন্যান্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বিরোধসহ নানা কারণে খুনের ঘটনা ঘটাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। পাশাপাশি অপরাধীদের তথ্য প্রদান বা তাদের অপরাধকাণ্ডে কাউকে বাঁধা হিসেবে দেখলেও প্রতিপক্ষ হিসেবে টার্গেট করে খুনোখুনির ঘটনা ঘটাচ্ছে।

তিনি আরো জানান, গত ২৬ অক্টোবর খুনের শিকার রোহিঙ্গা জসিম (২৫) হত্যার ঘটনায় ক্যাম্প-৯ ও ১০ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এজাহারনামীয় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পানবাজার পুলিশ ক্যাম্প সদস্যরা। গ্রেফতাররা হলেন- একরাম উল্লাহ (৩০), শাকের (৩৮), জাবের (২৩), নুরুল আমিন (২৭) ও আমির হোসেন (১৯)। তারা ৯ ও ১০ নম্বর ক্যাম্পের বাসিন্দা। জসিম হত্যার পর তার মা সুফিয়া খাতুন বাদী হয়ে উখিয়া থানায় হত্যা মামলা (নং-৮৮/২০২২) করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের সেই মামলায় থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। ক্যাম্প এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও প্রতিটা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারে জোর তৎপরতা চলছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

উখিয়া থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ আলী বলেন, ক্যাম্পে প্রতিটি খুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে এপিবিএন ও পুলিশ যৌথভাবে তৎপরতায় রয়েছে। চলছে মামলার তদন্তও।

কক্সবাজারের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মো. মামুনুর রশীদ বলেন, ক্যাম্পের নিরাপত্তায় ৮, ১৪, ১৬ তিনটি এপিবিএন ব্যাটালিয়ন একাধিক ইউনিটে ভাগ হয়ে কাজ করছে। তাদের সফলতাও অনেক। কিন্তু পাহাড়বেষ্টিত আশ্রয় শিবির হওয়ায় দ্রুত অপরাধী শনাক্ত ও আটক কষ্টকর। ক্যাম্প এলাকায় সামগ্রিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে অভিযান চালানোর বিষয়ে উর্ধ্বতন মহলে আলোচনা করা হবে।

স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির খোঁজে বাড়িতে হামলা, হাতুড়ির আঘাতে গুরুতর আহত স্বামী

৫ পৃষ্ঠার পর

ক্যাপিটল হিলে হামলা চালায়। ওই সময়ও স্পিকারের বিরুদ্ধে দাঙ্গাকারীদের শ্লোগান দিতে শোনা গিয়েছিল। সম্প্রতি ওই ঘটনার তদন্ত কমিটির সমন পেয়েছেন ট্রাম্প। ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িতে হামলার সময় ওয়াশিংটনে অবস্থান করছিলেন ন্যান্সি। পরে খবর পেয়ে শুক্রবার বিকেলে নিজ শহরে ফিরে হাসপাতালে স্বামীকে দেখতে যান।

ন্যান্সি পেলোসির মুখপাত্র ড্রিউ হ্যামিল এক বিবৃতিতে বলেন, শুক্রবার ভোর বেলা এক ব্যক্তি পেলোসি দম্পতির স্যান ফ্রান্সিসকোর বাড়িতে ঢুকে পল পেলোসির ওপর ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে। হামলাকারীকে এর মধ্যে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে এবং কী কারণে এই হামলা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে। হামলা প্রসঙ্গে সান ফ্রান্সিসকোর পুলিশ প্রধান উইলিয়াম স্কট বলেন, এ হামলা উদ্দেশ্যহীন নয়। এটা পরিকল্পিত ঘটনা ও ভুল। ন্যান্সির স্বামী পল পেলোসি একজন ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী। খবর এপি।

পেলোসির স্বামীর ওপর 'হাতুড়ি হামলায়' চটেছেন বাইডেন

ফিলাডেলফিয়া: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্বামীর ওপর হামলাকে 'ঘৃণ্য' বলে অভিহিত করেছেন। দেশটির কর্মকর্তাদের মতে, এক অনুপ্রবেশকারী শুক্রবার ভোরে স্পিকারের সন্ধানে দম্পতির ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িতে প্রবেশের পর একটি হাতুড়ি দিয়ে পল পেলোসিকে আক্রমণ করেছিল। এতে তার মাথার খুলি ভেঙে যায়।

ফিলাডেলফিয়ায় একটি প্রচার সমাবেশে বক্তৃতাকালে বাইডেন বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সহিংসতার 'কোন স্থান নেই' এবং 'যথেষ্ট হয়েছে আর নয়' বলে উল্লেখ করেন।

বাইডেন মিডিয়ার রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেন, আততায়ী 'ন্যান্সি কোথায়' বলে শ্লোগান দিচ্ছিল। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি মার্কিন ক্যাপিটলে মারাত্মক হামলার সময় একই শ্লোগান ব্যবহৃত হয়েছিল। বাইডেন বলেন, 'আমি এটি বানিয়ে বলছি না'; মিডিয়ায় 'এই রিপোর্ট করা হয়েছে।'

পেলোসির মুখপাত্র ড্রিউ হ্যামিল শুক্রবার (২৮ অক্টোবর) বলেছেন, 'আততায়ী জোর করে ডুকে পড়ে পল পেলোসিকে আক্রমণ করেছে এবং স্পিকারের সাথে দেখা করার দাবি জানিয়ে তার জীবন নাশের হুমকি দিয়েছিলো।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পল পেলোসির (৮২) অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এবং হাসপাতালে সুস্থ হচ্ছেন। তিনি বাড়িতে একা ছিলেন, কারণ তার স্ত্রী ওয়াশিংটনে কাজ করছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে দুই সপ্তাহেরও কম সময় বাকি আছে। উভয় দলের সদস্যরা রাজনৈতিক সহিংসতার সম্ভাবনা সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

ওয়েটার থেকে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের উত্থানগাথা

৪৮ পৃষ্ঠার পর

একই সঙ্গে তার মুকুটে যুক্ত হলো একশ বছর পর সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পালক। ভারতীয়দের জাতীয় জীবনে এই অর্জন আনন্দের অবশ্যই। একসময় যারা এই ভূখণ্ডের সর্বময় কর্তা ছিলেন তাদের সংকটের কালে ঋষি সুনাকের ক্ষমতাপ্রাপ্তির বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মাত্র দুই মাসের মাথায় তৃতীয়বারের মতো যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। এর আগে নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে ব্যর্থতা স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান লিজ ট্রাস। তার পদত্যাগের পর ৫৭তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঋষি সুনাকের নামটি বারবার উচ্চারিত হলেও সোমবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাওয়া গেল।

বিগত কয়েক দশক ধরে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে ভিন্ন জাতি-বর্ণের রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ বাড়তে শুরু করেছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন রাজনীতিবিদদের দায়িত্বপ্রাপ্তির ঘটনাও ঘটেছে। এবার প্রধানমন্ত্রীর আসনই অলংকৃত করলেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি। এমন ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এক যুগ আগে ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবতে পারতেন না। কারণ ব্রিটেনে শ্বেতাঙ্গরাই সবসময় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এমন ঐতিহাসিক ঘটনায় ভারতীয়রা স্বভাবতই আনন্দিত। ঋষি সুনাকের প্রতিদ্বন্দ্বী পেনি মর্ডান্ট অন্তত ২৬ জন সভাসদের সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু তার পক্ষে ১০০ জন সভাসদের সমর্থন অর্জন করা সম্ভব হবে না বলে সোমবার এক বিবৃতিতে নিজের নাম প্রত্যাহার করেন তিনি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন প্রধানমন্ত্রী হন ঋষি সুনাক। নতুন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ইতোমধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়েছে। তার ব্যক্তিগত জীবন, ধর্মবিশ্বাস, চিন্তাভাবনা ও অর্জন সম্পর্কে কৌতূহলও বাড়তে শুরু করেছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য এই নিবন্ধে সেই তথ্যগুলো সাজিয়ে দেওয়া হলো :

শিকড় তার ভারতে

শুধু ভারতীয় নয়, যুক্তরাজ্যের প্রথম এশিয়ান বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। এর আগে ২০১৫ সালে এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাসদদের সামনে নিজের জীবনের গল্প বলেছিলেন তিনি। ঋষি সুনাকের দাদা রামদাস সুনাক ১৯৬০ সালে ভারতের পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম আফ্রিকার নাইরোবিতে স্থানান্তরিত হন। সহায়-সম্বল বলতে তাদের কিছুই ছিল না। আফ্রিকাতেই তারা নিজেদের কিছুটা গুছিয়ে নিতে পেরেছিলেন। ঋষির বাবা যশবীরের জন্ম হয় কেনিয়ায়। মা ঊষার জন্ম তাঞ্জানিয়ায়। ১৯৬০ সালে ঋষির দাদা পুরো পরিবার নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে থিতু হন। লেখাপড়া শেষে সাউদাম্পটনে এক অভিজাত পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ পান। ঋষি সুনাকের মা স্থানীয় একটি ফার্মেসি পরিচালনা করতেন। পারিবারিকভাবে তারা বেশ সচ্ছল ছিলেন। সেজন্য যুক্তরাজ্যের নামকরা প্রাইভেট স্কুল উইনচেস্টার কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন। উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন অক্সফোর্ড এবং ক্যালিফোর্নিয়ার সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তবে ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার পরও ভারতীয় পরিচয়টি মুছে যেতে দেননি। এমনকি উত্তর প্রজন্মকেও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। দুই মেয়ে আনুশকা ও কৃষ্ণাকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতি অনুসারে বড় করার চেষ্টা করেছেন। নিজেকে গর্বিত এক ভারতীয় হিন্দু বলেই পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। ২০১৫ সালে এমপি হওয়ার পর শপথ নিয়েছিলেন ভগবত গীতা ছুঁয়ে। এখনও পারিবারিকভাবে হিন্দু রীতি-নীতি যতটা সম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করেন তিনি।

কঠোর পরিশ্রমী কর্মজীবন

পারিবারিকভাবে অবস্থা সচ্ছল হলেও ঋষি ছোটবেলা থেকেই পরিশ্রমে উৎসাহী ছিলেন। পড়ালেখা করার পাশাপাশি তিনি আশপাশের ভারতীয় রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করতেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ শেষ করার পর ২০১০ সালে তিনি একটি প্রাইভেট বিনিয়োগ ফার্ম গড়ে তোলেন। লক্ষ করেছেন, ছোট এবং উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনা দিলে সফলতা মেলে। ব্রিটেনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্য এই বিষয়টিকে অতটা গুরুত্ব দেয়নি। নিজের প্রাইভেট ফার্মের মাধ্যমে বহু ছোট ব্যবসা ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে সফলতা এনে দিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন তিনি। পরে রাজনৈতিক জীবনেও নিজেকে তিনি চৌকস ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে তোলেন।

আকসাতা মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিয়ে

ক্যালিফোর্নিয়ায় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ করার সময় আরেক ভারতীয় আকসাতা মূর্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ঋষির। আকসাতা ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে কঠোর অধ্যবসায় করছিলেন। আকসাতার বাবা নারায়ণ মূর্তি ভারতের অন্যতম ধনকুবের এবং মা সুধা মূর্তি প্রখ্যাত প্রকৌশল শিক্ষক ও লেখক। সুধা মূর্তি অবশ্য সমাজকর্মী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। দুজনের সম্পর্ক নিয়ে আকসাতার বাবা-মায়ের কোনো আপত্তি ছিল না। পারিবারিক সম্মতিতেই দুজন ২০০৯ সালের আগস্টে গাটছড়া বাঁধেন। বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে ঋষি সুনাক জানিয়েছেন, তিনি তার শ্বশুর ও শাশুড়িকে নিয়ে গর্বিত।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দেখা

২০১৫ সালে কনজারভেটিভ পার্টিতে যোগদানের আগ পর্যন্ত ঋষি সুনাক সফল ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আকসাতার সঙ্গে গাটছড়া বাঁধার পর ঋষি সুনাক হাউস অব কমন্সের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা গেছে, তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৭০ মিলিয়ন পাউন্ড বা এরও বেশি। বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঋষি সুনাকের স্ত্রী আকসাতা ব্রিটেনের রানীর (বর্তমানে রাজা) থেকেও সম্পদশালী। চলতি বছর ওসানডে টাইমস রিচ লিস্ট-এ এই দম্পতির নাম উঠে এসেছে। অনেকে মনে করেন, তাদের এত বিত্তবৈভবের পেছনে নারায়ণ মূর্তির প্রতিষ্ঠিত ইনফোসিস-এর ৬৯০ মিলিয়ন পাউন্ড সমপরিমাণ সম্পদের অবদান রয়েছে। যদিও এমন বক্তব্য পুরোপুরি সত্য নয়।

রাজনৈতিক অঙ্গনে

ইতিহাস নাড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ঋষি সুনাকের কখনও ছিল কি না তা বলা কঠিন। তবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। ২০১৫ সালে তিনি ইয়র্কশায়ারের রিচমন্ডে অবস্থিত টোরি আসনের এমপি নির্বাচিত হন। প্রথ মদিকে তাকে ট্রেজারির জুনিয়র রোলে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর ২০১৮ ও ২০১৯ সালে তিনি স্থানীয় সরকার প্রশাসনের পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। নিজের দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করায় ২০১৯ সালে তাকে ক্যাবিনেট সভায় ট্রেজারির চিফ সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। টেরিজা মের সরকারে ঋষি সুনাক স্থানীয় সরকার বিভাগে জুনিয়র মন্ত্রী হন। কিন্তু চমক আসে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর সাজিদ জাভিদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সঙ্গে মনোমালিন্যের জের ধরে পদত্যাগ করেন। ওই সময় ঋষি সুনাক সবচেয়ে কম বয়সে ব্রিটেনের অর্থ মন্ত্রণালয়ের চিফ চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পান। সর্বশেষ সেপ্টেম্বর মাসে কনজারভেটিভ পার্টির নেতা নির্বাচনের ভোটে তিনি লিজ ট্রাসের কাছে হেরে যান। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে লিজ ট্রাস পদত্যাগ করেন ২০ অক্টোবর। তখন থেকেই নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঋষি সুনাকের নামটি বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল। অবশেষে গত ২৪ অক্টোবর ৪২ বছর বয়সে ব্রিটেনের ৫৭তম প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি। ১৮১২ সালের পর ব্রিটেনের ইতিহাসের সবচেয়ে কম বয়সী প্রধানমন্ত্রী এখন তিনি।

ক্ষমতার রাজনীতিতে

২০১৫ সাল থেকেই নিজেকে একজন চৌকস রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন ঋষি সুনাক। বিগত এক দশকে ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনায় মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনকে বের করে আনার পক্ষে কাজ করেছেন। ব্রেক্সিটের পর ব্রিটেন আরও মুক্ত ও সমৃদ্ধ হবে, এমনটাই ছিল তার ভাবনা। এমনকি ওই সময় যথাযথ অভিবাসন নীতিকে দেশের জন্য মঙ্গলজনক বলে আখ্যা দেন তিনি। সীমান্ত যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং শক্ত অভিবাসন নীতির পক্ষেও কথা বলেছেন বহুবার।

ঋষি অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিফ চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পাওয়ার পর অনেকে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাদের ধারণা ছিল, এত কম বয়সে ঋষি হয়তো এত চাপ বহন করতে পারবেন না অথবা বরিস জনসনের প্রভাবে তিনি হয়তো স্বাধীনভাবে কাজ চালাতে ব্যর্থ হবেন। কিন্তু নানা সমালোচনার পরও ঋষি সুনাক মহামারি দুর্যোগে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কর নীতিমালা নির্ধারণ করেন এবং প্রশংসাও অর্জন করেন। কিন্তু বরিস জনসনের কারণে তিনি নানা সমস্যার মুখোমুখিও হয়েছেন। ২০২২ সালে কোভিড লকডাউন ভেঙে পার্টি করা এবং তা নিয়ে মিথ্যা বলার অভিযোগে বরিস জনসন যখন প্রচণ্ড চাপে পড়েছিলেন, তখন নৈতিক কারণে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন মি. সুনাক। তার পদত্যাগে বরিস জনসনের পতন ত্বরান্বিত হয়।

বরিস জনসনের পদত্যাগের পর ঋষি সুনাক নেতৃত্বের নির্বাচনে প্রার্থী হন। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে তার প্রধান বক্তব্য ছিল, মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে যে বিরূপ প্রভাব পড়েছে তার সমাধান করাই হবে তার মূল লক্ষ্য। নেতৃত্বের ওই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেপ্টেম্বরে লিজ ট্রাসের কাছে পরাজিত হন তিনি। লিজ ট্রাস তার নির্বাচনী প্রচারণায় করের পরিমাণ কমিয়ে আনার আশ্বাস দিলেও ঋষি সুনাক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দিকে ব্যাপক জোর দিয়েছিলেন।

দীপাবলির রাতে লাখো লাখো শিখ, জৈন ও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা রাস্তাঘাটে ব্যস্ত ছিলেন আলো জ্বালিয়ে অশুভকে তাড়িয়ে শুভকে স্বাগত জানানোর উৎসবে। সেই সময় ব্রিটেনের অর্থনীতিতে আবির্ভূত দুষ্ট প্রেতাত্মাকে তাড়াতেই যেন আবির্ভাব ঘটল ঋষি সুনাকের। বিভিন্ন সংবাদপত্রের বরাতে জানা গেছে, তিনি ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সংকটকে প্রাধান্য দিয়েই নিজের পরিকল্পনা সাজিয়েছেন। এখন দেখার পালা, দীপাবলির আলোয় ঋষি ব্রিটেনকে নতুন পথ দেখাতে পারেন কি না। সূত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

আমেরিকায় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুবর্ণ সুযোগ

STUDY IN USA

SCHOOL / COLLEGE / UNIVERSITY

দ্রুত i-20 / দ্রুত এপয়েনমেন্ট আর সহজে ভিসা !

এয়ার টিকেট অফার

১লা নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হচ্ছে এয়ার টিকেট অফার। যাদের IELTS নুন্যতম 6.5 অথবা Dulingo স্কোর 110 তারা এই অফারের জন্য প্রযোজ্য হবেন। সর্বোচ্চ ১০ জন ভিসা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে এয়ার টিকেট দিবে EC Global.
এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ইসি গ্লোবালের সাথে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকা আসতে আগ্রহীদের জন্য আমাদের অফার

প্যাকেজ/নন প্যাকেজ

- ❑ Language Course (Without IELTS)
- ❑ Associate/Bachelor Course IELTS/Dulingo/English Medium
- ❑ Masters Course : IELTS/Dulingo/Moi/Letter of intent / Recomendation
- ❑ Funding and Scholership Need GRE and More...

CONTACT US
www.ecgloballink.com

Global Link LLC

ইসি গ্লোবাল অনুমোদিত এজেন্ট

International American University | WESTCLIFF UNIVERSITY Educate. Inspire. Empower. | Washington University of Science and Technology

7804-32nd Avenue
East Elmhurst NY 11370
Tel: 929-586-6559
ecgloballinkllc@gmail.com

New York
37-55 72nd St
NY-11372

Michigan
Farid Uddin Shiblu
586-272-3900

California
Abu Zafar Siddiqi
213-804-0306

Contact Bangladesh:

In Dhaka
- Mesbah Shemul
  Country Coordinator
  Cell: 01912-912-866
  shemulsust@gmail.com
- Geoplus Consultency
  51/51 A Resourcedful Psltan City
  Purana Paltan, Dhaka
  01789-194861

In Sylhet
- Global Immigation Watch
  01711 922122
- J. Square Consultency
  01973-413258
- Geoplus Consultency
  01842-718024
- Green Consultency
  001964193969

In Chattogram
- B27 Haheymoon Tower #1
  D.T Road, Pahartali,CTG
  01846-404161

In Rajshahi
- Shbbir
  01782-370-181

In Khulna (Jashore)
Baizid , 01911 579210

sunman express
global money transfer

Fast, Secure & Reliable Remittance

Send Money To Bangladesh, India, Nepal, Pakistan & West Africa
Currency Exchange

Remittance Partner
Agrani Bank Limited
Committed to Serve the Nation
Al-Arafah Islami Bank Limited
aibl
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
JAMUNA BANK
Uttara Bank Limited
Southeast Bank Limited
a bank with vision
SIBL
Social Islami Bank Limited
SBAC Bank Limited

• Bank Deposite & bKash একাউন্টে দ্রুততম সময়ে টাকা জমা হয়। • সর্বনিম্ন ফি, সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠান।
• বাংলাদেশের ৮টি ব্যাংকের প্রায় ১০ হাজার-এর অধিক শাখায় Instant Cash Pickup।

বৈধ উপায়ে, করমুক্ত ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ করে দেশ মাতৃকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

আপনার রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবার জন্য

SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP
সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন
37-14 73 Street (Suite 201), Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224, E-Mail: info@sunmanexpress.com

HEAD OFFICE:
37-17 74TH STREET (1ST FL)
JACKSON HEIGHTS, NY-11372
PHONE: 718-565-5052

JAMAICA BRANCH:
167-05 HILLSIDE AVE.
JAMAICA, NY-11432
PHONE: 718-297-3443

ASTORIA BRANCH:
29-24 36 AVENUE
L.I.C, NY-11106
PHONE: 718-729-0600

Send Money Online at www.sunmanexpress.com

চার লেন মহাসড়ক প্রকল্পে ১ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা ব্যয়ের সুফল নেই

৯ পৃষ্ঠার পর

সরকারের পক্ষ থেকে বাড়তি অর্থায়ন না করায় প্রকল্পের দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্পটির সুবিধা পাওয়া নিয়ে ভাবনা কারও মাথায় ছিল না বলেও সড়ক বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা কালবেলাকে জানিয়েছেন। যানবাহন বেড়ে যাওয়ায় বিআরটি প্রকল্প চালুর পরও এই রুটে স্বস্তি মিলবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

তবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরা এই প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিকল্পনায় ত্রুটির কথা স্বীকার করে বলছেন, আগামী বছরের মার্চে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) চালু হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। যানজটের দুর্দশা থেকে অনেকটাই মুক্তি মিলবে যাত্রীদের।

পরিবহন মালিক-শ্রমিক ও যাত্রীরা বলছেন, এক লেনের সড়ক থাকাকালেও ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় দুই ঘণ্টা এবং নেত্রকোনা থেকে তিন ঘণ্টা লাগত। এখন সড়কের প্রস্থ দ্বিগুণ হলেও নানা কারণে সময় বেশি লাগছে।

মহাখালী আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কালাম বলেন, এই টার্মিনাল থেকে ময়মনসিংহসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ৪০টি রুটে বাস চলাচল করে। বিআরটি প্রকল্প ও সড়ক দখলের কারণে ফোর লেন প্রকল্প হলেও আমরা সুফল পাচ্ছি না।

এনা পরিবহনের ম্যানেজার আতিকুল ইসলাম কালবেলাকে বলেন, ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত যেতে চার ঘণ্টা সময় লাগে। এতে যাত্রী দুর্ভোগ যেমন বেড়েছে, তেমনই পরিবহন ব্যবসাও লাটে।

জানতে চাইলে সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জাওয়েদ আলম বলেন, ফোর লেন প্রকল্পের সুফল কেউ ভোগ করতে পারেননি।

ঠিকমতো প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না জানিয়ে তিনি বলেন, তদারকির অভাবে সড়কে হাটবাজার বসছে। দখল হচ্ছে রাস্তার শোল্ডার পর্যন্ত। এ কারণে একদিকে যেমন দ্রুত রাস্তা নষ্ট হচ্ছে, তেমনি দুর্ঘটনাও বাড়ছে।

আগামী বছরের মধ্যে বিআরটি প্রকল্পের উদ্বোধন হওয়ার কথা। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ প্রকল্পের উদ্বোধন হলে এই রুটে যানজট কমবে। ৪০ মিনিটে বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল জব্বার খান কালবেলাকে বলেন, বিআরটি যাত্রীদের পুরোপুরি স্বস্তি দিতে না পারলেও কিছুটা দেবে।

ঢাকা-ময়মনসিংহ ফোর লেন সড়কের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব আমিন উল্লাহ নুরী বলেন, আগামী মার্চের মধ্যে বিমানবন্দর থেকে জয়দেবপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত প্রায় ২১ কিলোমিটারের বিআরটি প্রকল্প চালু হতে যাচ্ছে। এই প্রকল্প চালু হলে আর দুশ্চিন্তা থাকবে না। এই রুটের যাত্রীরা অল্প সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন।

সড়ক বিভাগের সাবেক প্রকৌশলী এম সাহাবুদ্দিন খান কালবেলাকে বলেন, প্রকল্পটি আব্দুল্লাহপুর থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত করা হলে উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হতো। টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর ১৩ কিলোমিটার পাড়ি দিতে যা সময় লাগে, তার কম সময়ে জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৮৭ কিলোমিটার যাওয়া যায়।

বুয়েটের অধ্যাপক ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ড. মিজানুর রহমান বলেন, প্রকল্পটি নেওয়ার আগে পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। প্রকল্প নির্মাণের পরও মানুষকে স্বস্তি দেওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ বলেন, বাস্তবায়নের পর সুবিধা না মিললে প্রকল্পের পেছনে ব্যয় করা অর্থ তো গচ্চা যাওয়ার শামিল।

১০ লেন করার পরিকল্পনা : ঢাকা-জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ চার লেন সড়কটিকে ১০ লেন এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীত করার একটি প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। ২০২০ সালের ১ অক্টোবর অনুমোদন পাওয়া এই প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৩৫৩ কোটি টাকা।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের 'ইমপ্রুভমেন্ট ঢাকা-জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ রোড ইনটু এক্সপ্রেসওয়ে উইথ সার্ভিস লেন বোথ সাইড' বাস্তবায়নে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) ভিত্তিতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিষ্ঠান কেরিয়া ওভারসিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এবং সরকার যৌথভাবে এ কাজটি করবে। বিদ্যমান চার লেনের পাশাপাশি ১০ ফুট প্রশস্ত দুই পাশে ব্যারিয়ার দিয়ে ইমার্জেন্সি লেন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্প শেষ হবে ২০২৪ সালে।- কালবেলা

খামার বাড়ি
KHAAMAR BAARI

KHAAMAR BAARI
খামার বাড়ি
একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান
• লাইভ ফিশ • ফ্রোজেন ফিশ • হালাল মাংস • তাজা শাক-সবজি • গ্রোসারী সামগ্রী ও মশলাপাতি

37-18, 73RD STEET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718 639 6868 EMAIL: khaamarbaari@gmai.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বৈশ্বিক আইনশৃঙ্খলা সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি- গ্যালাপ-এর রিপোর্ট

সবচেয়ে 'কম নিরাপদ' দেশ।

সংবাদমাধ্যম বলছে, ২০২১ সালের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে বুধবার (২৬ অক্টোবর) বৈশ্বিক আইনশৃঙ্খলা সূচক-২০২২ প্রকাশ করে গ্যালাপ। এতে ১০০ পয়েন্টের মধ্যে ৯৬ স্কোর নিয়ে সবার শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে তাজিকিস্তান (৯৫), নরওয়ে (৯৩), সুইজারল্যান্ড (৯২) ও ইন্দোনেশিয়া (৯২)।

অন্যদিকে ১০০ পয়েন্টের মধ্যে মাত্র ৫১ স্কোর নিয়ে সূচকে সবচেয়ে নিচে রয়েছে আফগানিস্তান। তলানিতে থাকা ৫টি দেশের অন্য চারটি হলো- গ্যাবন (৫৪), ভেনেজুয়েলা (৫৫), ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো বা ডিআর কঙ্গো (৫৮) এবং সিয়েরা লিওন (৫৯)।

যে দেশের স্কোর যত বেশি, সে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তত ভালো বলে মনে করা হয়। সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ১০০ পয়েন্টের মধ্যে ৭৯। ২০২১ সালে বাংলাদেশের এই স্কোর ছিল ৭৭। অর্থাৎ চলতি বছর বাংলাদেশের স্কোর ২ পয়েন্ট বেড়ে আগের চেয়ে ভালো অবস্থান প্রকাশ করছে।

অবশ্য ২০২০ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৮১। সেই হিসেবে ২০২১ সালের সূচকে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রকাশ করলেও এ বছর তা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে।

এদিকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য তিন দেশ অবশ্য বৈশ্বিক আইনশৃঙ্খলা সূচকে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। দেশ তিনটি হচ্ছে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভারত। সূচকে ১০০ পয়েন্টের মধ্যে পাকিস্তানের স্কোর ৮২, শ্রীলঙ্কার ৮০ এবং ভারতের স্কোরও ৮০।

সূচকে নেপাল বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। তাদের স্কোর ৭৮।

এছাড়া অন্যান্য দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্কোর ৮৩, যুক্তরাজ্যের ৭৯, রাশিয়া ৭৭, সৌদি আরব ৮৯ এবং আরব আমিরাতের স্কোর ৯২।

মূলত কয়েকটি প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি বা অবনতির এই স্কোর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন, বাসিন্দারা নিজ এলাকায় রাতে একা একা হাঁটতে নিরাপদ বোধ করছেন কি না কিংবা স্থানীয় পুলিশের প্রতি বাসিন্দারা আস্থা রাখছেন কি না। এছাড়া চুরি, ছিনতাই বা হামলার শিকার হওয়ার বিষয়টিও এই স্কোর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয়ে থাকে।

গ্যালাপের সূচক অনুসারে, আফগানিস্তান এমন একটি দেশ যেখানে তালেবান গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের পর রাতের বেলা একা হাঁটার সময় জনগণের নিরাপদ বোধ করার 'সম্ভাবনা কম'।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়, ২০২১ সালে তালেবান গোষ্ঠী কাবুলের ক্ষমতা দখল করার পর থেকে অভূতপূর্ব আর্থিক এবং মানবিক সংকটের কারণে আফগানিস্তানজুড়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

এছাড়া নাজুক নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে আফগানিস্তানে সন্ত্রাস, হত্যাকাণ্ড, বিস্ফোরণ এবং হামলার ঘটনা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি তালেবানের অধীনে আফগান ভূখণ্ডে নারী শিক্ষার সুযোগ সীমিত করাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আলিম্পিকের সোনা, ঋষি সুনাক আর আমাদের ভণ্ডামি

৪৮ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু আমার কথা সেখানে না। এই কন্যার বিজয় কে উদযাপন করতে গিয়ে কিন্তু নিজেদের ভণ্ডামি একেবারে নগ্ন, ঘৃণ্যভাবে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের হয়তো শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ-ই জানতো না রিদমিক জিম্যাস্টিক্স কি। নিজের দেশের কোন কন্যা যদি এমন সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে নাচতো তবে দেশপ্রেমিক হাজার হাজার, না না, লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি আছেন যারা গিয়ে তাঁর গায়ে গিয়ে আলকাতরা মেখে দিতো, কিম্বা ধর্ষন করতো আর খুন করতো তনু বা আফসানার

মতো। হায় হায় রব তুলে আসতো মমিন মুসলমানেরা, করে কী করে কী বলে। বাংলাদেশে জন্ম নেয়া মেয়েদের কি প্রতিভা নাই, আলিম্পিকে সোনা জয়ের? অবশ্যই আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি কতো অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী মেয়েকে গান ছেড়ে দিতে, কারণ স্বামীর পরিবার চায় না, অভিনয় ছেড়ে দিতে, বা নাচ ছেড়ে দিতে, কিম্বা খেলাধুলা বা ক্রীড়া ছেড়ে দিতে। নিজের দেশের কন্যাদের হামানদিস্তা দিয়ে পিষিয়ে, বোরখার অন্তরালে ঢুকিয়ে রাখবো আর অন্যদেশে বড় হওয়া কন্যাকে নিয়ে আদিখ্যাতা করবো, এর চেয়ে বড় ভণ্ডামি আর কী আছে?

তেমনি ব্রাউন ইনিডিয়ান বাবা মার ছেলে যিনি মূলত বৃটিশ, তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বে নাচার খুব কারণ আছে কী? তিনি বৃটিশ হিসাবেই স্বার্থরক্ষা করবেন। সমগোত্রীয় (ভারতবর্ষ) দের জন্যে যদি ক্ষমা চান দু'শ বছরের জুলুমের, যদি ক্ষমা চান জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের জন্যে, তাহলে একটু নাচতে পারেন।

নিজের দেশের মানুষজন যখন বিদেশে সাফল্য পায় একটু জিগ্যেস করে দেখেন দেশিরা কী করেন ! আমি আমেরিকার ১৫০ টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশি ডিন লেভেলে কাজ করি (সমস্ত বিনয় ঢেলে বলছি, যদি অন্য কেউ থাকেন জানিয়েন, আমি শুধরে নেব)। কিন্তু আমাকে যদি বলেন এই অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় বাঁধা কী ছিল? আমি এক বাক্যে বলবো, কিছু বাংলাদেশি। এরা হিংসাবশত বেনামি চিঠি, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। যদিও পারেনি কিন্তু ইনটেনশনই তো যথেষ্ঠ। কিন্তু এরা হয়তো আমার চারপাশেই বন্ধু বেশে ছিল। কেউ আবার ভাববেন না আমি ঋষি সুনাকের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করছি। শুধু উদাহরণ দিলাম।

আরেকটা ভন্ডামি ইন্ডিয়ান হিন্দুদের। তাঁরা বৃটিশদের কৃপায় মাইনরিটি হিন্দুর জয় দেখছে, ঋষির দীপাবলির ছবি ভাইরাল, গীতা হাতে শপথ নেয়ার জন্যে নাচছে

(কিছু হিন্দু)। কিন্তু নিজের দেশে মাইনরিটি মুসলমানদের সুযোগ পেলেই কচু কাটা করে একটি গোষ্ঠি, অচ্ছুতদের এখনো জায়গা দেয় না কেউ কেউ। আজকে বৃটিশরা ডাইভার্সিটি নিয়ে এতোদূর এগিয়ে বলেই যে অর্জন হলো তার কৃতিত্ব আপনাদের না। নিজেদের উন্নত, ইনক্লুসিভ করে গড়ে তুলুন। নিজের দেশে মাইনরিটি তা হোক ধর্মীয় বা বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স ভিত্তিক তাতে কিছু যায় আসে না, তাঁদের অধিকার দেয়া শিখুন। তারপর নাচুন।

আর ভন্ডামি থেকে মুক্তির প্রথম ধাপ হলো আয়নায় নিজেকে দেখে স্বীকার করে নেয়া যে এটা ভণ্ডামি। ঋষি সুনাক কে অভিনন্দন এই আয়নায় মুখ দেখার মতো সাফল্য ঘরে তোলার জন্যে। অক্টোবর ২৫, ২০২২

সরকার রিজার্ভের টাকা গিলে ফেলছে বললেন বিএনপি মহাসচিব ফখরুল

৯ পৃষ্ঠার পর

ফাঁকা রাখা হয়। তবে গতকাল প্রথম কোনো সমাবেশে খালেদা জিয়ার পাশাপাশি লন্ডনে অবস্থানরত দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্য মঞ্চে একটি চেয়ার ফাঁকা রাখা হয়েছে।

সমাবেশ শুরু হওয়ার আগেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নয়াপল্টনে সমাবেশস্থলে উপস্থিত হন। এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সরকার বিরোধী নানা স্লোগান দেন তারা। সমাবেশের কারণে ফকিরাপুল মোড় থেকে কাকরাইলের নাইটিঙ্গেল মোড় পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এর আগে গতকাল সকালে যুবদলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দোয়া-মোনাজাত করেন যুবদলের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীরা। সে সময় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আওয়ামী লীগের এই অবৈধ সরকার জনগণকে বাইরে রেখে বারবার ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া করছে। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে জুলুম নির্যাতন করে টিকে থাকা। জনগণ এখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে মালিকানা ফিরে পাওয়ার জন্য। এই সরকার যেহেতু জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন।

তাই তারা বাংলাদেশের মানুষের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। তাদের অব্যাহতভাবে দখলদার হিসেবে ক্ষমতায় টিকে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাধা দেয়া, আক্রমণ, মিথ্যা মামলা, গুম ও খুন করে টিকে থাকা। বরিশালে বিএনপি'র সমাবেশের পূর্বে গণপরিবহন বন্ধ করে দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, খুলনার সমাবেশের দুদিন পূর্বে বাস-লঞ্চ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেটাকে উপেক্ষা করে জনগণ সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। বরিশালে গণপরিবহন বন্ধ করে দেয়া মানে জনগণকে বাধাগ্রস্ত করা, জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া। জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশে কোনো ফ্যাসিস্ট সরকার টিকে থাকতে পারেনি এটার প্রমাণ রয়েছে। দেশের জনগণ স্বাধীনতা আন্দোলনে জয়ী হয়েছে, ভাষা আন্দোলনে জয়ী হয়েছে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জয়ী হয়েছে। এবারো জনগণ তৈরি হচ্ছে।- মানবজমিন

বিশ্বে ভূগর্ভস্থ কয়লার বৃহত্তম মজুদ গুলোর অন্যতম জামালগঞ্জ?

৫ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লা খনিগুলোর একটি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের ভাষ্যমতে, বিপুল পরিমাণ মজুদ সত্ত্বেও এখনো খনিটির সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানো যায়নি। এখন পর্যন্ত জামালগঞ্জে মোট এবং উত্তোলনযোগ্য কয়লার প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ হয়নি। গভীরতা অনেক বেশি হওয়ায় এখান থেকে কয়লা উত্তোলনে জ্বালানি খাতের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহও দেখা যায়নি।

জাতিসংঘ ও পাকিস্তান সরকারের বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধানে জামালগঞ্জে কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয় ১৯৬২ সালে। এরপর খনিটিতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অনুসন্ধান চালানো হয় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পর ২০১৫ সালে। তবে সে সময় মূলত খনিতে মজুদ গ্যাস বা কোল বেড মিথেনের খোঁজেই অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। ১৯৬২ সালের প্রথম অনুসন্ধানে খনির আয়তন নির্ধারণ করা হয়েছিল ১১ দশমিক ৬৬ বর্গকিলোমিটার। পরের জরিপে এর সম্ভাব্য আয়তন নির্ধারণ হয় ৬৪ বর্গকিলোমিটার। এছাড়া খনিতে কয়লার স্তরের পুরুত্বও পাওয়া গেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি।

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো জামালগঞ্জের খনিতে মজুদকৃত কয়লাও অনেক বেশি উচ্চমানসম্পন্ন বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের তথ্য অনুযায়ী, জামালগঞ্জের কয়লার ক্যালোরিফিক ভ্যালু বা শক্তি উৎপাদনক্ষমতা নির্ধারণ হয়েছে প্রতি পাউন্ডে ১১ হাজার ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট (বিটিইউ/পাউন্ড)। যদিও অন্যান্য উৎসের তথ্য অনুযায়ী, তা ১২ হাজার ১০০ বিটিইউ/পাউন্ডও হতে পারে। এ ধরনের কয়লার গঠন শুরু পারমিয়ান যুগে (২৫ কোটি বছর আগে)। অত্যন্ত উচ্চমানের এ কয়লায় সালফারের পরিমাণ খুবই সামান্য।

খনিটিকে যথাযথ কাজে লাগানো গেলে তা দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চলমান ও ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবেলায় বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও খনিটির গভীরতা অনেক বেশি হওয়ায় এখানকার কয়লা উত্তোলন নিয়ে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে বরাবরই বড় ধরনের সংশয় কাজ করেছে। তাদের ভাষ্যমতে, বাংলাদেশের অন্যান্য কয়লা খনির গভীরতা যেখানে ১২০ থেকে ৫০০ মিটার, সেখানে জামালগঞ্জের কয়লা ৯০০ থেকে ১ হাজার মিটার গভীরে অবস্থিত। এত গভীর থেকে কয়লা উত্তোলন শুধু কঠিন নয়, একই সঙ্গে অত্যন্ত ব্যয়বহুলও। বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সেখান থেকে কয়লা তুলে আনা হলেও তা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হবে কিনা, সে বিষয়ে জ্বালানি খাতের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এখনো সংশয় রয়ে গিয়েছে।

খনিটি থেকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়েই কয়লা তুলে আনা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের ভাষ্যমতে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খনিটি থেকে কয়লা উত্তোলন করা যাবে। তবে এজন্য অনেক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, যার জন্য বিশেষভাবে বড় বিনিয়োগের প্রয়োজন। কয়লা খনিটিতে প্রয়োজনীয় এ বিনিয়োগ নিশ্চিত করা গেলে জ্বালানি সমস্যার টেকসই একটি সমাধান হাতে আসবে। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রফতানির সম্ভাবনা তৈরি হবে। এছাড়া খনির গভীরতা অনেক বেশি হওয়ায় একদিক থেকে কিছু সুবিধাও রয়েছে। এখান থেকে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের উদ্যোগ নেয়া হলে গভীরতার কারণেই জামালগঞ্জে বড়পুকুরিয়ার মতো ভূমিধসের কোনো সম্ভাবনা নেই। ওপরের মাটিও বেশ কঠিন ও শক্ত প্রকৃতির। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কম। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং ভূতত্ত্ববিদ বদরুল ইমাম বলেন, বড় এ কয়লা খনিটি থেকে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে উত্তোলন করা যেতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোয় এমনকি প্রতিবেশী ভারতেও এর চেয়ে গভীর কয়লা খনি থেকে উত্তোলন করা হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বৃহৎ একটি কয়লা খনি যদি দ্রুত উৎপাদনে আনা যায়, সেক্ষেত্রে পণ্যটিতে আমদানি নির্ভরতা কমে যাওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনেও খরচ অনেক কমে আসবে। জ্বালানি পণ্যের বর্তমান বাজার বিবেচনায় এ ধরনের খনিগুলো নিয়ে সরকার নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করতে পারে। এছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে ইউসিজি (আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশন) পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

খনিটি থেকে উত্তোলন নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো উদ্যোগ না দেখা গেলেও এজন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল পাকিস্তান আমলেই। সরেজমিনে দেখা গেছে, বর্তমানে এ জমিতে খনি রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত কোনো স্থাপনা নেই। ২০১৯ সালে পেট্রোবাংলা অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করে। একজন নিরাপত্তা কর্মী দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে খনি এলাকাটি দেখভাল করছেন। বর্তমানে খনির জমিতে চাষাবাদ হচ্ছে। জমিটির দেখভালে নিয়োজিতরা জানিয়েছেন, একসময় সেখানে কয়লা অনুসন্ধানে কূপ খনন করা হয়েছিল, এখন সেটি মাটি ভরাট হয়ে গেছে। বর্তমানে অধিগ্রহণকৃত জমি সরাসরি পেট্রোবাংলা দেখভাল করছে।

আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মেগা প্রকল্পের ভিত্তিতে বাস্তবায়নকৃত বেশ কয়েকটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদনে আসার কথা রয়েছে। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে আমদানীকৃত কয়লা ব্যবহারের কথা রয়েছে। যদিও জ্বালানি পণ্যের বর্তমান বাজার পরিস্থিতি বিষয়টিকে অনেকটাই অনিশ্চিত করে তুলেছে। আবার আমদানিনির্ভর কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচও পড়ে অনেক বেশি। অথচ বাংলাদেশে এখনো বিপুল পরিমাণ কয়লার মজুদ অব্যবহৃত রয়ে গিয়েছে। মানের দিক থেকেও এসব কয়লা সর্বোত্কৃষ্ট। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ব্যবহারও করতে হয় কম। বিশ্ববাজারে জ্বালানি পণ্যের মূল্যে যে অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে, তাতে স্থানীয় পর্যায়ে কয়লা উত্তোলন বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

পরিস্থিতি বিবেচনায় পেট্রোবাংলাও এখন কয়লার স্থানীয় উত্তোলন বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিয়েছে। এরই মধ্যে বড়পুকুরিয়া থেকে পুনরায় কয়লা উত্তোলনে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের অন্যান্য খনি থেকেও কয়লা উত্তোলনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে সংস্থাটি। যদিও জামালগঞ্জ নিয়ে সংস্থাটির এখনো তেমন কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান নাজমুল আহসান বণিক বার্তাকে বলেন, আমরা এখন বড়পুকুরিয়া থেকে কয়লা উত্তোলন করছি। এর পাশাপাশি দীঘিপাড়া থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য আমরা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করেছি। সেখান থেকে আমরা ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করতে পারব। এর বাইরে বাকিগুলো নিয়ে ওই অর্থে এখন পর্যন্ত কোনো সমীক্ষা হয়নি। সমীক্ষা হলে জামালগঞ্জসহ আরো যেসব কয়লা খনি রয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে বলা যাবে যে সেখান থেকে কয়লা উত্তোলন করা যাবে কিনা।

কয়লার ভূগর্ভস্থ গ্যাসিফিকেশনের (আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশন বা ইউসিজি) মাধ্যমে জামালগঞ্জের খনিটির কয়লাকে কাজে লাগানো যায় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ইউসিজি হলো মাটির নিচ থেকে কয়লা না তুলেই সেখান থেকে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ভূগর্ভের কয়লার স্তরকে অক্সিজেন ও বাষ্প দিয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে পুড়িয়ে ভেতরে উত্পন্ন গ্যাসকে পাইপলাইন দিয়ে তুলে আনা হয়। এরপর তা বিদ্যুৎকেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। তুলনামূলক বেশি গভীরতার খনিগুলোয় মজুদকৃত কয়লা কাজে লাগাতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও উজবেকিস্তানের মতো দেশগুলো এখন ইউসিজি পদ্ধতিকে কাজে লাগাচ্ছে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ (জিএসবি) এবং মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন গবেষক কয়েক বছর আগে জামালগঞ্জে ইউসিজি পদ্ধতির ব্যবহারযোগ্যতা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। তাদের সে গবেষণার ফলাফল 'আন্ডারগ্রাউন্ড কোল গ্যাসিফিকেশন (ইউসিজি)ড়মা পাইলট স্টাডি ইন সার্টেন এরিয়া অব জামালগঞ্জ কোল বেসিন, জয়পুরহাট ডিস্ট্রিক্ট, বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রকাশ হয়েছে। ওই গবেষণা প্রতিবেদনের উপসংহারেও সুপারিশ টেনে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকট সমস্যার সমাধান পেতে হলে জামালগঞ্জে ইউসিজি পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জামালগঞ্জের যেসব স্থানে কয়লার পুরুত্ব ও মানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সবচেয়ে বেশি অনুকূলে থাকবে, সেসব স্থানে ইউসিজি স্থাপন করা যাবে, যা দেশের বিদ্যমান জ্বালানি সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত যৌক্তিক একটি সমাধান নিয়ে আসতে পারে। - বণিকবার্তা

রাইট কেয়ার মেডিকেল জ্যামাইকা এভিনিউ শাখার উদ্বোধন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানা মেডিকেল সেন্টার "রাইট কেয়ার মেডিকেল" জ্যামাইকা এভিনিউতে ৩য় শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কমিউনিটির জনপ্রিয় চিকিসক রাইট কেয়ার মেডিকেলের পরিচালক ডাঃ মোহাম্মদ হোসাইন ইমরান। এসময় বিভিন্ন হেলথ ইন্স্যুরেন্স কর্মকর্তা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও রাইট কেয়ার মেডিকেল অফিসের

চিকিসক, টেকনিশিয়ান,কর্মকর্তা, সেবা গ্রহীতাগণ উপস্থিত ছিলেন। নিউইয়র্লকের বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকা হিলসাইড ১৬৮ প্লেস হাইল্যান্ড এভিনিউতে রাইট কেয়ার মেডিকেল অফিসের প্রথম পথ চলা। কমিউনিউনিটির চাহিদায় ১৯৬ হিলসাইড ২য় শাখার চালু করেন। এরপর বাংলাদেশীসহ অন্যান্য কমিউনিটির ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় এবার ১৭৬ জ্যামাইকা এভিনিউতে ৩য় শাখার চালু করা হয়েছে। রাইট কেয়ার মেডিকেলের পরিচালক ডাঃ মোহাম্মদ হোসাইন ইমরান বলেন, নিউইয়র্ককে কমিউনিটির স্বাস্থ্য সেবাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের সকল শাখা সোম থেকে শনি সপ্তাহে ৬ দিনই খোলা। এছাড়া আমাদের টেলি হেলথ সেবা সব সময়ই চালু রয়েছে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ডঃ ইভান খান ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন এডুকেটর অ্যাপ্রিসিয়েশন নাইটে সম্মানিত

৪৮ পৃষ্ঠার পর

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, খানের টিউটোরিয়াল এ পর্যন্ত অগণিত শিশু এবং পরিবারের শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করেছে। খান টিউটোরিয়ালস ৩ থেকে ১২ গ্রেড পর্যন্ত অনেক শিশুর আকাঙ্ক্ষার সাফল্যে সাহায্য করেছে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত দক্ষতা এবং উর্ধ্বমুখী গতিশীলতার স্বপ্ন অর্জনে সহায়তা করেছে।

১৯৭১ এর কনসার্ট ফর বাংলাদেশের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, খান টিউটোরিয়াল নিউইয়র্ক এবং সারা দেশে অসংখ্য প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের জীবন পরিবর্তন করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। দুই শিক্ষক দ্বারা শুরু করা, খান'স এ যাবত প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রীর স্পেশালাইজড হাইস্কুলে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়েছে যারা পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শীর্ষ উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

এটিই প্রথমবারের মতো ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন তার ইতিহাসে একটি বাংলাদেশী ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিয়েছে, দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এনেছে। ডা. ইভান খানকে একটি স্বাক্ষরিত আর.জে. ব্যারেটের জার্সি এবং একটি চেকের পরিমাণ যা একটি ক্যান্সার গবেষণা সংস্থাকে দান করা হবে।

নিউ ইয়র্ক নিক্স ড. ইভান খান এবং তার স্ত্রীর প্রতিও বড় আতিথেয়তা দেখিয়েছে কারণ তাদের টিকিটগুলি ম্যাডিসন স্কয়ার স্যুটে আপগ্রেড করা হয়েছিল এবং ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, নিক্স সংস্থা ডাঃ ইভান খান এবং খান টিউটোরিয়ালকে কঠোর পরিশ্রম এবং সম্প্রদায়কে অনেক বড় আকাঙ্খার দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত করেছে। খান টিউটোরিয়াল অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার জন্য নিক্স সংস্থা এবং ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং তাদের সামনে একটি দুর্দান্ত মৌসুমের শুভেচ্ছা জানাতে চায়।

ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বব্যাপী ল্যান্ডমার্ক, এটি ১৯৬৮ সালে চালু হওয়ার সময় থেকে। এখন ২০২২ সালে, মাত্র কয়েক ব্লক দূরে, খান টিউটোরিয়াল এর ম্যানহাটান শাখা খোলা হয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা বিষয়ক চুক্তি সম্পাদন : বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সেবার পরিধি বাড়িয়েছে ইসি গ্লোবাল

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য সেবার লক্ষ্যে কাজ করছে ইসি গ্লোবাল। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করছে এবং শিক্ষা বিষয়ক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদেও সহযোগিতায় বিশ্বস্থ হয়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তা একজন বাংলাদেশী-আমেরিকান নাগরিক। সংশ্লিষ্টদের দাবী যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের উন্নত এবং দ্রুত সেবা দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দীপু জানান, ইসি গ্লোবাল লিংক ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এএসএ কলেজের এজেন্সী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নিউইয়র্কের ম্যানহাটান ও ব্রুকলীনলনসহ ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যেও এই কলেজের ক্যাম্প্যাস রয়েছে। এছাড়াও ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি সাইন্স টেকনলজির সাথেও পার্টনারশীপ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইসি গ্লোবাল। এছাড়া নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ব্লুডেটা ইন্সটিটিউটেরর অনুমোদিত এজেন্ট ইসি গ্লোবাল ।

এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকুলীয় অঙ্গরাজ্য সফর করেন ইসি গ্লোবালের চেয়ারম্যান সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দীপু। এ সফরের ফলে এখন ইসি গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকান ইউনিভার্সিটি এবং ওয়েস্টক্লিফ ইউনিভার্সিটির এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে ইসি গ্লোবাল। বাংলাদেশীরা সংখ্যায় বেশি এমন অন্তত ১০টি রাজ্যে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিতে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ইসি গ্লোবাল।

ইতোমধ্যে ইসি গ্লোবাল চেয়ারম্যান দীপু ফ্লোরিডা, ভার্জিনিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া সফর করেছেন। ডিসেম্বর মাসে তার মিশিগান রাজ্য সফরের পরিকল্পনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বাংলাদেশে ইসি গ্লোবালের রয়েছে একটি শক্তিশালী টিম। ইতোমধ্যে কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর নিয়োগসহ প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অফিস স্থাপণ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সবগুলো অফিসকে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ঢাকার কান্ট্রি অফিস থেকে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়। যে কারনে সেবাগ্রহী যে কোনো শিক্ষার্থী যে কোনো সময় যে কোনো পরামর্শ ও সেবা নিতে পারেন বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এমদাদ চৌধুরী দীপু। খবর ইউএনএ'র।

মনে হয় বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দুর্বলতা আছে, তাদের পরিপক্কতা দরকার - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

৪৮ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, 'গত ২৬ তারিখ প্রেসক্লাবে কলামিস্টদের একটি অনুষ্ঠানে আমি বক্তব্য দেই। ১৭টি গণমাধ্যম তা নিয়ে যে হেড লাইন করেছে, তার সঙ্গে আমার বক্তব্যের কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। হেডলাইগুলো বলেছে, আমেরিকা যুদ্ধবাজ, অমুক-তমুক, এই কথাগুলো আমাদের মুখেও আসেনি।'

মন্ত্রী বলেন, 'যে জিনিসগুলোর ধারে কাছে বলি নাই সেগুলো হেডলাইন করেছে। হয়তো তারা বাংলা বোঝেন না। আর না হয় ইচ্ছে করে এই ধরনের মিথ্যা তথ্য প্রচার করেছেন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে। এই মিথ্যা প্রচারণার ফলে যেটি অসুবিধা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার মনে করবে আমরা বোধ হয় তাদের শত্রু। এমনভাবে প্রচারণা করেছে যে-যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে শত্রু বানানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছে। খুবই দুঃখজনক ও লজ্জাজনক।'

তিনি আরও বলেন, 'যে সাংবাদিকরা এটা করেছে তাদের জন্য এটা লজ্জার বিষয়। আর আপনাদের (গোপালগঞ্জে কর্মরত সাংবাদিক) জন্য দুঃখের বিষয় যে আপনাদের সহকর্মীরা এই ধরনের বানোয়াট জিনিস প্রকাশ করেছেন। আমি অনেক সাংবাদিককে বলেছি, আপনাদের এই নিয়ে গবেষণা করা উচিত। কেন এতো নিম্নমানের সাংবাদিকতা! এটা আপনাদের জন্য দুঃখের বিষয়।'

এর আগে মন্ত্রী টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছে সাবেক রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে পবিত্র ফাতেহা পাঠ করে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন তিনি ।

এ সময় অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন,পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন, অ্যাসোসিয়েশন অব ফরমার বিসিএস (এফএ) অ্যাম্বাসেডর্স (এওফা)- এর প্রেসিডেন্ট শমসের মবিন চৌধুরী, সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল্লাহ আল হাসান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দসহ গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান মুন্সি আতিয়ার রহমান, জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক একেএম হেদায়েতুল ইসলাম, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল মামুন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেদারুল ইসলাম, পৌর মেয়র শেখ তোজাম্মেল হক টুটুল, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ সাইফুল ইসলামসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সুত্র সমকাল

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে ‘রব-রুহুল’ প্যানেলের বিজয় উৎসব ও আনন্দ আড্ডা

নিউইয়র্ক : গত ২৪ অক্টোবর সোমবার রাতে কুইন্স প্যালেসে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক এর সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে ‘রব-রুহুল’ প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়ে বিজয় উৎসব ও আনন্দ আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজয় উৎসব ও আনন্দ আড্ডার আয়োজন করে ‘রব-রুহুল’ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি।

‘রব-রুহুল’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক আজিমুর রহমান বুরহানের সভাপতিত্বে এবং নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আব্দুল মান্নান ও এম এ বাসিতের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান এম আজিজ। বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ড. সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাষ্টির সদস্য হাজী মফিজুর রহমান, ওয়াসী চৌধুরী ও আব্দুল হাসিম হাসনু, নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সহ সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান ও ফারুক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভুঁইয়া, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, জালালাবাদ এসোসিয়েশান অফ আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আবুল কাসেম, রাফেল তালুকদার, আক্কাস আলী, ইউসুফ জসিম, কাজী তোফায়েল ইসলাম, নাদের আইউব সহ কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে ‘রব-রুহুল’ প্যানেলের সমর্থক, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। বিজয় উৎসব ও আনন্দ আড্ডা ২০২২ আয়োজনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ‘রব-রুহুল’ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। বিজয় উৎসব ও আনন্দ আড্ডা ২০২২ আয়োজনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ‘রব-রুহুল’ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। অনুষ্ঠানে নির্বাচন পরিচালনা কমিটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছাসহ অভিনন্দন জানান হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নির্বাচনে ‘রব-রুহুল’ প্যানেলের বিশাল বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের দেয়া সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহবান জানান।

নব নির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়া এ বিজয়ের জন্য কমিউনিটির সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সোসাইটিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। একটি সুন্দর, সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন, মিডিয়াসহ কমিউনিটির সকলের সহযোগিতার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

বিজয় উৎসব আয়োজকদের বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী নির্বাচনে ‘রব-রুহুল’ পরিষদের দেয়া সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, নির্বাচনে বিজিতসহ সকলকে সাথে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক’র সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবেন।

নব নির্বাচিত সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভুঁইয়া তাদের বক্তব্যে ‘রব-রুহুল’ প্যানেলের বিশাল বিজয়ে ভোটারদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরন করেন। বিশেষ করে ‘রব-রুহুল’ প্যানেলের ক্যাম্পেইন কমিটির সকল কর্মকর্তাকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তারা ‘রব-রুহুল’ প্যানেলকে বিপুলভাবে বিজয়ী করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

পরে সোসাইটির নির্বাচিত জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদের পরিচালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় বাউল শিল্পী কালা মিয়া, ডা. শাহনাজ লিপি, সেলিম ইব্রাহীম, রোজি ও প্রদীপ ভট্টাচার্য। শিল্পীদের মনোজ্ঞ পরিবেশনা দর্শক-শ্রোতারা গভীর রাত পর্যন্ত উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সোসাইটির সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে ‘রব-রুহুল’ পরিষদ পূর্ণ প্যানেল বিজয়ী হয়। নির্বাচিতরা হলেন : সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভুঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি, জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ টিপু খান, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য মোঃ সাদী মিন্টু, ফারহানা চৌধুরী, শাহ মিজান, আবুল বাশার ভূইয়া, আক্তার হোসেন বাবুল ও সুশান্ত দত্ত।

এ নির্বাচনে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদে ৪০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এর মধ্যে ‘রব-রুহুল’ ১৯জন এবং ‘নয়ন-আলী’ প্যানেল থেকে ১৭ জন এবং স্বতন্ত্র সভাপতি প্রার্থী হিসেবে সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন এবং স্বতন্ত্র সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল মোমেন (সোহেল) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

‘নয়ন-আলী’ প্যানেলের ১৯জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইকালে তাদের দু’সদস্যের মনোয়নপত্র বাতিল হয়। এ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২৭,৫১৩।

‘রব-রুহুল’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক আজিমুর রহমান বোরহান এবং প্যানেল নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আব্দুল মান্নান অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

পরে কেক কেটে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি কামাল আহমেদের সহধর্মিনীর জন্মদিন উদযাপন করা হয়।- ইউএসএনিউজ

আমেরিকায় স্বপ্ন পুরণের দ্বার উন্মোচন করছে পিপলএনটেক

৪৮ পৃষ্ঠার পর

সিএফও ফারহানা হানিপ। তাদের ঘিরে জমেছিলো প্রতিষ্ঠানটির এলামনাইদের মিলনমেলা। এতে নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, নিউজার্সী ও পেনসিলভেনিয়া ক্যাম্পাস/কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা সহ নিউইয়র্ক ছাড়াও ট্রাইস্টেটের বিশিষ্টজনেরা অংশ নেন। কমিউনিটির সর্বস্তরের বিশিষ্টজনদেন উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন পরিবেশে রূপ নেয়।

উল্লেখ্য, পিপল এন টেক প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিপ নানা চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে নিজে যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনী হাজারো বাংলাদেশীসহ ভিন্নদেশীদেরও 'প্রফেশনাল জব'-এ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছেন। ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিপ আমেরিকায় তার ব্যক্তিগত জীবনে মোহনীয় উচ্চ বেতনের চাকুরি ছেড়ে দেড় যুগ পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন 'আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সেন্টার-পিপল এন টেক'। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠানটি থেকে ৮হাজার শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকুরি করছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নামী-দামী কোম্পানীতে/প্রতিষ্ঠানে। সর্বশেষ আরো বৃহৎ পরিকল্পনায় আবু হানিপ প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ওয়াশিংটন ইউনিভার্সি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'। তিনি এই প্রতিষ্ঠনের চ্যান্সেলর। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখন সহস্রাধিক। যার সিংহভাগই বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট ভিসায় আসা শিক্ষার্থী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিপ ও পিপলএনটেকের প্রেসিডেন্ট ফারহানা হানিপ। পিপলএনটেকের অন্যতম পরিচালক ড. শফি চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ এন মজুমদার, সৈয়দ মোস্তফা আল আমিন রাসেল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন কয়েকজন এলামনাই।

কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম বলেন, আপনাদের সাফল্য আমাদের মুগ্ধ করে এবং বাংলাদেশীদেরকে গৌরবান্বিত করে। ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ আমেরিকায় যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তা অনেককেই উৎসাহিত করবে, অনুপ্রেরণা যোগাবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশী ডায়াসপোরার অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে তাদের পদচিহ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আবুবকর হানিপ

তাদের একজন।

সৈয়দ আশিকুর রহমান পিপলএনটেকের সাফল্যেও প্রশংসা করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিকে সামনে এগিয়ে নিতে আমাদের সবার সহযোগিতা থাকবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে এদেশে পড়তে ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপও শোনান তার জীবনের গল্প, সংগ্রামের কথা, সাফল্যেও কথা। যে গল্প/কথা ছিলো সকলের জন্যই অনুপ্রেরণার। আবু হানিপ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানে দু'লাখ ডলার বেতনের চাকরি করতেন। কিন্তু ভেবেছিলেন একার উন্নতি শুধু নয়, আরও মানুষ যাতে একইভাবে তাদের জীবনটিকে পাল্টে দিতে পারে সেই প্রচেষ্টাই নিতে হবে। তার সেই ভাবনা থেকেই আজ থেকে ১৮ বছর আগে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন পিপলএনটেক। তিনি জানান, মজার কথা হচ্ছে শুরুটা হয় মাত্র একজন ছাত্র দিয়ে। সেই ছাত্রটি যখন কোর্স সম্পন্নের পর আমেরিকান একটি প্রতিষ্ঠানে মোটা মাইনের চাকরি পেলেন। তখন তা জানাজানি হওয়ার পর নতুন ছাত্র আসতে শুরু করলো। এরপর আর পেছনে তাকে ফিরে তাকাতে হয়নি। ধীরে ধীরে পিপল এন টেকের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। আর এই সময়ের মধ্যে ৭ হাজারের বেশি বাংলাদেশীকে আইটি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে 'প্রফেশনাল জব' পাইয়ে দিয়েছে পিপলএনটেক। যারা এখন স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছেন। শুধু তাই নয়, পিপল এন টেকের এলামনাইরা নিজেদের পাশাপাশি গড়ে তুলছেন নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য গড়ে তুলেছেন আর্থিক নিশ্চয়তা। পাশাপাশি তারা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতিতেও ভূমিকা রাখতে পারছেন। আবু হানিপ বলেন, এসবের পিছনে দেশপ্রেমই বড়।

অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ 'ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' (ডব্লিউইউএসটি) প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরে বলেন, এটি পিপলএনটেকেরই একটি ধারাবাহিকতা এবং তার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। আর আমেরিকার মূলধারায় বাংলাদেশী কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে শিক্ষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।

পিপলএনটেকের প্রেসিডেন্ট ফারহানা হানিপ বলেন, আমাদের এলামনাইরাই আমাদেও প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। তাদের সাফল্যই আমাদের সাফল্য। তাই সবাইকে নিয়েই আমরা আমাদের সাফল্য উদযাপন করতে চাই। যদিও এলামনাইরা এখন আর ক্যাম্পাসে নেই কিন্তু তারা সকলেই আমাদের অন্তরে রয়েছেন। কেউ কেউ এখন উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছেন, তাদের জন্য আমরা গর্বিত। ডব্লিউইউএসটিকে সফল করে তুলতে কিনি পিপলএনটেকের এলামনাইদের পাশে থাকার আহবান জানান।

পিপল এন টেক-এর এলামনাই ড. শফিউল হামিদ। অনুষ্ঠানে জানালের তার অভিজ্ঞতার কথা। বলেন, বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষা শেষে পিএইচডি করেন জাপানে। এরপর চলে আসেন 'স্বপ্নের দেশ' যুক্তরাষ্ট্রে। 'অড জব' দিয়ে শুরু তার প্রবাস জীবন। নানান হতাশার মধ্যেই জানতে পারেন 'পিপল এন টেক'র কথা। খোঁজখবর নিয়ে ৪ মাসের কোর্স নিয়ে তা সম্পন্ন করে চাকুরী পেয়ে যান আমেরিকান এক প্রতিষ্ঠানে। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তার। পরবর্তীতে বাংলাদেশ থেকে আসা স্ত্রী নাসরিন সুলতানাকেও পিপল এন টেক'র কোর্স সম্পন্ন করান। বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এখন মোটা আয়ের চাকরি করছেন আমেরিকার আইটি সেক্টরে।

২০১৩ সালের ঘটনা। মন্দার কবলে পড়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন উচ্চশিক্ষিতা ফাতেমা ইয়াসমীন। বসবাস করছিলেন ক্যাসিনো সিটি হিসেবে বিশ্বখ্যাত আটলান্টিক সিটিতে। সেখানে চালু করা হলো 'পিপল এন টেক'র ক্যাম্পাস। ফাতেমা ইয়াসমীন এই ক্যাম্পাস থেকে আইটি কোর্সগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে মোটা অংকের অর্থের চাকরী পেয়ে চান। বর্তমানে তিনি সাউথ ক্যারোলিনায় কর্মরত। জানালেন ভালো আছেন, নেই কোন হতাশা।

অনুষ্ঠানে পিপল এন টেক'র ভূমিকার প্রশংসা করলেন বাংলাদেশের কুমিল্লা বোর্ডে এসএসসিতে প্রথম স্থান অধিকারী এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকায় আসা মীর হোসেন। বললেন- প্রথমে 'অড জব' করতে বাধ্য হই। এক পর্যায়ে পরিচিতজনের মাধ্যমে পিপল এন টেক'র সান্নিধ্যে এসে হতাশা কাটিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। এখান থেকে আইটি কোর্স সম্পন্ন করে নতুন জীবন পাই। জানান তিনি বর্তমানে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রণালয়ে আইটি স্পেশালিস্ট হিসেবে চাকরির পাশাপাশি আটলান্টিক সিটিতে পিপল এন টেক'র ক্যাম্পাসে শিক্ষকতা করছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে ক্রেস্ট তুলে দেন ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ। এছাড়াও সফল এলামনাইদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে ক্রেস্ট ও ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া হয়। এরপর ড. শফিউল হামিদ দম্পতি সহ পিপলএনটেকের সকল কর্মকর্তাকেও ক্রেস্ট ও ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় আবুবকর হানিপ ও ফারহানা হানিপকেও। খবর ইউএনএ'র। ছবি: নিহার সিদ্দিকী।

মুখোমুখি লর্ড ক্লাইভ ও ঋষি সুনাক

৪৮ পৃষ্ঠার পর

না পড়লে ঠিক জাতে ওঠা যায় না। এই তর্ক আপাতত বাইরে রেখে বলাই যায়, যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে গত ২৫ অক্টোবর মঙ্গলবার। এদিন অশ্বেতাঙ্গ ও দেশটির 'রাজধর্ম' প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানের বাইরে একজন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু ঋষি সুনাক একই সঙ্গে দেশটির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য ও বর্ণবাদী দেশটিতে একজন অশ্বেতাঙ্গের প্রধান নির্বাহী হওয়া বিরল ঘটনাই। তবে ইংরেজ রাজনীতির অন্দরমহলে যেভাবে অভিবাসী ও তাদের বংশধররা জায়গা করে নিচ্ছেন, সেই অর্থে ঋষি সুনাকের প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ মোটেও অকল্পনীয় নয়।

ঋষি সুনাকের ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে রবার্ট ক্লাইভের (পরে লর্ড) সম্পর্ক কি? কেনই বা তারা মুখোমুখি? ইতিহাসের চাকা কি তাহলে উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করল? এসব প্রশ্নের মীমাংসার আগে দুই বছর আগে ইংল্যান্ডে ঘটে যাওয়া একটি আন্দোলনের উল্লেখ জরুরি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ফ্লয়েড নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে নিহত হন। ওই ঘটনায় বিশ্বজুড়ে 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তখন ব্রিটেনের আন্দোলনকারীদের একটি দাবি ছিল-সর্পসায়ার কাউন্টির শহরের মাঝে রবার্ট ক্লাইভের যে মূর্তিটি রয়েছে, সেটিকে অপসারণ করতে হবে-ক্লাইভ মাস্ট ফল। এই দাবিতে কাউন্টি কাউন্সিলরকে তারা স্মারকলিপিও দিয়েছিলেন। স্বভাবতই কনজারভেটিভ পার্টির কাউন্সিলর সেই দাবি আমলে নেননি। আমিও ব্যক্তিগতভাবে এমন দাবির সঙ্গে একমত নই। ঘৃণা প্রকাশের জন্য সামনে একটা প্রতীক লাগে, যেমনটা করে থাকেন মুসলিমরা হজে গিয়ে শয়তানকে পাথর ছোড়ার মধ্য দিয়ে। ক্লাইভ কতটা ঘৃণিত তা প্রথম ইংরেজি অভিধান প্রণেতা ড. স্যামুয়েল জনসনের একটি বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়। চাছাছোলা কথার জন্য স্যামুয়েলের অনেক দুর্নাম আছে। তিনি দেশপ্রেমের সংজ্ঞা করেছেন, 'শয়তানের শেষ আশ্রয়স্থল'। সেই স্যামুয়েল জনসন ক্লাইভ সম্পর্কে বলেছেন, 'তার অবৈধ সম্পদ এমন নিষ্ঠুর এবং অসৎ উপায়ে করেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত নিজের চৈতন্যই তাকে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে।' অপরাধ শুধু একা ক্লাইভের কেন? অভিজাত সমস্ত ইউরোপীয়ই একই দোষে দোষী। ফানোর আরেক গ্রন্থ 'রেচেড অব দ্য আর্থ'-এর ভূমিকায় জাঁ পল সার্ত্র বলেছেন, এই যে ইউরোপের জৌলুস, রাজপ্রাসাদ, বড় বড় অট্টালিকা, সুন্দর রাস্তাঘাট, মনোরম চার্চ-সবই বাইরের দেশ থেকে লুটপাটের অর্থে।

এটা সত্য যে ভারতে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয় ক্লাইভের হাত ধরে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে। এর আট বছর পর ১৭৬৫ সালে বক্সার যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে বাংলার ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়। ভারতের এক ঐতিহাসিক বলেছেন, 'ক্লাইভের অধীনে বাংলা একটি ডাকাতের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।' অবশ্য এর শুরুটা হয়েছিল ভারতে পর্তুগিজদের আগমনের ঠিক একশ দুই বছর পর ১৬০০ সালের ২৪ আগস্ট। সেদিন বোম্বাইয়ের উত্তরে সুরাট বন্দরে (বর্তমান গুজরাট) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম বাণিজ্য জাহাজ 'হেক্টর' নোঙর করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স গোবেচারা টাইপ মানুষ হলেও তার মনোভাব খুব সাধু বা নিরীহ ছিল না। তার মনে ছিল দস্যুবৃত্তি। হকিন্সেরই যোগ্য উত্তরসূরি ক্লাইভ। এই হকিন্স বা ক্লাইভ তো ইংরেজ কলোনিয়াল প্রোপাগান্ডিস্ট লেখক ডেনিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসোরই বাস্তব চরিত্র। রবিনসন ক্রুসো নির্জন দ্বীপটিতে একদল ক্যানিবাল বা মানুষখেকোর হাত থেকে যে কালো মানুষটিকে (তিনিও ক্যানিবাল) রক্ষা করেন, তার নাম দেন ফ্রাইডে। শুক্রবারের ওই ঘটনার কারণে তার এই নামকরণ। ফ্রাইডেকে প্রথম রূপান্তরিত করা হয় খ্রিষ্টধর্মে। এরপর শেখানো হয় ইংরেজি ভাষা। এভাবে এক 'বর্বর'কে সভ্য বানানোর মিশনে নামেন রবিনসন। প্রত্যেকটা ইংরেজ বা অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতির মনোভাবই ছিল এরকম। আফ্রিকা-আমেরিকা-ভারতে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করার মূল উদ্দেশ্য 'বর্বর' এসব জাতিকে সভ্য করা। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় ইংরেজ কবি রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের ভাষায়। ১৮৫৭ সালে ইংরেজরা যখন পুরো ভারতবর্ষ নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়, তখন ভিক্টোরিয়ান কবি কিপলিং বলেছিলেন, 'একমাত্র অভিজাত ইংরেজরাই অসভ্য এবং অন্ত্যজ কুলোদ্ভবদের শাসন করার দায় নিতে পারে। তাই ঈশ্বরের অমোঘ বিধানেই ইংরেজ জাতি এ দায়টি মাথা পেতে নিয়েছে।'

এখানেই শেষ নয়। ১৯৩১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের হাউস অব কমনস সভায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, সেখানেও একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। চার্চিল সুলেখক, তার রসবোধও ছিল প্রবল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস লিখে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি তার মনোভাব ক্লাইভদের চেয়ে উনিশ-বিশ ছিল না। ওই ভাষণে চার্চিল বলেছিলেন, 'আমি ভারতীয়দের ঘৃণা করি। এরা নোংরা প্রকৃতির মানুষ, যাদের ধর্মও নোংরা।' এর আগে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে চার্চিল যা বলেছিলেন, তা শুনলে যেকোনো ভারতীয় তাকে উন্মাদ বলবেন। গান্ধী সম্পর্কে চার্চিলের অভিমত–'এই গান্ধী বেটাকে দেখলে পিলে চমকে যায়, বমি আসে। মিডল টেম্পলের এই আইনজীবী এখন প্রাচ্যদেশীয় ফকিরের বেশ নিয়েছেন। তিনি একদিকে নাগরিকদের আইন না মানতে প্রচারণা চালাচ্ছেন, অন্যদিকে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে আলোচনা করতে ন্যাংটা হয়ে ভাইস রিগ্যালের প্রাসাদে আসছেন।'

চার্চিলের ভাষায় 'নোংরা' ধর্মের ঋষি সুনাক নামের এক যুবকই আজ যুক্তরাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এটা ইতিহাসের এক পরিহাস, বাঁক পরিবর্তনও। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে যেই ইংরেজকে কেইপ অব গুড হোপ (আমাদের অগ্রজ ভাষাতাত্ত্বিকেরা এর সুন্দর পরিভাষা করেছেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ') হয়ে ভারত মহাসাগরে এসেছেন, সেই একই পথে নিষিদ্ধ 'কালাপানি' পাড়ি দিয়ে একসময় সুনাকের পূর্বপুরুষও আফ্রিকায় বসতি গড়েছিলেন, সেখান থেকে ইংল্যান্ডে।

ঋষি সুনাক ইংল্যান্ডের অন্যতম ধনী ও অভিজাত পরিবারের সদস্য। এই নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু এই অবস্থায় আসতে সুনাককে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে তার পথ যেমন মসৃণ ছিল না, ব্রিটেনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতেও তার হাতে এই মুহূর্তে কোনো যাদুর কাঠি নেই। সুনাক এমন এক সময়ে ব্রিটেনের হাল ধরেছেন, যখন দেশটি ইতিহাসের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জ্বালানি সংকটে দেশটির জনগণের জেরবার অবস্থা। সুনাক কি পারবেন এই সংকট থেকে দেশটিকে তুলে আনতে! এরই মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদেরও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুনাক। ব্রেক্সিট ইস্যুতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এখন দেশটির এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বারস্থ হতে পারেন সুনাক। কাজটি বেশ কঠিন। এর মধ্য দিয়ে তার দল কনজারভেটিভ পার্টিরও দেউলিয়াত্ব প্রমাণ হবে। তার পরেও হয়তো সুনাককে একটা ঝুঁকি নিতে হতে পারে। সামনে আরেকটি চ্যালেঞ্জ আসছে সুনাকের জন্য। দেশটির পার্লামেন্ট নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই। জনমত জরিপেও লেবার পার্টি অনেকটা এগিয়ে আছে। সুনাক বা তার দলের জন্য আমার কোনো সহানুভূতি নেই। তার পরেও চাইব-জনগণকে মুক্তি দিতে সুনাক তার যোগ্যতার প্রমাণ রাখবেন। এটাই হবে লর্ড ক্লাইভ, রুডিয়ার্ড কিপলিং বা উইনস্টন চার্চিলকে উপযুক্ত জবাব। সূত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243
*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানালেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। গত ২৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শনকালে তিনি এ আহ্বান জানান। কনস্যুলেট আয়োজিত 'রেমিট্যান্স-এর গুরুত্ব ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে সাবেক তথ্য সচিব কামরুননাহার, কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামসহ নিউইয়র্কস্থ সরকারি ও বেসরকারি এক্সচেঞ্জসমূহের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও দেবশ্রী মিত্র, স্টার্ডাড এক্সপ্রস এর সিইও এম এ মালেক, সানম্যান গ্লোবাল এর সিইও মাসুদ রানা তপন, বিএ এক্সপ্রেস এর সিইও আতাউর রহমান, সোনালী এক্সচেঞ্জ এর র্কপোরেট অফিসের ম্যানেজার শাহাদৎ হোসেন প্রমুখ।

বৈঠকে খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসীবান্ধব নীতি ও সরকার গৃহিত পদক্ষেপ সমূহের উল্লেখ করে প্রবাসীদেরকে বৈধ পথে আরও বেশি রেমিট্যান্স পাঠানোর আহ্বান জানান।

তিনি রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর অবদান উল্লেখ করে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের বিদ্যমান অনুকূল পরিবেশে প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগেরও আহ্বান জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। বৈঠকে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা ও সুবিধা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসীদের মাঝে প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে প্রচার চালান, রেমিট্যান্স প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রণোদনার হার বৃদ্ধি করা, রেমিট্যান্স মেলার আয়োজন করা, ওয়েজ আর্নারবন্ডের সুবিধা সহজে পাওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ও আটলান্টিক সিটি মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র এর মধ্যে মতবিনিময়

আটলান্টিক সিটি: নিউয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এর কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ২৬ অক্টোবর নিউজার্সির আটলান্টিক সিটি মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রের সাথে তাঁর কার্যালয়ে বৈঠক করেন।

বৈঠককালে কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম আটলান্টিক সিটি এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মেয়ররের সক্রিয় ভূমিকার জন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কনসাল জেনারেল এসময় কমিউনিটির কল্যাণে আগামী দিনগুলিতে একসাথে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মেয়র মার্টি স্মল আটলান্টিক সিটির উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্যোগ ও ভূমিকার প্রশংসা করেন। বৈঠকে কনসাল জেনারেল মেয়র কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের দৃশ্যমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আরো ব্যাপকভাবে আটলান্টিক সিটিতে প্রসারের জন্য মেয়রেরর সহযোগিতা কামনা করেন। মহান ভাষা আন্দোলন ও ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দানের পটভূমি তুলে ধরে তিনি আটলান্টিক সিটিতে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের বিষয়ে মেয়র মার্টি স্মলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনাব মার্টি স্মল এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন। মেয়র মার্টি স্মল আগামী দিনগুলিতে তাঁর অফিস ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের মধ্যেকার চলমান সহযোগিতা আরো মজবুত ও শক্তিশালী হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

লস অ্যাঞ্জেলেসে ৫ বিশিষ্টজন পেলেন লিটল বাংলাদেশ এওয়ার্ড ২০২২

লস অ্যানে্জলেস: লস অ্যানে্জলেসে পাঁচ বিশিষ্টজন পেলেন 'লিটল বাংলাদেশ এ্যাওয়ার্ড ২০২২' ।প্রতি বছরের মতো প্রবাসে বাংলাদেশ কমিউনিটি বিনির্মাণ, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় লিটল বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব এই এ্যাওয়ার্ডদেয়। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এবার প্রদত্ত বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠক হিসেবে জাহিদুল মাহমুদ জামি, সাহিত্যে কবি মুকতাদির চৌধুরী তরুণ, সমাজ সেবায় ইনি্জনিয়ার জলিল খান, সাংস্কৃতিতে (মরণোত্তর) মিজানুর রহমান শাহীন এবং খন্দকার আলম। লস অ্যানে্জলেস লিটল বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের লিটল

বাংলাদেশএওয়ার্ড ২০২২ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লস অ্যানে্জলেস বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কন্সালজেনারেল সামিয়া আন্জুম এ সম্মাননা তুলে দেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, গণমাধ্যম বান্ধব বিশ্বনেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে একটি শান্তিকামী রাস্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরে। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।তিনি লিটল বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নেপ্রবাসীদের বৈধ উপায়ে দেশে অর্থ পাঠানোর অনুরোধ করেন। প্রেস ক্লাব সভাপতি কাজী মশহুরুল হুদার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লস্কর আল মামুনসহ সম্মাননাপ্রাপ্তরাবক্তৃতা করেন।

হলিউড সায়েন্টলজীর লেবানন হলে সাজিয়া হক মিমির উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত অ্যাওয়ার্ডঅনুষ্ঠানে স্হানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা ও প্রবাসীবাংলাদেশিরা উপসি্হত ছিলেন।পরে শিল্পী আরজীন কামাল ও তার দল গান গেয়ে শোনান।

সাংবাদিক হাবিব রহমানের লেখা ভ্রমণ কাহিনী 'ঘুরে দেখা ইউরোপ' প্রকাশিত

৪৮ পৃষ্ঠার পর

'ঘুরে দেখা ইউরোপ' এর এই পর্বে সাংবাদিক-লেখক হাবিব রহমান নেদারল্যান্ডস, গ্রীস, তুরস্ক, জার্মানী, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনলান্ড, রাশিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, বৃটেন, পর্তুগাল এবং স্পেনের বিভিন্ন দর্শনীয়স স্থানের বিবরণ তুলে ধরেছেন। যদিও প্রতিটি বিবরণ সংক্ষিপ্ত কিন্তু ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথ্যে ভরপুর। যারাদেশগুলো ভ্রমণে আগ্রহী তাদের জন্য বইটি চমৎকার গাইড বুক হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

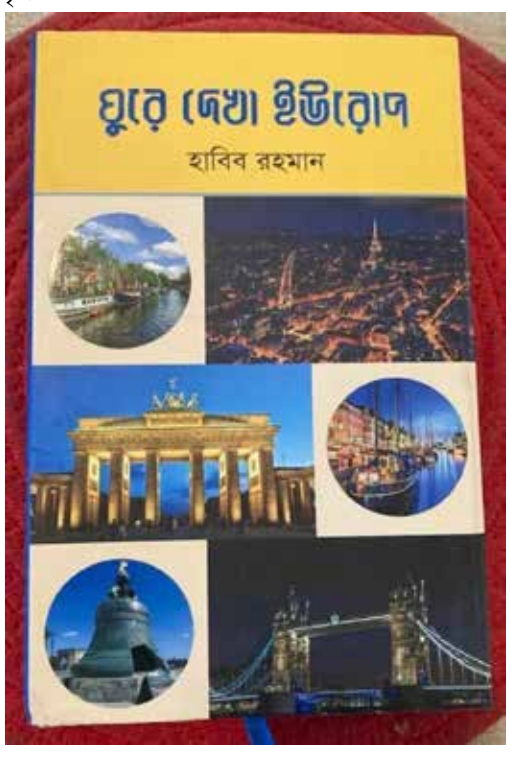

যেকোন ভ্রমণ কাহিনী সাহিত্যের জনপ্রিয় একটি ধারা। একটি সার্থক ভ্রমন কাহিনী পাঠককে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন নগরীর ইতিহাস ঐতিহ্য, বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা, সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক সহ অনেক অজানা বিজয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। অনেকে ভ্রমণ করলেও তাদের অভিজ্ঞতা লিখে যান না। সেদিক থেকে 'ঘুরে দেখা ইউরোপ' এর লেখক হাবিব রহমান তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিখে ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একদিকে তিনি তার নিজের ভ্রমণ তৃষ্ণা পুরণ রেছেন অন্যদিকে ভবিষ্যৎ ভ্রমণবিলাসীদের প্রতি তার দ্বায়বদ্ধতায়ও পরিচয় দিয়েছেন।

সাংবাদিক-লেখক হাবিব রহমান জানান, ২৭৮ পৃস্টার এই বইটি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের সৃজনশীল গ্রন্থের অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা নালন্দা প্রকাশনী। কোলকাতার পরিবেশক সূর্যসেন স্ট্রিটের 'বই বাংলা'। নিউইয়র্কে পাওয়া যাবে জ্যাকসন হাইটসের মুক্তধারায়। এছাড়াও অন লাইনে ৎড়শড়সধৎর.পড়স/হধষড়হফধ এবং িিি. নরড়যধুধৎফ.পড়স অর্ডার করা যাবে। এছাড়াও ০১৫১৯৫২১৯৭১ অথবা ০৯৬১১২৬২০২০ এই নাম্বারে ফোনে অর্ডার করা যাবে। চার রংয়ে বইটির নান্দনিক পপ্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী ধ্রুব এষ। খবর ইউএনএ'র।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
FREE
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

নিউইয়র্ক সিটিতে ফ্লু-র ব্যাপক বিস্তার, মৌসুমের এক মাস পার হওয়ার আগেই ৩৬০ জনের মৃত্যু

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে ইতিমধ্যেই উচ্চমাত্রায় ফ্লু-র বিস্তার পরিলক্ষিত হচ্ছে ফলে জানিয়েছে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি) বা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র। ২০২২-২৩ এর ফ্লুর মৌসুম, যা অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে মে পর্যন্ত - ইতিমধ্যেই ৩৬০ জনের জীবন কেড়ে নিয়েছে যার মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র অনুসারে।এপর্যন্ত ৬৯০০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি

হতে দেখা গেছে, যা ২০১০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংখ্যা। নিউ ইয়র্ক সিটির মতো প্রধান মহানগরগুলিতে ফ্লুর বিস্তার নিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করেছে সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি । যারা এখনো ফ্লু শট বা ফ্লু ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন নি, তাদের অনতিবিলম্বে ফ্লু শট নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

আলিম্পিকের সোনা, ঋষি সুনাক আর আমাদের ভণ্ডামি

সেজান মাহমুদ

২০১৬ সালে রাশিয়ান দলের মার্গারিতা মামুন, বাংলাদেশের ছেলে আব্দুল্লাহ আল মামুনের কন্যা, রাশিয়ায় জন্ম নেয়া মেয়ে অলিম্পিকে সোনা জিতেছিল। আমরা অবশ্যই গর্বিত বোধ করেছিলাম এই কন্যার সাফল্যে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মুখোমুখি লর্ড ক্লাইভ ও ঋষি সুনাক

রহমান সিদ্দিক : ভারতীয় বংশোদ্ভূত, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত, আফ্রিকান-আমেরিকান (বারাক ওবামার ক্ষেত্রে) ইত্যাদি শব্দের মধ্যে শ্লাঘা আছে, আছে আত্মম্ভরিতা; তার চেয়ে বেশি আছে ঔপনিবেশিক মানসিকতা। ফ্রান্স ফানো তার 'ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক' গ্রন্থে এই বিষয়টিকে বলেছেন 'হীনমন্যতা'। অর্থাৎ শরীরটা কালো হলেও একটা সাদা মুখোশ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ওয়েটার থেকে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের উত্থানগাথা

আমিরুল আবেদিন আকাশ : দীপাবলি ইদানীং শুধু ভারতে নয়, ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনেকের সুবাদে গ্রেট ব্রিটেনেও উদযাপিত হয় ব্যাপক আড়ম্বরের সঙ্গে। ২৫ অক্টোবর সোমবার এমন আড়ম্বরপূর্ণ দীপাবলির দিনে ব্রিটেনের ইতিহাসের সর্বপ্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী হলেন ঋষি সুনাক। *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকায় স্বপ্ন পুরণের দ্বার উন্মোচন করছে পিপলএনটেক

নিউইয়র্ক: 'নো মোর অড জব' শ্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত পিপল এন টেক এলামনাইদের প্রথম এবং ব্যতিক্রমী পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হলো। গত ২৩ অক্টোবর রোববার নিউইয়র্কের উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাফল্যের কথা জানালেন পিপল এন টেক এলামনাইরা। শেয়ার করলেন একে অপরের অভিজ্ঞতার কথা। তাদের অভিজ্ঞতার নানান কথা অবাক করে দেয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের। বিশেষ করে 'ল্যান্ড অব অপুরচনিটির দেশ' এই মার্কিন মল্লুকে যে কতো সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তার কথা তুলে ধরে আশার আলো শুনালেন অনেকেই। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিপ-কে অভিহিত করলেন 'স্বপবাজ আর স্বপ্ন পূরণের মানুষ' হিসেবে। বক্তারা বলেন পিপল এন টেক হচ্ছে আমেরিকায় ভাগ্য পরিবর্তনের সিঁড়ি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আরটিভি'র সিইও সৈয়দ আশিকুর রহমান। আর মধ্যমনি ছিলেন পিপলএনটেক'র প্রতিষ্ঠাতা-সিইও এবং ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর আবুবকর হানিপ। ছিলেন পিপলএনটেক'র প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বৈশ্বিক আইনশৃঙ্খলা সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি-গ্যালাপ-এর রিপোর্ট

নিউ ইয়র্ক :বৈশ্বিক আইনশৃঙ্খলা সূচকে উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এ তথ্য উঠে এসেছে। গত বছরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে বুধবার (২৬ অক্টোবর) এই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়।

সূচকে সবার ওপরে রয়েছে সিঙ্গাপুর। এছাড়া এই সূচকে সবচেয়ে নিচে রয়েছে আফগানিস্তান। অর্থাৎ তালেবান-শাসিত দেশটিই বিশ্বের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মনে হয় বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দুর্বলতা আছে, তাদের পরিপক্কতা দরকার - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

গোপালগঞ্জ : নিজের বক্তব্য 'ভুলভাবে গণমাধ্যমে আসছে' দাবি করে দেশের সাংবাদিকদের মধ্যে 'দুর্বলতা আছে এবং তাদের পরিপক্কতা দরকার' বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। সম্প্রতি ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তার বক্তব্য উদ্ধৃত করে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় ২৯ অক্টোবর শনিবার গোপালগঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমন মন্তব্য করেন তিনি। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ডঃ ইভান খান ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন এডুকেটর অ্যাপ্রিসিয়েশন নাইটে সম্মানিত

নিউইয়র্ক: গত ২৬ অক্টোবর খান টিউটোরিয়াল সিইও, ড. ইভান খানকে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে এডুকেটর অ্যাপ্রিসিয়েশন নাইটের সময় সম্মানিত করা হয়েছে ডঃ ইভান খান ক্রমাগত নিউইয়র্ক সিটির চারপাশের সম্প্রদায়ের সেবা করেছেন, শুধুমাত্র পরিপূরক টিউটরিং নয়, তাদের প্রাথমিক এবং উচ্চ শিক্ষার যাত্রায় পরামর্শদানের মাধ্যমে পরিবারগুলিকে সাহায্য করেছেন। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

সাংবাদিক হাবিব রহমানের লেখা ভ্রমণ কাহিনী 'ঘুরে দেখা ইউরোপ' প্রকাশিত

নিউ ইয়র্ক: বিশিষ্ট সাংবাদিক, বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমানের লিখা ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ 'ঘুরে দেখা ইউরোপ' এখন বাজারে। তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বের শতাধিক দেশ ভ্রমণ করেছেন। চষে বেড়িয়েছেন এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার বহুদেশ। পর্যটনের নেশা তাকে দীর্ঘদিন ঘরে থিতু হয়ে বসতে দেয়নি। তিনি ছুটে চলেছেন একদেশ থেকে আরেক দেশে। এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। এসব ভ্রমণ কাহিনী বাংলা পত্রিকা সহ বিভিন্ন পত্রিকায় ইতোপূর্বে নিবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এখন এগুলো একত্রিত করে সংকলিত আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যার প্রথম খন্ড 'ঘুরে দেখা ইউরোপ'। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ডায়াবেটিসের রোগীর স্ট্রোক ঝুঁকি দেড় থেকে দুই গুণ

চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবেটিসের রোগীর স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি দেড় থেকে দুই গুণ বেশি। বিশ্বব্যাপী স্ট্রোকের এমন পরিস্থিতিতে শনিবার (২৯ অক্টোবর) পালিত হচ্ছে বিশ্ব স্ট্রোক দিবস। স্ট্রোক সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৯ অক্টোবর বিশ্ব স্ট্রোক দিবস উদযাপিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব স্ট্রোক দিবস পালন *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

জ্যাকসন হাইটস এর বেকারীতে 'হালাল' হ্যাম (শুয়োর) চীজ রুটি

পরিচয় রিপোর্ট: সম্প্রতি চালু হওয়া জ্যাকসন হাইটস এর ৭১ স্ট্রীট ও ব্রডওয়ের উপর অবস্থিত একটি বেকারীতে 'হালাল' হ্যাম (শুয়োর এর মাংস) চীজ রুটি বিক্রি হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে বেকারীর কর্মচারীদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা কিছু জানাতে পারবেন না বলে মালিকের সাথে যোগাযোগের অনুরোধ করেন। একাধিকবার ফোন করেও মালিককে পাওয়া যায়নি। তবে জানা গেছে একজন মুলিম বেকারীটির মালিক। কি উদ্দেশ্য এবং কেন মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ হ্যাম বা শুয়োরের মাংসকে হালাল বলা হচ্ছে তা নিয়ে এবং বেকারীর শোরুমে উক্ত রুটি দেখে বিস্মিত ও ক্ষুদ্ধ হয়েছেন অনেকে ।

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯